বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২০ অগ্রহায়ণ ।। ১৪৩১।। রবিবার।। ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ।। ১১ ম বর্ষ ৩৩৪ সংখ্যা।। ১৫ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

নতুন রূপে নতুন সাজে

সমাজ সেবা নার্সিং হোম এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার

মতিগঞ্জ, সামসী, মালদা

আমাদের পরিষেবা

নরমাল ডেলিভারি, সিজার, গলব্লাডারে পাথর, কিডনিতে পাথর, বাচ্চাদানী টিউমার, হারনিয়া, হাইড্রোসিল, অ্যাপেনডিক্স, ব্রেস্ট টিউমার, পাইলস, ফিসচুলা, প্রস্টেট ও মাইক্রো সার্জারী ইত্যাদি অপারেশন স্বল্প খরচে ও খুব যত্ন সহকারে করা হয়।

Mob- 9733044685
8967791424

Naya Jamana....26 June....adddddddd_Layout 1 07-12-2025 05:04 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২০ অগ্রহায়ণ ।। ১৪৩১।। রবিবার।। ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ।। ১১ ম বর্ষ ৩৩৪ সংখ্যা।। ১৫ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

জনজোয়ারে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর

বিরোধী দল হওয়ার ডাক, হুঁশিয়ারি মমতাকে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বহু বিতর্ক, দল থেকে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারিও থামাতে পারল না তাঁকে। সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শনিবার পূর্ব ঘোষণা মতোই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় প্রস্তাবিত 'বাবরি মসজিদ'-এর শিলান্যাস করলেন তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বিতর্কিত এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দিনভর উত্তাল রইল এলাকা । নামল অভূতপূর্ব জনজোয়ার। লক্ষাধিক মানুষের সমাগমে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে গেল ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। এই অনুষ্ঠান থেকেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবীর এই মসজিদ নির্মাণের নাম 'বাবরি মসজিদ' দেওয়ায় আপত্তি তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে মৌলানাদের একাংশ পর্যন্ত। কিন্তু কোনও বাধাই টলাতে পারল না তাঁকে। শনিবার ৬ ডিসেম্বর, কোরান পাঠের মাধ্যমে মসজিদের শিলান্যাস সম্পন্ন হয়। এর ঠিক দু'দিন আগেই, গত ৪ ডিসেম্বর, বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য হুমায়ুন কবীরকে দল থেকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল। কিন্তু তাতেও থামেনি তাঁর কর্মকাণ্ড। বেলডাঙার মঞ্চ থেকে হুমায়ুন কবীর কেবল মসজিদ নির্মাণের কথাই বললেন না, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ডঙ্কাও বাজিয়ে দিলেন। আগামী ২০ তারিখ দল ঘোষণা করবেন জানিয়ে দিলেন তিনি । মুসলমান ভোটকে হাতিয়ার করে বিধানসভায় 'অপজিশন পার্টি' হওয়ার অঙ্ক কষলেন তিনি ।হুমায়ুন জানান, বাংলায় ২ কোটি ৮২ লক্ষ ৫৩৩ মুসলিম ভোটার আছেন, যার মধ্যে ২ কোটি ৪২ লক্ষ ৫৩৩ জন বাঙালি মুসলমান। তাঁর দাবি, রাজ্যের ৯০টি আসনে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। তাঁর আবেদন, এই ৯০টি আসনে মুসলমানদের জোড়া প্রতিনিধিকে বিধানসভায় পাঠাতে হবে। হুমায়ুনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১১ সালে তৃণমুল ক্ষমতায় আসার সময় ৬৭ জন মুসলমান বিধায়ক ছিলেন, যা ২০১৬ সালে ৫৭ এবং ২০২১ সালে ৪৪ জনে নেমে এসেছে। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দেন। তাঁর টার্গেট হল ৯০টি আসন। বাকি ২০৪টি আসনের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে লড়াই হোক । এমনটাই মন্তব্য করে হুমায়ুন হুঁশিয়ারি দেন,ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বিধানসভায় বুঝে নেব। আগামী ২২ ডিসেম্বর নতুন দল ঘোষণার কথাও জানান তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, হুমায়ুনের এই পদক্ষেপ আসন্ন নির্বাচনে ভোট কাটাকাটির অঙ্কে শাসকদলের জন্য বড় বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে। বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর

স্থাপন অনুষ্ঠানে হুমায়ুন কবীর সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকারের তরফে মসজিদ তৈরির ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তিনি মাথা নোয়াবেন না। প্রয়োজনে শহিদ হয়ে যাবেন, তবুও বাবরি মসজিদ তৈরি করেই ছাড়বেন বলে হুঙ্কার দেন এই বহিষ্কৃত বিধায়ক। তিনি বলেন, বাবরি মসজিদের একটা একটা ইটও যদি খুলে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় তিনি রুখে দাঁড়াবেন। প্রয়োজনের শহীদ হবেন। উল্লেখ্য, এদিন হুমায়ুনের ডাকে সাড়া দিয়ে এদিন বেলডাঙা ১ নম্বর ব্লকের ছেতিয়ানি মরাদিঘিতে যেন মানুষের ঢল নেমেছিল। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মতো এখানেও হাজার হাজার মানুষ মাথায় ইট নিয়ে হাজির হন। বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষরা ইট নিয়ে আসেন। জনসমাগমের জেরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায়, সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজট। এদিন অনুষ্ঠানে এলাহি খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছে। এনডিটিভি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় লাখখানেক মানুষের জন্য শাহী বিরিয়ানির আয়োজন করা হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের সাতটি ক্যাটারিং বিরিয়ানি তৈরির বরাত পায়। হুমায়ুন ঘনিষ্ঠদের মতে, শুধু খাবারের ব্যবস্থাতেই ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। সভামঞ্চ ও অন্যান্য খরচ ৬০-৭০ লক্ষ টাকা পার করেছে। মদিনা থেকে দুইজন কাজিও এসেছিলেন এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে।বাবরি মসজিদ তৈরির জন্য আপাতত ৩০০ কোটি টাকা বাজেট ধরা হয়েছে। তবে হুমায়ুন কবীর স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই টাকার একটি পয়সাও তিনি সরকারের থেকে নেবেন না। পুরোটাই অনুদান থেকে আসবে। এদিনের মঞ্চে তিনি ঘোষণা করেন, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সংস্থা আগামী এক মাসের মধ্যে মসজিদ নির্মাণের জন্য ৮০ কোটি টাকা অনুদান দেবে। জানা গেছে,স্থানীয় এক চিকিৎসক এক কোটি টাকা দান করেন । এদিন সভা মঞ্চ থেকে হুমায়ন জানায়, তার একাউন্টে লিমিট ক্রস করে গেছে । মানুষ বিপুল সাড়া দিয়েছে । হুমায়ুনের বলেন, সরকারের টাকায় মসজিদ করব না। তাতে পবিত্রতা নষ্ট হবে। প্রসঙ্গত, ২৫ বিঘা জমির উপর এই মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আপাতত ৩ কাঠা জমির ওপর ভিত্তিপ্রস্তর তৈরি হয়েছে। কেবল মসজিদ নয়, এই ২৫ বিঘা জমিতে একটি ইসলামিক হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, হেলিপ্যাড এবং মুসাফিরখানাও তৈরি করা হবে বলে জানান হুমায়ুন। উল্লেখ্য, এদিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। ২৫০ জন র‍্যাফ, ১০০ জন কনস্টেবল এবং একাধিক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার আধিকারিক মোতায়েন ছিলেন। পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমস্তরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৩,৫১২ জন 'দাগি'র পর্দাফাঁস !

প্রকাশ্যে এসএসসির পূর্ণাঙ্গ তালিকা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার কড়া নির্দেশ মেনে অবশেষে 'দাগি' শিক্ষাকর্মীদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করল রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। শুক্রবার গভীর রাতে কমিশনের ওয়েবসাইটে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদের ৩,৫১২ জন 'অযোগ্য' প্রার্থীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য তুলে ধরা হয়। এসসিএস-এর এক কর্তা জানান, কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই কমিশন এই তালিকা প্রকাশ করেছে। এর আগে কমিশন একবার এই ৩,৫১২ জনকেই 'অযোগ্য' হিসাবে চিহ্নিত করে তালিকা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সেই তালিকায় কেবল প্রার্থীদের নাম ও রোল নম্বর ছিল। এবার নতুন তালিকায় প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর, বাবার নাম, ঠিকানা এবং কোন পদে আবেদন করেছিলেন সেই সমস্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশিত তালিকায় গ্রুপ-সিতে ১,১৬৩ জন এবং গ্রুপ-ডিতে ২,৩৪৯ জন 'দাগি' প্রার্থী রয়েছেন। এই তালিকা প্রকাশ হলেও বিতর্ক কিন্তু পুরোপুরি থামছে না। গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি প্রার্থীদের একাংশের আইনজীবীরা কলকাতা হাইকোর্টে অভিযোগ করেছিলেন যে, এসএসসি সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া রিপোর্টে ৭,২৯৩ জন শিক্ষাকর্মীকে 'দাগি' বলে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু কমিশনের প্রকাশিত তালিকায় রয়েছে মাত্র ৩,৫১২ জনের নাম। এর জবাবে রাজ্য সরকার পাল্টা দাবি করে, ২০১৬ সালের শিক্ষাকর্মী পদে মোট ৫, ৯১৭ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। বাকি 'দাগি'রা অনেকে ওয়েটিং লিস্টে ছিলেন বা প্যানেলে ঠাঁই পাননি। বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছিলেন, র‍্যাঙ্ক জাম্প, আউট-অফ-প্যানেল, ওএমআর কারচুপি-সহ যত ত্রুটি ধরা পড়েছে, সেই সব 'দাগি'দের পূর্ণাঙ্গ নাম প্রকাশ করতে হবে।উল্লেখ্য,প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কারণে সুপ্রিম কোর্ট গত ৩ এপ্রিল ২০১৬ সালের এসএলএসটি প্যানেল বাতিল করার পর বহু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি খোয়া যায়। এরপর নতুন করে নেওয়া পরীক্ষায় এই দাগিরা অংশ নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। বর্তমানে নতুন শিক্ষাকর্মী নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া চলছে। তবে এসএসসি স্পষ্ট জানিয়েছে, প্রকাশিত তালিকায় 'দাগি' হিসাবে চিহ্নিত প্রার্থীরা আগামী ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না। ওয়েটিং লিস্টে থাকা যে প্রার্থীদের নম্বরে গরমিল ছিল, তাঁদের তালিকা প্রকাশ নিয়ে আদালত আলাদাভাবে কোনো সময়সীমা না দেওয়ায় এসএসসি আপাতত আইনি পরামর্শ নিচ্ছে।

মোদির পাল্টা মমতার মাস্টারস্ট্রোক

'সার' আবহে ফের মতুয়া গড়ে মুখ্যমন্ত্রী

টঙ্কু দত্ত, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এসআইআর প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ও নির্বাচন ঘোষণার প্রতীক্ষায় রাজনৈতিক মহল। এই আবহে জেলায় জেলায় জনসভার ঝড় তুলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁর গন্তব্য নদিয়ার মতুয়াগড় সংলগ্ন এলাকা। আগামী ১১ ডিসেম্বর, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সম্ভাব্য সফরের আগেই, কৃষ্ণনগরের গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে সভা করবেন তৃণমূল নেত্রী। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২০ ডিসেম্বর রানাঘাটে সভা করবেন । এখন মোদি এবং মমতা দুজনের নজরেই মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ক । উল্লেখ্য, রানাঘাট লোকসভা থেকে দু'বার এমপি হয়েছে বিজেপির প্রার্থী জগন্নাথ সরকার । তৃণমূল কার্যত ধরাশ্রয়ী। বিধানসভা নির্বাচনেও ভালো ফল করতে পারেনি তৃণমূল । সুতরাং মমতার নজরে এখন মতুয়া ভোট। এই মতুয়া ভোটের উপর ভর করেই জিততে চায় শাসক শিবির। রানাঘাট মূলত মতুয়া গড় নামেই পরিচিত । বলে রাখা ভালো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জনসভা শুরু করেছেন মতুয়াগড় বনগাঁ থেকে। বনগাঁর পর মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ ঘুরে এসেছেন তিনি। ৯ ডিসেম্বর কোচবিহারে সভার পর, মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে তিনি যাচ্ছেন নদিয়ায়। নদিয়ার একাংশ এবং

বিশেষত কৃষ্ণনগরের একাংশ ও রানাঘাটের বেশ কয়েকটি বিধানসভা আসনে মতুয়ারা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেন। এই পরিস্থিতিতে, এসআইআর বিতর্কের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী নদিয়া থেকে মতুয়াদের উদ্দেশে কী অভয় বার্তা দেন, সেদিকেই নজর সকলের। এর আগে বনগাঁর সভা থেকে তিনি সাধারণ মানুষকে এসআইআর নিয়ে ভয় না পাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন এবং তৃণমূল পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে নদিয়া জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে চূড়ান্ত প্রশাসনিক তৎপরতা। শনিবারই নদিয়ার জেলা সদরে চলে আসেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠ পরিদর্শন করেন তিনি।

জেলা পুলিশ সুপার-সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মঞ্চ স্থাপন, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, ভিআইপি প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিটি দিক খুঁটিয়ে দেখা হয়। জনসভার দিন ভিড়ের পরিমাণ এবং নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি বিবেচনা করে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, উচ্চপর্যায়ের এই অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা শিথিল করার কোনো সুযোগ নেই।

ভিড় নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হবে এবং নজরদারির জন্য ড্রোন ব্যবহারের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।জেলা প্রশাসন ও পুলিশ খুব দ্রুত একটি যৌথ প্রস্তুতিমূলক বৈঠক করবে। সেখানে পরিবহন, স্বাস্থ্য, দমকল ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সহ বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন ।মুখ্যমন্ত্রীর সফরের খবর ছড়িয়ে পড়তেই কৃষ্ণনগর শহরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যেও এ নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সরাসরি শোনার প্রবল উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ডিসেম্বরের এই জনসভাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক ব্যস্ততা এবং জনমানসে প্রত্যাশার বিশেষ স্রোত জেগে উঠেছে।

অনুপ্রবেশের নামে ধরপাকড় !

যোগীরাজ্যে আতঙ্কে বাংলাভাষীরা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই উত্তরপ্রদেশে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা-বাংলাদেশিদের প্রবেশ বেড়েছে। এমনই দাবি করে কড়া পদক্ষেপ শুরু করেছে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। এই 'অনুপ্রবেশ' রুখতে রাজ্যজুড়ে বিশেষ অভিযান ও ধরপাকড় শুরু হয়েছে । রাজ্য সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। এসআইআর-এর ভয়ে অন্য রাজ্য থেকে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ থেকে, যাতে কোনো অনুপ্রবেশকারী উত্তরপ্রদেশে আশ্রয় না নিতে পারে, তার জন্যই এই তৎপরতা। উত্তরপ্রদেশ সরকারের এমন অভিযানে বৈধ নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও নিরীহ বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকেরা ফের হেনস্থার শিকার হবেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিভেদের কাছে নতিস্বীকার নয়

সংহতি দিবসে একতার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের স্মৃতিতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রতি বছরই পালন করে 'সংহতি দিবস' বা 'সম্প্রীতি দিবস'। এই সংবেদনশীল দিনে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে একতা ও সম্প্রীতির জোরালো বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর টার্গেটে ছিল নাম না-করা সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং ধর্মের নামে রাজনীতি করা উগ্র ডানপন্থী সংগঠনগুলি। শনিবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে একটি দীর্ঘ পোস্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দেন, বাংলার মাটি কখনওই বিভেদের রাজনীতির কাছে নতিস্বীকার করবে না। তিনি তাঁর বার্তার শুরুতেই 'একতাই শক্তি' শব্দবন্ধটি বেছে নেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ৬ ডিসেম্বরের মতো দিনে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী আসলে বাংলার চিরকালীন ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, বাংলার মাটি

একতার মাটি। এই মাটি কখনও মাথা নত করেনি বিভেদের কাছে। আগামিদিনেও করবে না। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ প্রতিটি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করে তিনি লেখেন, বাংলায় সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে জানে। তাঁর বহুশ্রুত স্লোগান,'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' ফের একবার তাঁর বার্তায় উঠে আসে। তবে শুধু শান্তির বাণী শুনিয়েই ক্ষান্ত হননি মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রীতির বার্তার আড়ালে লুকিয়ে ছিল কড়া রাজনৈতিক হুঁশিয়ারি। তিনি লেখেন,যারা সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে দেশকে ধ্বংস করার খেলায় মেতেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। তাঁর নিশানায় যে উগ্র ডানপন্থী সংগঠনগুলি, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘুদের নিশানা করে কিছু দল অশান্তি তৈরি করতে পারে বলে যখন তৃণমূল অভিযোগ করছে, সেই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পুশব্যাকের ফলে রক্তশূন্য অন্তঃসত্ত্বা সোনালি ভর্তি হাসপাতালে,কেন্দ্রকে দুষছে শাসক শিবির

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ প্রায় পাঁচ মাস পর, আইনি লড়াইয়ের শেষে শনিবার নিজের গ্রাম বীরভূমের পাইকরে ফিরলেন বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া সোনালি বিবি। তবে গ্রামের মাটিতে পা রাখলেও, তাঁর বাড়ি ফেরা হল না। মালদা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে সোজা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সোনালি বিবি বর্তমানে রক্তশূন্যতার সমস্যায় ভুগছেন এবং সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। সোনালীর বৌদি সীমা বিবি জানান, তার নন্দাই এখনো বাংলাদেশে । তিনি আসলে খুশি হতেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের ভালোভাবে খেতে দেওয়া হয়নি ।তাই রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছে। অপুষ্টি হয়েছে। এর জন্য দায়ী মোদি সরকার। শনিবার সোনালি গ্রামে ফিরলেও, মাত্র ১০ মিনিটের জন্য অ্যাম্বুলেন্সে থাকা

অবস্থাতেই আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। শুক্রবার রাতে মালদার মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে নাবালক সন্তানকে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেন সোনালি। তবে তাঁর স্বামী এবং সুইটি বিবির পরিবারের সদস্যরা এখনও বাংলাদেশে রয়েছেন। এদিকে, সোনালির ঘরে ফেরাকে 'আইনি লড়াই ও মানবিকতার জয়' হিসেবে দেখছে বাংলার শাসক শিবির। শনিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই ঘটনাকে কেন্দ্রের 'ঘৃণ্য চক্রান্তের' বিরুদ্ধে বড় জয় হিসেবে অভিহিত করেছেন।

তাঁরা সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও বিএসএফের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। শাসকদলের দাবি, শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী এবং বাংলাভাষী হওয়ার কারণেই সোনালিকে চরম হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে।

Naya Jamana....26 June....adddddddd_Layout 1 07-12-2025 05:04 Page 3

১ থেকে ১৭ ডিসেম্বর কেমন যাবে?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

ঐশ্বর্য রাইয়ের রূপের রহস্য

নয়া জামানা ঃ তিনি ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। এই ভরা ৫০-এও তিনি রূপোলি দুনিয়ার এক উজ্জ্বল চুম্বক। এয়ারপোর্ট হোক বা প্যারিস ফ্যাশন উইক, পোশাক নিয়ে সমালোচনা বা প্রশংসা যাই হোক না কেন, তাঁর চোখ ধাঁধানো রূপকে অগ্রাহ্য করার সাধ্যি কারও নেই। বয়সের জন্য সামান্য মেদ বাড়লেও, তাঁর নীল চোখের চাহনি এবং হাসি এখনও অনুরাগীদের মোহগ্রস্ত করে। ভক্তরা মনে করেন, উৎকৃষ্ট ওয়াইন যেমন পুরোনো হলে আরও ভালো হয়, ঐশ্বর্যও তেমনই বয়সের সঙ্গে আরও লাবণ্যময় এবং জেল্লাদার হয়ে উঠছেন। তাঁর ত্বকের এই লাবণ্যই বলিউডের বহু নায়িকাকে টেক্কা দিতে পারে।তারকারা নিজেদের চেহারাকে এক ধরনের অফিস মনে করেন এবং একে ভালো রাখতে প্রতি মুহূর্তে যত্ন ও পরিশ্রম করেন। এক কালের বিশ্বসুন্দরীকেও নিজের যত্ন নিতে হয়। যদিও ঐশ্বর্য বলছেন, তিনি ত্বক পরিচর্যার ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিশ্রমে বিশ্বাসী নন। ত্বকের পরিচর্যার জন্য তিনি একটি সহজ নীতি অনুসরণ করেন এবং মনে করেন সেটিই সবচেয়ে কার্যকরী উপায়।প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীর কাছ থেকে ত্বক পরিচর্যার টিপস পাওয়া সহজ কথা নয়। তবে একবার ঐশ্বর্য ব্রিটেনের একটি ফ্যাশন পত্রিকার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছিলেন। ঐশ্বর্যকে

তাঁর প্রতিদিনের সকালের রূপচর্চার রুটিন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, তাঁর রুটিন খুবই সহজ। তিনি আর পাঁচ জন সাধারণ মহিলার মতোই সকাল থেকে রাত সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেন। তাই সারাদিনের সঙ্গে পাল্লা দিতে তিনি যে বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন, তা হলো শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখা এবং পরিচ্ছন্ন থাকা। প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল, এই বয়সে দাঁড়িয়ে যদি ছোটবেলার ঐশ্বর্যকে কোনও পরিচর্যা সংক্রান্ত পরামর্শ দিতে বলা হয়, তিনি কী বলবেন? জবাবে তিনি স্পষ্ট বলেন, জল খেতে বলব।কারণ তাঁর মনে হয়, নানা ব্যস্ততার কারণে তিনি হয়তো যথেষ্ট পরিমাণে জল পাননি।আর কেরিয়ারের শুরুতে পাওয়া কোন উপদেশটি তাঁর আজও মূল্যবান মনে হয়? উত্তরে ঐশ্বর্য বলেছেন, তাঁকে কেউ একজন বলেছিলেন, তুমি যা, তা-ই থাকো। সহজ থাকো। ঐশ্বর্যের মতে, নিজে যা তা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী থাকাটাই সেরা উপদেশ।

প্রাক্তন প্রেমিকের ছবি মুছে ফেলার মানসিক উপকারিতা

নয়া জামানা ঃ কখনও কখনও আমরা ভুলে যাই যে কিছু স্মৃতি আমাদের শক্তিশালী করার পরিবর্তে নীরবে ভেঙে দেয়। প্রাক্তন প্রেমিকের ছবিগুলি আমাদের ফোন গ্যালারিতে লুকিয়ে থাকা এক-একটি ক্ষত যা বারবার উঠে এসে আমাদের আবেগকে ব্যাহত করে। ছবি রাখা পরিপক্কতার লক্ষণ মনে করা হলেও, বাস্তবে এটি আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।এই অভ্যাসটি কেবল আপনাকে অতীতে আটকে রাখে না, বরং নতুন সম্পর্ক এবং নিজের সঙ্গে সংযোগকেও দুর্বল করে দেয়। সত্যিকারের এগিয়ে যাওয়ার জন্য, ডিলিট বাটনটি টিপে এই ছোট সিদ্ধান্তটি একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ হতে পারে।

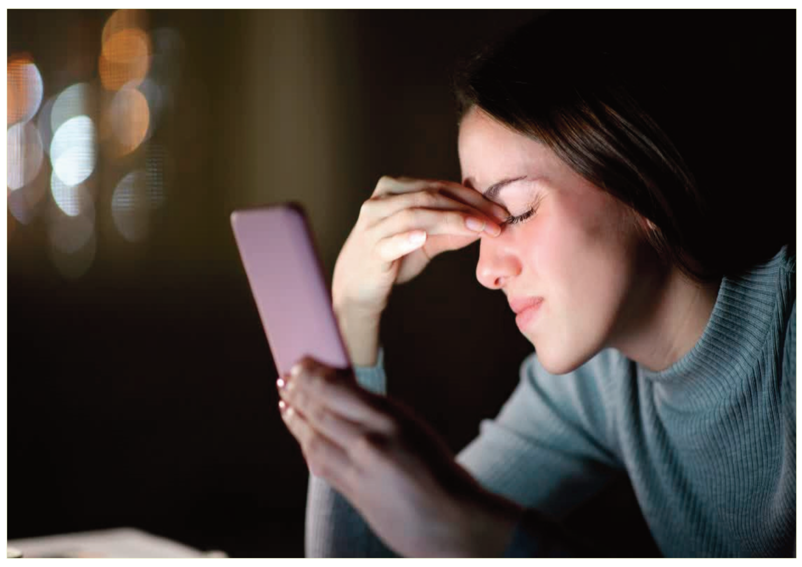

ছবি মুছে ফেলার ৫টি মানসিক উপকারিতা

১. আবেগের বোঝা হালকা হয়ে যায় গ্যালারি স্ক্রল করার সময় সেই ছবিগুলিতে থেমে যাওয়া হৃদস্পন্দনকে বাড়িয়ে তোলে। ছবি মুছে ফেলা হৃদয়কে হালকা করে এবং ভিতরে জমে থাকা মানসিক বিশৃঙ্খলা দূর করতে সাহায্য করে। ২. আরোগ্য প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে প্রতিটি ছবি একটি ট্রিগার হিসেবে কাজ করে যা বিচ্ছেদের আরোগ্য প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। ছবিগুলি মুছে দিলে আপনার মস্তিষ্ক এগিয়ে যাওয়ার সংকেত পায়, যা দ্রুত আবেগগত পুনরুদ্ধারকে উৎসাহিত করে। ৩. নতুন সম্পর্কের জন্য জায়গা তৈরি করে অতীতে আটকে থাকা অংশটি নতুন সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে বাধা দেয়। প্রাক্তনের স্মৃতি মুছে ফেলা নতুন সম্পর্কের জন্য মানসিক জায়গা তৈরি করে, সেটিকে মজবুত করতে সাহায্য করে। ৪. আত্ম-মর্যাদা বৃদ্ধি পায় পুরোনো স্মৃতি ছেড়ে দেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত আপনার আত্ম-মূল্য বৃদ্ধি করে। আপনি নিজেকে বোঝান যে অতীত আর বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, যা এক প্রকার মানসিক শক্তি। ৫. ডিজিটাল ডিটক্স হিসাবে কাজ করে এই ছবিগুলি কেবল ডিজিটাল বিশৃঙ্খলা নয়, বরং আপনার মনের অবাঞ্ছিত শক্তিকেও ধরে রাখে। এগুলি মুছে ফেলা আপনার ফোন এবং মন উভয়ের জন্যই এক ডিটক্সের মতো কাজ করে।প্রাক্তন প্রেমিকের ছবি মুছে ফেলা অহংকার বা ঘৃণার বিষয় নয়; এটির মানে হল আপনার মানসিক স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎকে গুরুত্ব দেওয়া। তাই, এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাক্তনের ছবি মুছে ফেলাই শ্রেয়।

অক্ষম আয়ুর্বেদ পরিষদ

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের নিয়ামক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদ বর্তমানে সম্পূর্ণ 'অক্ষম' অবস্থায় রয়েছে। এই অচলাবস্থার কারণে গ্রামেগঞ্জে হাতুড়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের হাতে মানুষের জীবন বিপন্ন হলেও তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

নয়া জামানা ঃ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের নিয়ামক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদ বর্তমানে সম্পূর্ণ 'অক্ষম' অবস্থায় রয়েছে। এই অচলাবস্থার কারণে গ্রামেগঞ্জে হাতুড়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের হাতে মানুষের জীবন বিপন্ন হলেও তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ বর্তমান আইন অনুযায়ী, কাউন্সিলের কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে এদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করে চিকিৎসার গাফিলতির বিহিত করা যেতে পারে। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের রাজ্যওয়ারি কাউন্সিলগুলি যখন ডিজিটাল ভারতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদে রেজিস্ট্রেশন বা পুনর্নবীকরণ ছাড়া কার্যত আর কোনও কাজই হচ্ছে না। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে এই চাঞ্চল্যকর খবর সামনে এসেছে।

অচলতার কারণ মেয়াদ উত্তীর্ণ কাউন্সিল

পরিষদ অচল হওয়ার প্রধান কারণ হলো, ২০২২ সালের জুন মাসে আগের নির্বাচিত কাউন্সিলের মেয়াদ ফুরিয়েছে। এর ফলস্বরূপ, প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে এই পরিষদটি রয়েছে নখদন্তহীন অবস্থায়। বর্তমানে এখানে নেই কোনো প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট বা কর্মসমিতির কোনো সদস্য। এই শূন্যতার কারণেই পরিষদের অস্তিত্ব কার্যত বিপন্ন।

জাতীয় কমিশনের চরম অসন্তোষ

আয়ুর্বেদের জাতীয় কমিশন বা ন্যাশনাল কমিশন ফর ইন্ডিয়ান সিস্টেম অব মেডিসিনের বোর্ড অব এথিক্স অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশনের সভাপতি ডাঃ রজনী এ নায়ার সম্প্রতি চিঠি লিখে এ বিষয়ে চূড়ান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সংঘের অভিযোগের ভিত্তিতে পরিষদের রেজিস্ট্রার ডাঃ বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে চিঠি লিখে তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। রেজিস্ট্রার ডাঃ মণ্ডল জবাবে জাতীয় কমিশনকে জানিয়েছেন যে, রাজ্য সরকারকে এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

ঐতিহাসিক নির্বাচন এবং দীর্ঘ অচলাবস্থা

আয়ুর্বেদ পরিষদের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ২০১৭ সালের নির্বাচন, যার মাধ্যমে কর্মসমিতি গঠিত হয়। এটি ছিল দীর্ঘ ৪৭ বছর পর অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক নির্বাচন। এর আগে অ্যাডহক কমিটি দিয়ে দফায় দফায় পরিষদ চালানো হতো।নির্বাচিত কাউন্সিলের কর্মসমিতির চার বছরের মেয়াদ শেষ হয় ২০২২ সালের ২১ জুন। সেই দিন থেকে এই সাড়ে তিন বছর ধরে নতুন করে কোনো নির্বাচনও হয়নি এবং কোনো অ্যাডহক কমিটিও গঠিত হয়নি।

প্রশাসনিক জটিলতা ও ক্ষোভ

নির্বাচন হলে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন আইন, ১৯৬১ অনুযায়ী, ১০ জন নির্বাচিত এবং ১২ জন মনোনীত সদস্যকে নিয়ে গঠিত কর্মসমিতি পরিষদ চালাবে।অ্যাডহক কমিটি গঠিত হলে সরকার মনোনীত সাত সদস্যের অ্যাডহক কমিটি (৬ মাস বা ১ বছরের জন্য) পরিষদ চালাবে এবং সরকারই সভাপতি মনোনীত করে দেবে।দুটির একটিও না হওয়ায় প্রশিক্ষিত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরা চরম ফাঁপরে পড়েছেন। ন্যূনতম প্রশাসনিক কাজ ছাড়া সেখানে আর কিছুই হচ্ছে না। এতে চিকিৎসকদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ ক্রমেই চড়ছে। এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে পরিষদের রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎবাবু জানান, তিনি তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে যতটুকু করা যায়, করছেন।

নজরে INSTA

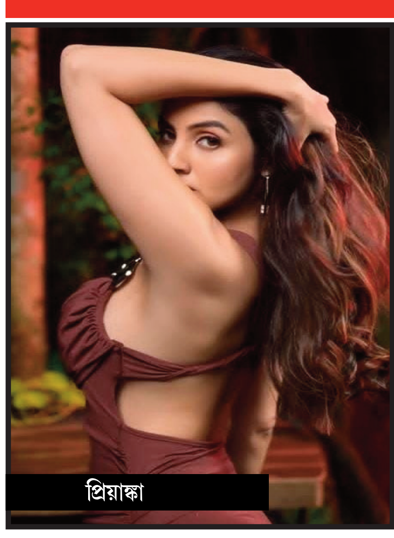

প্রিয়াঙ্কা

সারী অ্যাডিক্ট

আমুরা দস্তুর

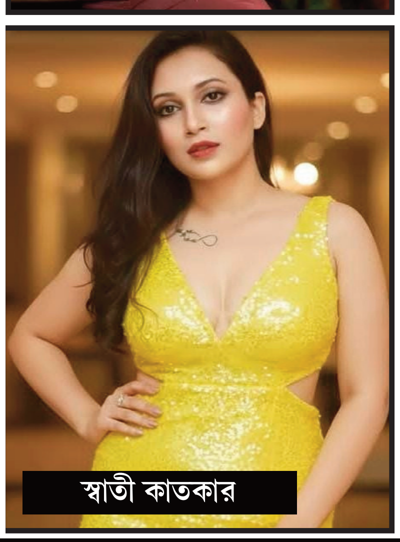

স্বাতী কাতকার

জুহী কৃতিকা

মেঘা

Naya Jamana....26 June....adddddddd_Layout 1 07-12-2025 05:04 Page 4

রাজ্যপালের নির্দেশে নড়েচড়ে বসল জেইউ

বহিরাগত রুখতে হস্টেলে এবার ডিসপ্লে বোর্ড

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ যাদবপুর হস্টেলে বহিরাগতদের দাপট চিরতরে বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ নিল কর্তৃপক্ষ। এবার প্রতিটি হস্টেলের প্রবেশদ্বারে লাগানো হচ্ছে ডিসপ্লে বোর্ড। এতে বৈধ বোর্ডারদের নাম ও রুম নম্বর প্রকাশ্যে থাকবে। অননুমোদিত বহিরাগতদের চিহ্নিত করতে এই ব্যবস্থা। কর্তৃপক্ষ মনে করছে, অবৈধ বসবাসই র‌্যাগিংয়ের মতো ঘটনার অন্যতম কারণ। ২০২৩ সালের মর্মান্তিক র‌্যাগিং কাণ্ডের পরই এই কঠোর অবস্থান নিল বিশ্ববিদ্যালয়। আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নির্দেশের পরেই তড়িঘড়ি এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো। রাজ্যপাল অননুমোদিত বোর্ডারদের চিহ্নিত করে দ্রুত রিপোর্ট চেয়েছিলেন। জানা যাচ্ছে, চলতি মাসেই ডিসপ্লে বোর্ড চালু হবে। বোর্ডে রুমের বিস্তারিত তথ্য থাকবে। হস্টেল সুপারদের তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে পড়ুয়া ও নিরাপত্তারক্ষী উভয়েই অবৈধ দখলদারদের চিনতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ এবার 'অতিথি' ইস্যুতেও কঠোর। সুপারের অনুমতি ছাড়া গেস্ট আনলে প্রথমবার কড়া সতর্কবার্তা। কিন্তু একই বোর্ডার বারবার নিয়ম ভাঙলে তাঁকে সরাসরি হস্টেল থেকে বহিষ্কার করা হবে। শিক্ষকমহল মনে করেন, কিছু প্রাক্তন ছাত্রের কাছে হস্টেলগুলি কার্যত 'অবৈধ আশ্রয়স্থল' হয়ে উঠেছে। মেন হস্টেলের দু'টি রুমে এখনও বহিরাগতরা নিয়মিত থাকছেন বলে নজরে এসেছে। উল্লেখ্য, গত বছরের তদন্তে ২৫ জন প্রাক্তন ছাত্রকে অবৈধভাবে বসবাস করতে দেখা গিয়েছিল। স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষীর অভাব সমস্যা নির্মূলের প্রধান বাধা, এমনটাই মনে করছে অধ্যাপকমহল। ডিসপ্লে বোর্ড এবং কঠোর নিয়ম চালু করে যাদবপুর কর্তৃপক্ষ এই বিতর্কে পাকাপাকি দাঁড়ি টানতে পারে কি না, সেদিকেই সবার নজর।

পথ হারিয়ে নদীতে 'অলিভ রিডলে' কচ্ছপ

সন্দীপ মজুমদার,নয়া জামানা, হাওড়া ঃ আবারও পথ ভুলে সমুদ্র থেকে নদীতে চলে এল বিশালাকার 'অলিভ রিডলে' কচ্ছপ। শুক্রবার হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত নাউল ও চাউলিয়া গ্রাম সংলগ্ন রূপনারায়ণ নদে মৎস্যজীবীরা অন্যান্য দিনের মতো জাল দিয়ে মাছ ধরছিলেন। তখনই তাঁদের মাছ ধরা জালে প্রায় ৪০ কেজি ওজনের অলিভ রিডলে কচ্ছপটি আটকে পড়ে। এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের গ্রামে। এত বড়ো কচ্ছপের কথা শুনে তা চাক্ষুষ করতে এলাকায় রীতিমতো উৎসাহী মানুষের ভিড় জমে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা শ্যামপুর থানায় মৎস্যজীবীদের জালে একটি বিশালাকার কচ্ছপ আটকে যাওয়ার খবর দেন। শ্যামপুর থানা থেকে তৎক্ষণাৎ হাওড়া বন বিভাগের উলুবেড়িয়া ডিভিশনের রেঞ্জ অফিসার রাজেশ মুখোপাধ্যায়কে বিষয়টি জানানো হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এই বিশালাকার কচ্ছপটিকে উদ্ধার করে গড়চুমুক চিড়িয়াখানায় নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে কচ্ছপটি সুস্থ আছে। এর পরেই হাওড়া জেলা বন বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক সুজিত কুমার দাসের নির্দেশে রেঞ্জ অফিসার এষা বসু বন বিভাগের কর্মীদের নিয়ে কচ্ছপটিকে তার স্বাভাবিক আবাসস্থলে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাঁরা পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে অলিভ রিডলে কচ্ছপটিকে মুক্ত করে দেন। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামাণিক বলেন, অলিভ রিডলে প্রজাতির কচ্ছপরা কখনও কখনও সমুদ্র থেকে পথ ভুলে নদীতে চলে আসে। চিত্রকবাবু বলেন, হাওড়া বন বিভাগ কচ্ছপটিকে যে রকম সাবধানতা ও তৎপরতার সঙ্গে সমুদ্রে ফিরিয়ে দিলেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। উল্লেখ্য, 'অলিভ রিডলে' কচ্ছপ একটি প্রাচীন সামুদ্রিক প্রজাতি, যা পৃথিবীতে প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর ধরে টিকে আছে। এটি মূলত ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উষ্ণ উপকূলীয় জলে বাস করে এবং ডিম পাড়ার জন্য উপকূলে ফিরে আসে। এরা প্রায় ৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। ওজন সাধারণত ৩৫,৪৫ কেজি এবং দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০,৭০ সেমি হয়ে থাকে।

পুলিশের সাহায্যে দুই ঘণ্টা পার্কিং বন্ধ

সাতসকালে ঝাড়ু হাতে নামল পুরসভা

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ দীর্ঘদিনের অভিযোগ এবার সত্যি হল। শহরের রাস্তা পরিচ্ছন্ন রাখতে কড়া পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুরসভা। সাতসকালে পার্কিং করা গাড়ি সরিয়ে শুরু হল রাস্তা পরিষ্কারের বিশেষ অভিযান। শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে ৯টা, এই দু'ঘণ্টা ধরে চলল এই কাজ। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, চেতলা, আলিপুর সহ একাধিক এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে কাজ শুরু হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটি আরও ভালোভাবে কার্যকর করতে তিনি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। পুরসভার এই উদ্যোগে থানাগুলির সাহায্য অপরিহার্য। রাস্তায় পার্কিং করে রাখা গাড়ির একটি তালিকা থানাকে দেওয়া হবে। রাস্তা পরিষ্কারের সময় গাড়ি সরাতে কেউ আপত্তি করলে বা অসুবিধা হলে থানাই ব্যবস্থা নেবে। মেয়র অবশ্য জানিয়েছেন, কাজ শুরু হওয়ার পর কোনও সমস্যা হয়নি। পুলিশ সাহায্য করছে। গাড়ির মালিকেরাও এগিয়ে এসে গাড়ি সরিয়ে নিচ্ছেন। এর আগে এই পরিকল্পনা ঘোষণার পর ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সজল ঘোষ কটাক্ষ করে প্রশ্ন তুলেছিলেন, পরিষ্কারের সময় গাড়িগুলি কি দু'ঘণ্টা ধরে 'আকাশে উড়বে'? শুক্রবার মেয়র তাঁর কথার জবাব দিয়ে বলেন, আমরা যা বলি, তা করে দেখাই। দীর্ঘদিন ধরেই মেয়রের কাছে অভিযোগ জমা পড়ছিল। রাস্তায় পার্কিং করা গাড়ির কারণে সকালে পুরোপুরি রাস্তা পরিষ্কার করা যাচ্ছিল না। এই কারণেই পুরসভা ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত গাড়ি সরিয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। মেয়র আগেই জানিয়েছিলেন, গাড়ি কিনলে সেটি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সামান্য টাকার বিনিময়ে ব্যবহার করার জন্য সরকারি পার্কিংয়ের জায়গা থাকলেও, অনেকে রাস্তায় গাড়ি রেখে দেন। এর ফলে পুরকর্মীরা ঠিকভাবে কাজ করতে পারছিলেন না। পুরসভা আরও জানিয়েছে, থানার বাইরেও বহু গাড়ি দিনের পর দিন পড়ে থাকে। সেই সমস্ত পরিত্যক্ত গাড়ি সরানো নিয়েও পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করবেন মেয়র। শীঘ্রই এই বিষয়ে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেওয়া হবে।

'বাবরি' শিলান্যাস ঘিরে কড়া পদক্ষেপে রাজ্যপাল, সাধারণের জন্য খুলল হেল্প ডেস্ক

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় 'বাবরি' মসজিদের শিলান্যাসকে কেন্দ্র করে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির আশঙ্কায় বড় পদক্ষেপ নিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জনসাধারণের সাহায্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজভবন তথা অধুনা লোক ভবনে চালু হল 'অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেল'। ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনেই বেলডাঙায় বিধায়ক হুমায়ুন কবীর এই শিলান্যাস করছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাধারণের জন্য এই বিশেষ হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। লোক ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, এই সেল ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে সাত দিন কার্যকরী থাকবে। যে কোনও নাগরিক ফোন বা ই-মেলের মাধ্যমে সেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। যেকোনো ধরনের হুমকি, অশান্তি, ভয় দেখানো বা উস্কানিমূলক বক্তব্য সম্পর্কে সরাসরি রাজ্যপালকে জানানো যাবে। রাজ্যপাল নিজে এই সেলের কাজের উপর নজরদারি করবেন। রাজভবনের তিন পদাধিকারীকে এই সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন প্রাক্তন আইএএস অফিসার এস কে পট্টনায়ক (চিফ অফ স্টাফ), সন্দীপ সিংহ রাজপুত (সিনিয়র ওএসডি), এবং সুরেশ বৈদিয়ান (ওএসডি)। রাজ্যপাল এই প্রেক্ষিতে রাজ্যের মানুষকে শান্ত, সতর্ক ও সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। কোনো গুজব বা উস্কানিমূলক মন্তব্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। বেলডাঙার এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের কোথাও যাতে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। রাজ্যের মানুষ যেন শান্তি বজায় রাখেন, সেই বিষয়ে আস্থা প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল। যোগাযোগের নম্বর ও ই-মেল হল । ফোন, ০৩৩-২২০০১৬৪১ । ই-মেল, ওএসডি২ডব্লিউ ডট বি ডট গভর্নর ᵍ জিমেল ডট কম । জেনারেল সেল জিএস ᵍ জিমেল ডট কম । স্পেশাল সেল জিএস ᵍ জিমেল ডট কম ।

মসজিদ নয়, 'চক্রান্তে পা' দেওয়ার জন্যই শাস্তি !

নাম না করে হুমায়ুনকে কুণালের কড়াবার্তা

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় তৃণমূলের বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের 'বাবরি' মসজিদ শিলান্যাস ঘিরে এবার তীব্র আক্রমণ শানালেন কুণাল ঘোষ। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র নাম না-করেই হুমায়ুনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই শাস্তি মসজিদ তৈরির জন্য নয়। ব্যক্তিগতভাবে মসজিদ নির্মাণে দলের কোনো আপত্তি নেই। বরং দলবিরোধী চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে ধর্মের মোড়কে রাজনৈতিক অঙ্ক কষার জন্যই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর, যখন কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস 'সংহতি দিবস' পালন করছে, ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদে এই সমান্তরাল স্রোত তৈরি হওয়ায় ক্ষুব্ধ দল। শনিবার সকালে ভিডিও বার্তায় কুণাল ঘোষ এই বিভেদের রাজনীতি রুখতে আসরে নামেন। কুণাল ঘোষ সরাসরি অভিযোগ করেন, বিরোধীরা যখন ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে 'বিষাক্ত মেরুকরণের মায়াজাল' তৈরি করতে চাইছে, তখন দলেরই সদস্য তাদের খেলার ঘুঁটি হচ্ছেন। ভোটের রাজনীতির স্বার্থে ধর্মকে ঢাল করে কেউ বিশৃঙ্খলা তৈরি করলে তা মেনে নেওয়া হবে না। দলের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, বাংলায় মন্দির, মসজিদ বা গির্জা তৈরির ক্ষেত্রে তৃণমূলের কোনও বাধা নেই। তবে যদি কেউ এই ধর্মীয় কর্মসূচিকে 'পলিটিক্যাল ইভেন্ট'-এ পরিণত করেন, তবে তা সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গ। তিনি গীতা পাঠের উদাহরণ টেনে বলেন, গীতাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু একে রাজনৈতিক মার্কেটিং-এর জন্য ব্যবহার করলে বিরোধিতা করা হয়। বেলডাঙার ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। ৬ ডিসেম্বর বেছে নিয়ে এই উদ্যোগ একান্তই রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক। হুমায়ুন কবীর প্রচার করছেন যে, মসজিদ গড়ার উদ্যোগ নেওয়ার কারণেই তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কুণাল ঘোষ এই দাবিকে 'ডাহা মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দেন। তিনি জানান, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং বিরোধীদের খেলার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণেই দল ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে।

এসআইআর প্রক্রিয়া তদারকি করতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক।

মেট্রোয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জে বিশেষ ক্যাম্প

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য এবার ডিজিটাল সুবিধার ওপর জোর দিল কর্তৃপক্ষ। টিকিট কেনা ও স্মার্ট কার্ড রিচার্জের ক্ষেত্রে সময় বাঁচানোর এই পদক্ষেপে তৎপর হলো মেট্রো রেলওয়ে। টিকিটিংয়ে ডিজিটাল লেনদেন বাড়াতে বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল।শনিবার এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন, পার্পল লাইন এবং ইয়েলো লাইন সব স্টেশনেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। মেট্রো কর্মীরা এই ক্যাম্প পরিচালনা করেন। তাঁরা যাত্রীদের উন্নত 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ সম্পর্কে সচেতন করেন। গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপ স্টোর থেকে কীভাবে এই অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে, সেই পদ্ধতিও দেখানো হয়। মেট্রো কর্মীরা অ্যাপ ব্যবহারের কৌশল হাতে-কলমে শিখিয়ে দেন । যাত্রীদের ইউপিআই পেমেন্ট-ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমে উৎসাহিত করা হয়।

এএসসিআরএম মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কেনা শেখানো হয়। পাশাপাশি, তাঁদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ বা কেনা সহজ করে তোলা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হতে যাত্রীরাও গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই পদক্ষেপে তাঁরা দৃশ্যত খুশি। কারণ এই ডিজিটাল পদ্ধতি তাঁদের মূল্যবান সময় সাশ্রয় করতে সাহায্য করছে। এখন আর টিকিট বা রিচার্জের জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না।

নেট জিরো ২০৩০' রোডম্যাপ

টেকসই উন্নয়নের বার্তা দিলেন জিএম

স্মৃতি সামন্ত,নয়া জামানা,কলকাতা ভারতের টেকসই রেল উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (আইসিসি) কর্তৃক আয়োজিত তৃতীয় রেল ইন্ডিয়া ফোরাম-এ বক্তব্য রাখলেন পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেউসকর। এই অনুষ্ঠানে প্রবীণ নীতিনির্ধারক ও শিল্প বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। দেউসকর ফোরামে ভারতের টেকসই গতিশীলতা দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলওয়ের প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেন। তিনি 'রোডম্যাপ টু নেট জিরো ২০৩০' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কার্বন নির্গমন শূন্য করার এই লক্ষ্যে পৌঁছতে সমন্বিত নীতি ও কৌশলগত পরিকল্পনার গুরুত্বের ওপর তিনি জোর দেন। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন যে ভারতীয় রেলপথ বিশ্বের বৃহত্তম সবুজ রেলওয়ে নেটওয়ার্ক হয়ে ওঠার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। জেনারেল ম্যানেজার রেল বিদ্যুতায়ন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি একীকরণ এবং সবুজ মাল পরিবহনের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, কার্বন নির্গমন কমাতে এবং কম-কার্বন রেল নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করতে পরিষ্কার শক্তি গ্রহণ এবং উন্নত লজিস্টিক দক্ষতার সমন্বয় অপরিহার্য। শ্রী দেউসকর টেকসই স্টেশন ও রোলিং স্টকে উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি পূর্ব রেলওয়ের মধ্যে শক্তি-সাশ্রয়ী নকশা ও পরিবেশগতভাবে সচেতন ইঞ্জিনিয়ারিং সমাধান অন্তর্ভুক্ত করার চলমান প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। এই উদ্যোগ দেশের পরিবহন খাতের জন্য স্থিতিশীল ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

জিআই তকমা হাতে আসতেই রমরমা

পাহাড়ের রানি' ম্যান্ডারিন কমলা এখন সুফল বাংলায়

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ অবশেষে অপেক্ষার শেষ। জিআই তকমা পেল দার্জিলিংয়ের সেই বিখ্যাত কমলা। আর সেই স্বীকৃতি হাতে আসার পরেই তা সরাসরি পৌঁছল কলকাতায়। পাহাড়ের সেই 'রানি' ম্যান্ডারিন কমলার প্রথম চালান ইতিমধ্যেই পা রেখেছে শহরে। শুক্রবার গভীর রাতে শিলিগুড়ির এনজেপি স্টেশন থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে করে পাঠানো হয়েছে সুস্বাদু ফলের এই প্রথম কিস্তি। কমলার মোট পরিমাণ ছিল ৪২৪ কেজি।শনিবার থেকেই তা হাতে পাবেন শহরবাসী। তবে সাধারণ বাজারে নয়, এই কমলা পাওয়া যাবে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত সুফল বাংলার স্টলগুলিতে। জিআই তকমা মেলার পর এটাই প্রথম চালান। তাই চাহিদা তুঙ্গে থাকবে বলে মনে করছেন সকলে।দক্ষিণবঙ্গ অর্থাৎ কলকাতাবাসীর জন্য প্রতি পিস কমলার দাম ধার্য হয়েছে ১৫ টাকা ৪৪ পয়সা। যদিও শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের মানুষ তা ১২ টাকা প্রতি পিস দরে কিনতে পারবেন। উদ্যানপালন ও কৃষি বিপণন দফতর আগামী দিনে আরও কমলা সংগ্রহের পরিকল্পনা নিয়েছে। দার্জিলিংয়ের কমলালেবু সম্প্রতি শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের কাছ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ জিআই ট্যাগ পেয়েছে। এর ফলে পাহাড়ের চাষিদের মুখে হাসি ফুটেছে।উদ্যান পালন দফতর মনে করছে, এই স্বীকৃতিতে কমলা চাষের প্রতি চাষিদের ঝোঁক আরও বাড়বে।রাজ্য সরকারের নির্দেশেই কমলা সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়।শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি'র সচিব অনুপম মিত্র জানিয়েছেন, পাহাড় থেকে প্রথমে কমলা শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটে আনা হয়।এরপর তা প্যাকেটজাত করে ট্রেনে কলকাতায় পাঠানো হয়। জিআই তকমা পাওয়ার পরেই জেলা প্রশাসন রপ্তানির উদ্যোগ নেয়। কৃষি বিপণন ও উদ্যানপালন দফতরের আধিকারিকরা সরাসরি কার্শিয়াংয়ের মহানদীর সিভিটার গ্রামের কমলা বাগান পরিদর্শন করেন। মোট ৬ জন চাষির কাছ থেকে কমলা কেনা হয়েছে।দরদাম চূড়ান্ত করা হয় ১৩২ টাকা কেজি দরে। প্রতি কেজিতে সাধারণত ১১টি কমলালেবু পাওয়া যাচ্ছে। কৃষি বিপণন দফতরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না এই উদ্যোগে যথেষ্ট আশাবাদী।

তিনি জানিয়েছেন, গত বছরও কলকাতায় পাহাড়ের কমলালেবু দারুণ সাড়া ফেলেছিল। এবার জিআই তকমা মেলায় চাহিদা আরও বাড়বে। ফলে কমলা রপ্তানিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি বর্ষার বন্যায় পাহাড়ে কমলার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। তবে এ বছর ফলন ভালো হওয়ায় সেই ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে যাবে বলে মনে করছে দফতর।

আর.জি.কর মামলায় চার্জশিট সিবিআইয়ের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ আর জি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় এবার চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ করল সিবিআই। এই চার্জশিটে হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি এবং শশীকান্ত চন্দকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনা হয়েছে। সিবিআইয়ের দাবি, কাফে থেকে শুরু করে পার্কিং লট সব ধরনের বরাত নিজেদের ঘনিষ্ঠদের পাইয়ে দিতে ব্যাপক হারে সই জালিয়াতি করা হয়েছিল। সিবিআইয়ের অভিযোগের মূল ভিত্তি হলো, শশীকান্ত চন্দকই অধিকাংশ সই জাল করেছিলেন। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে এই তথ্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। চার্জশিটে বলা হয়েছে, প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের যোগদানের আগে থেকেই আফসার আলি খানের সঙ্গে পরিচয় ছিল আখতার আলির। পরে আফসার আলি খান সন্দীপ ঘোষের 'নিরাপত্তারক্ষী' হিসেবে কাজ করতেন। দুর্নীতির অভিযোগে আফসার এখন জেলে আছেন।হাসপাতালের কাফে বরাত দেওয়ার জন্য কমপক্ষে আটটি সংস্থার কাছ থেকে কোটেশন নেওয়া হয়। সিবিআইয়ের দাবি, ওই আটটি সংস্থার কর্তাদের সই জাল করা হয়েছিল। এই সই জালিয়াতির মূল কাজ করেছিলেন শশীকান্ত চন্দক। সন্দীপ ঘোষ ও আখতার আলির ঘনিষ্ঠরাই যাতে কাফের বরাত পান, তা নিশ্চিত করা হয়েছিল এই প্রক্রিয়ায়। আফসার আলি খানের স্ত্রী নার্গিসের নামেও একটি সংস্থা ছিল। তাদের বরাত পাইয়ে দিতেই এই জালিয়াতি করা হয়। শুধু কাফে নয়, পার্কিংয়ের বরাতেও সই জাল করা হয়। ঘনিষ্ঠ দু'জনকে বরাত পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, তিন মাসের বরাতের মেয়াদ পাঁচ বছর করার জন্যও নার্গিসের সই জাল করে আবেদন করা হয়েছিল। আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য হলো, কাফের বরাত পাওয়া এক ব্যক্তির সই জাল করে ৯৫ হাজার ৩১৬ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছিল।

Naya Jamana....26 June....adddddddd_Layout 1 07-12-2025 05:04 Page 5

সম্পাদকীয়
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিষেধাজ্ঞা

অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হচ্ছে আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে। শিশুদের ডিজিটাল আসক্তি ও মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েই এই কঠোর সিদ্ধান্ত। কিন্তু আইন কার্যকরের আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভিডিও প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব। তাদের দাবি, অভিভাবকের নজরদারি ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়লে এই নিষেধাজ্ঞা শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তাকে আরও দুর্বল করে তুলতে পারে ।ইউটিউবের যুক্তি হলো-শিশুরা যদি অ্যাকাউন্ট খুলতে না পারে তবে তারা ভিডিও দেখবে 'অ্যাকাউন্টবিহীন' অবস্থায়। এতে অভিভাবকেরা সন্তান কোন কনটেন্ট দেখছে, কোন চ্যানেল ব্লক করা উচিত, কিংবা সময়সীমা নির্ধারণ এসব নিয়ন্ত্রণের সুযোগ হারাবেন ।দীর্ঘ এক দশকে তৈরি ইউটিউব গুগলের নিরাপত্তা পরিকাঠামো তখন কার্যত ভেঙে পড়বে ।ফলে কনটেন্ট ফিল্টারিং বা বয়সভিত্তিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে ।তবে অস্ট্রেলিয়ার যোগাযোগমন্ত্রী আনিকা ওয়েলস ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, যদি ইউটিউব নিজেই স্বীকার করে যে তাদের প্ল্যাটফর্ম শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তাহলে সমস্যার সমাধান করাও তাদেরই দায়িত্ব। ওয়েলস মনে করেন, পরিবর্তন কঠিন হলেও সময়ের দাবি জেনারেশন আলফাকে অ্যালগরিদমের 'ডোপামিন ড্রিপ' থেকে বের করে আনার জন্য এমন আইন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ শিশুদের মস্তিষ্কে দ্রুত উত্তেজনা তৈরির যে ডিজিটাল প্রবণতা সোশ্যাল মিডিয়া সৃষ্টি করে তা থেকে মুক্ত করতেই এই বিধিনিষেধ ।আইন ভাঙলে সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৯৫ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলার জরিমানা করার বিধান থাকছে। শুধু ইউটিউবই নয় ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, স্ন্যাপচ্যাট, এক্স, টুইচ, থ্রেডস, রেডিট, কিক সব প্ল্যাটফর্মই এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে। স্বভাবতই এটি বৈশ্বিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের ওপরও চাপ বাড়াবে ।তবে প্রশ্ন থেকে যায় শিশু সুরক্ষার নামে প্ল্যাটফর্ম থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে দিলে কি প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে ? নাকি প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিশুরা আরও অনিয়ন্ত্রিত পথে প্রবেশ করবে ? অভিভাবক নিয়ন্ত্রণ ও প্ল্যাটফর্মের দায়িত্বশীলতার মধ্যকার এই টানাপড়েনই এখন মূল বিতর্ক ।একদিকে শিশু সুরক্ষার দাবি, অন্যদিকে ডিজিটাল বাস্তবতার জটিলতা এই দুইয়ের সমন্বয়েই সামনে এগোতে হবে। সময়ই বলে দেবে, অস্ট্রেলিয়ার এই আইন শিশুদের রক্ষা করবে নাকি আরেকটি অদেখা ঝুঁকির দরজা খুলে দেবে।

জীবনী

এমিলি ব্রাউনিং

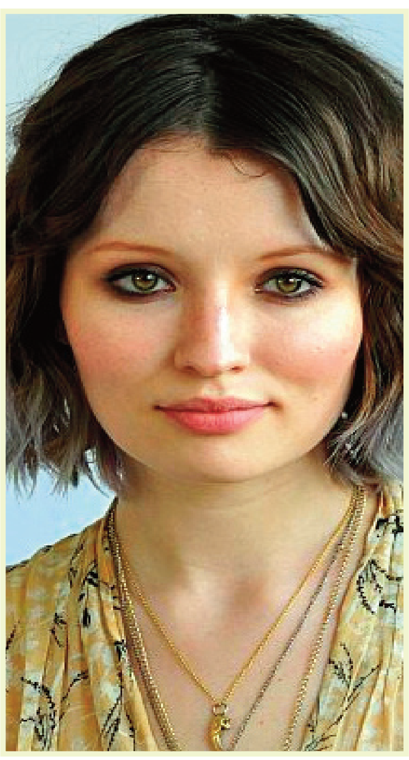

এমিলি জেন ব্রাউনিং একজন অস্ট্রেলীয় অভিনেত্রী, গায়িকা এবং মডেল। তিনি ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার ভি ক্টো বি য া ব মেলবোর্নে জন্মগ্রহণ করেন ।অল্প বয়সে অভিনয় জগতে প্রবেশ করে তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিতি লাভ করেন ।এমিলি ব্রাউনিংয়ের বাবা-মা হলেন অ্যান্ড্রু এবং শেলি ব্রাউনিং। তার নিকোলাস ও ম্যাথু নামে দুটি ছোট ভাই রয়েছে। ছোট বেলাতেই তার অভিনয় দক্ষতা সবার চোখে পড়ে।

১৯৯৮ সালে হলমার্ক চ্যানেলের টেলিভিশন চলচ্চিত্র 'দ্য ইকো অফ থান্ডার' এ অভিনয়ের মাধ্যমে তার পেশাগত অভিনয় জীবনের শুরু হয়। এরপর তিনি ২০০০ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশন ধারাবাহিক 'ব্লু হিলার্স' এবং ২০০০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত 'সামথিং ইন দ্য এয়ার'-এর মতো প্রোডাকশনে বারবার চরিত্রে অভিনয় করেন।২০০২ সালে তিনি আমেরিকান চলচ্চিত্র 'ঘোস্ট শিপ' -এ অভিনয় করে অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ম ইনস্টিটিউট অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ইয়ং অ্যাকট্রেস পুরস্কার জেতেন। ২০০৩ সালে তিনি 'নেড কেলি'ছবিতে হিথ লেজার এবং অরল্যান্ডো ব্লুমের মতো অভিনেতাদের বিপরীতে অভিনয় করেন ।তার কর্মজীবনের একটি বড় মোড় আসে ২০০৪ সালে, যখন তিনি 'লেমনি স্নিকেট'স আ সিরিজ অফ আনফরচুনেট ইভেন্টস' চলচ্চিত্রে ভায়োলেট বডলেয়ার চরিত্রে অভিনয় করেন। এই চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেন এবং ২০০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ম ইনস্টিটিউট অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট অ্যাকট্রেস পুরস্কার অর্জন করেন ।২০০৯ সালে তিনি আমেরিকান হরর চলচ্চিত্র 'দ্য আনইনভাইটেড'এ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। এই সময়েই তিনি 'টোয়ালাইট' চলচ্চিত্রের বেলা সোয়ানের ভূমিকার জন্য অডিশন দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ২০১১ সালে তার ক্যারিয়ারের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র মুক্তি পায় জ্যাক স্নাইডার পরিচালিত অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র 'সাকার পাঞ্চ'এবং স্বাধীন চলচ্চিত্র 'স্লিপিং বিউটি'। 'সাকার পাঞ্চ'-এ তিনি 'বেবিডল' চরিত্রে অভিনয় করেন এবং এই চলচ্চিত্রের কিছু গানে কণ্ঠও দেন। 'স্লিপিং বিউটি'-তে তার অভিনয় সমালোচকদের দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসিত হয় এবং তিনি ২০১১ সালে হ্যাম্পটনস ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল কর্তৃক 'ব্রেকথ্রু পারফর্মার অফ দ্য ইয়ার' হিসেবে ভূষিত হন ।অভিনেত্রী হিসেবে পরিচিত হলেও এমিলি ব্রাউনিং একজন গায়িকা হিসেবেও পারফর্ম করেছেন।

তিনি 'সাকার পাঞ্চ' চলচ্চিত্রের সাউন্ডট্র্যাকে বেশ কিছু গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। এছাড়া তিনি একজন মডেল হিসেবেও বিভিন্ন ফটোশুট এবং প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন ।এমিলি ব্রাউনিং এরপর বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে 'পম্পেই' (২০১৪), 'লেজেন্ড' (২০১৫), এবং 'গোল্ডেন এক্সিট' (২০১৭)। টেলিভিশনে তার উল্লেখ যোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'আমেরিকান গডস' (২০১৭-২০২১)-এ লরা মুনের চরিত্রে অভিনয় ।এমিলি ব্রাউনিং তার সহজাত অভিনয় দক্ষতা এবং বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। তার অভিনয় জীবন এখনো সক্রিয় রয়েছে।

প্রবীনদের যত্ন ও ভাঙা পারিবারিক কাঠামো

সামাজিক সুরক্ষায় এক গভীর প্রশ্ন

সুনীল মাইতি
প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক, পূর্ব মেদিনীপুর

সমাজের অগ্রগতির মাপকাঠি শুধু প্রযুক্তি বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নয়; প্রবীণ নাগরিকেরা কতটা নিরাপদ; সম্মানজনক ও সুখী জীবন কাটাচ্ছেন, এই প্রশ্নের মধ্যেই একটি সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে থাকে। ভারত ও বাংলার প্রেক্ষাপটে প্রবীণদের যত্ন এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে; যার মূল কারণ ভাঙা পারিবারিক কাঠামো; দ্রুত নগরায়ন; অভিবাসন এবং প্রজন্মগত দূরত্বের বাড়তে থাকা ফাঁক। যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়ে একক পরিবার যখন আধুনিকতার প্রধান ঠিকানায় পরিণত হয়েছে; তখন প্রাচীন সহমর্মিতার কাঠামো ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত। জনসংখ্যা কাঠামোর পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ সমাজ এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি। একদিকে গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে; অন্যদিকে দ্রুত ভাঙছে যৌথ পরিবারের সেই শক্ত বাঁধন ।এই দুই বিপরীতমুখী স্রোতের জাঁতাকলে পড়ে দেশের প্রবীণ নাগরিকরা আজ এক কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন; প্রয়োজনীয় যত্ন ও সামাজিক সুরক্ষার অভাব প্রবীণদের স্বাস্থ্য ;অর্থনীতি; নিরাপত্তা এবং মানসিক শান্তি নিশ্চিত করার দায়িত্ব কি কেবলই পরিবারের; নাকি রাষ্ট্র ও সমাজকে যৌথভাবে এই গুরুভার বহন করতে হবে ?এই প্রশ্নই আজ আমাদের সামাজিক সুরক্ষার ভিত্তিভূমিতে এক বিরাট ফাটল ধরিয়েছে।

জনসংখ্যার পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জ ঃ

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী; ভারত সহ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলিতে প্রবীণ(৬০ বছর বা তার বেশি)মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে । ২০১১ সালে; ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৬ শতাংশ প্রবীণ হলেও; ২০৩৬ সালের মধ্যে তা বেড়ে প্রায় ১৫ শতাংশ ; ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রবীণ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে ।অন্যদিকে ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসের সমীক্ষা দেখায়; গ্রামীণ অঞ্চলের প্রায় ৫২ শতাংশ প্রবীণ সন্তান বা আত্মীয়ের আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রবীণ- যত্ন শুধু পারিবারিক নয়; একটি বৃহত্তর সামাজিক এবং সরকারি কাজে পরিণত হয়েছে । অনুমান করা হচ্ছে এই জনমিতিক পরিবর্তন নিঃসন্দে জীবনের মানোন্নয়নের ইঙ্গিত দেয় ;কিন্তু একই সঙ্গে এটি স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব চাপ সৃষ্টি করেছে । যে হারে এই পরিবর্তন ঘটছে;সেই তুলনায় প্রবীণদের জন্য উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ অত্যন্ত ধীর।

পারিবারিক কাঠামোর ভাঙ্গন ও বিচ্ছিন্নতা ঃ

ভাঙ্গা পারিবারিক ব্যবস্থার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরে সামাজিক ও মানসিক পরিমণ্ডলে।

একসময়ের বহু প্রজন্মের যৌথ পরিবার ছিল প্রবীণদের যত্ন ও সুরক্ষার প্রধান আশ্রয়। আধুনিক জীবনযাত্রা; নগরায়ন ;অর্থনৈতিক কারণে কাজের সন্ধানে সন্তানদের দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়া এবং ছোট একক পরিবারের দিকে ঝোঁক ,এই সমস্ত কারণ সম্মিলিতভাবে সেই চিরায়ত পারিবারিক কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়েছে। অনেকেই সারাদিন বাসায় একা স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগছেন কিন্তু পাশে কেউ নেই ।আজকের সমাজে কর্মব্যস্ত সন্তানরা প্রায়শই তাদের বৃদ্ধ বাবা -মায়ের শারীরিক ও মানসিক চাহিদা পূরণে অক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়; প্রবীণ ব্যক্তিরা একাকী বা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নিজেদের মতো করে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন ।সবচেয়ে দুঃখজনক হলো; অনেক প্রবীণকে অবহেলা; দুর্ব্যবহার এমনকি আর্থিক শোষণের শিকার হতে হচ্ছে। জীবনভর যে বাবা-মা সন্তানের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করলেন; শেষ বয়সে এসে তারাই যেন পরিবারের কাছে 'বোঝা' হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। এই বিচ্ছিন্নতা প্রবীনদের মধ্যে তীব্র বিষণ্ণতা;একাকীত্ব এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাচ্ছে। প্রবীণদের একটি বড় অংশই আর্থিক দুর্বলতার কারণে সন্তানের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল; যা তাদের আত্মসম্মান বোধে আঘাত হানে। আধুনিক জীবনে ব্যস্ততা ও প্রতিযোগিতা এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে পরিবারের ভেতরে আন্তরিক সময় দেওয়া যেন বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষার দুর্বলতা ঃ

সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্ন এই সংকর গভীর সরকারি প্রকল্প যেমন, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড ইজ পেনশন স্কিম; পশ্চিমবঙ্গের 'জয় বাংলা' বা 'বার্ধক্য ভাতা,' বিদ্যমান থাকলেও অনেক প্রবীণ এখনো সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পেনশন কাঠামো দুর্বল স্বাস্থ্য বীমা কাভারেজ অত্যন্ত সীমিত আর সরকারি বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনা নগণ্য। প্রবীণদের এই সংকটকালে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী; সামাজিক সুরক্ষা হলো সমাজের পক্ষ থেকে তার সদস্যদের অসুস্থতা; বার্ধক্য বা কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশা থেকে রক্ষা করবার জন্য গৃহীত জন পদক্ষেপের সমষ্টি। ভারতে 'পিতা মাতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইন; ২০০৭' এবং 'বয়স্ক ভাতা' কার্যক্রম চালু থাকলেও বাস্তবে এর কার্যকারিতা সীমিত।

পেনশন এবং আর্থিক নিরাপত্তা ঃ

দেশের একটি বিশাল অংশের প্রবীণ নাগরিক আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের বাইরে থেকেছেন বা অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজ করেছেন ; ফলে তাদের জন্য কোন সার্বজনীন বা পর্যাপ্ত পেনশন ব্যবস্থা নেই। বয়স্ক ভাতা সামান্য হওয়ায় তা দিয়ে জীবন ধারণ করা অসম্ভব। ফলস্বরূপ; অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা তাদের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তোলে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা ঃ

বার্ধক্য জনিত নানা শারীরিক সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন বিশেষায়িত এবং সহজলভ্য স্বাস্থ্যপরিষেবা। কিন্তু আমাদের দেশে এই ধরনের পরিষেবা অপ্রতুল এবং ব্যয়বহুল। স্বাস্থ্য বীমা বা সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রবীণদের কাছে পৌঁছয় না।

আইনের দুর্বল প্রয়োগ ঃ

প্রবীণদের ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইন থাকা সত্ত্বেও; সামাজিক লজ্জা; সন্তানের প্রতি ভালবাসার টান এবং আইনি প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই প্রবীণরা সন্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পিছপা হন। আইনের কার্যকর প্রয়োগ না হলে তা কেবলই খাতায়-কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

সামনের পথ ঃ একটি বহুস্তরীয় সমাধানখ

প্রবীনদের যত্নের এই জটিল সমস্যা সমাধান কোন একক পক্ষ দ্বারা সম্ভব নয়। পরিবার; সমাজ এবং রাষ্ট্রকে একযোগে বহুস্তুরীয় প্রদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১. রাষ্ট্রের ভূমিকা শক্তিশালী করণ ঃ

সরকারকে অবশ্যই প্রবীনদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি সার্বজনীন এবং পর্যাপ্ত পেনশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

'সিলভার ইকোনমি' বা প্রবীনদের চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি অর্থনীতিকে উৎসাহিত করে তাদের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে, যাতে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে সমাজে অবদান রাখতে পারেন। সরকারি স্বাস্থ্য বীমা এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিচর্যা বীমার পরিধি বাড়াতে হবে।

২. সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণ ঃ প্রতিটি জেলায় সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে উন্নতমানের 'আনন্দ আশ্রয়' বা নিরাপদ বাসস্থান গড়ে তোলা প্রয়োজন; যেখানে প্রবীণরা স্বেচ্ছায় একটি স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক জীবন যাপন করতে পারেন ।একই সাথে; স্থানীয় স্তরে কমিউনিটি- ভিত্তিক ডে -কেয়ার সেন্টার বা 'প্রবীণ মিলন কেন্দ্র' তৈরি করা দরকার; যা তাদের একাকীত্ব দূর করতে সাহায্য করবে। সরকারকে প্রবীণ বান্ধব নীতি আরও সম্প্রসারণ করতে হবে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ;মোবাইল মেডিকেল ইউনিট; বাড়িতে চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া; বিশেষ হেল্পলাইন; প্রবীণ ওয়ালেট সংখ্যা বৃদ্ধি, এসব উদ্যোগ বাস্তবিক কার্যকর হওয়া জরুরী।

প্রবীণদের জন্য 'ডিজিটাল সহায়তা কর্মসূচি; ' জাতীয় অনলাইন; ব্যাংকিং ;হাসপাতাল বুকিং বা সরকারি পরিষেবা ব্যবহারে তারা অসুবিধায় না পড়েন সেটাও সময়ের দাবি। পাশাপাশি গ্রাম ও মহকুমা স্তরে 'ডে- কেয়ার সেন্টার' গড়ে তুলে সেখানকার প্রবীণ দের সামাজিক সম্পৃক্ততা বাড়ানো যেতে পারে।

৩. আইন ও নীতির সংস্কার ঃ

পিতা-মাতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইন; ২০০৭'- কে বর্তমান আর্থ -সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আরো শক্তিশালী ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে আইনি প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে যাতে অবহেলিত প্রবীণরা দ্রুত বিচার পেতে পারেন।

৪. সমাজ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর ভূমিকা ঃ

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক সংগঠন ইতিমধ্যেই 'হোম ভিজিট বন্ধু প্রকল্প' বা একলা প্রবীনদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদান করছে। এই উদ্যোগগুলি আরো বিস্তৃত হতে হবে। পাড়া ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা গেলে নিরাপত্তা ও মানসিক সুস্থতা অনেকটাই বাড়বে। সামাজিকতা যদি জাগ্রত হয় ;তবে অনেক সমস্যা কমে যেতে পারে। সর্বোপরি প্রবীণদের যত্ন কেবল দান- খয়রাতের বিষয় নয়; এটি মানবিক অধিকারের প্রশ্ন। তারা আমাদের আজকের সমাজের ভিত্তি গড়েছেন, তাই তাদের জীবনের শেষ পর্বটি যেন সম্মানজনক; নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ হয়। সেই দায়িত্ব সমাজের প্রত্যেকের ।পরিবার; সমাজ ও রাষ্ট্র ,এই তিন স্তম্ভ মিলেই পারে প্রবীনদের জন্য একটি সমন্বিত সুরক্ষা, বলয় তৈরি করতে ।আজকের প্রেক্ষাপটে প্রবীণদের যত্নের ধারণা নতুন ভাবে ভাবতে হবে। প্রথমত; পরিবার স্তরে সচেতনতা অপরিহার্য প্রবীণদের প্রতি সম্মান সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ যেন পরিবারের সংস্কৃতির অংশ হয়।

সন্তানদের মনে রাখা উচিত ঃ সময়কালের পরিবর্তনে মা -বাবা হয়তো প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে পড়েন কিন্তু অভিজ্ঞতা ও আবেগের ক্ষেত্রে তাদের মূল্য অমূল্য। পরিবারের ব্যস্ত সময়সূচিতে প্রবীণদের জন্য আলাদা সময় বের করা; স্বাস্থ্যসেবা নিয়মিত নজরদারি এবং সামাজিক অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া , এগুলি সামান্য হলেও কিন্তু মৌলিক উদ্যোগ ।প্রবীণদের যত্ন কেবল মানবিকতার প্রশ্ন নয়; এটি সভ্য সমাজের পরিচায়যক। আজ যারা কর্মক্ষম; তারাই একদিন প্রবীণ হবেন।

আমাদের সমাজ যদি প্রবীণ দিয়ে প্রতি উদাসীন থাকে; তবে তা আগামী প্রজন্মের জন্যও এক বিপজ্জনক নজির তৈরি করবে। ভাঙ্গা পারিবারিক কাঠামো বাস্তবতা মেনে নিয়েই ;রাষ্ট্রকে আজ সামাজিক সুরক্ষার জালটিকে এমন ভাবে বুনতে হবে ;যাতে কোন প্রবীণ নাগরিক যেন সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন থেকে বঞ্চিত না হন। প্রবীণরা সমাজের বোঝা নন;

তারা আমাদের অতীত ও অভিজ্ঞতার ভান্ডার। তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা কোন দয়া নয় ; বরং জীবনভর সমাজের জন্য তাদের অবদানের প্রতি আমাদের অকৃত্তিম কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধের প্রকাশ।

ছাত্র জীবনে চরিত্র গঠনের মূল্যবোধের প্রয়োজন

দ্বিতীয় পর্ব

সুভাষ জানা
প্রধান শিক্ষক , কলাইমুড়ি নেতাজী সুভাষ বিদ্যালয় (উঃ মা)

বিদ্যালয়........

শিক্ষক, সহপাঠী, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ছাত্রের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ।ধর্ম ও সংস্কৃতি ....

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শিক্ষায় নৈতিক মূল্যবোধ ও আত্মিক উন্নয়ন হয়।

সমাজ ও গণমাধ্যম....

সমাজের নীতি-নৈতিকতা এবং মিডিয়ার প্রভাব ছাত্রের মনন গঠনে ভূমিকা রাখে।

চরিত্রবান ছাত্রের গুণাবলি...

- বিনয়ী ও নম্র আচরণ।
- সত্যবাদিতা ও দায়িত্ববোধ।
- শিক্ষক ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা।
- সময়ের সঠিক ব্যবহার।
- অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসিকতা।
- অন্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসা।

চরিত্র গঠনে ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব.....

- হিন্দুধর্ম সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য।
- ইসলাম ইমান, তাকওয়া, পরিশুদ্ধ চরিত্র।
- খ্রিস্টধর্ম ক্ষমাশীলতা, দয়া, ভালোবাসা।
- বৌদ্ধধর্ম মন সংযম, মৈত্রী, সহানুভূতি।

ধর্মীয় নীতিমালা ছাত্রদের মধ্যে আদর্শ চরিত্র গঠনে সহায়ক।

চরিত্র গঠনে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা.....

- নৈতিক শিক্ষা চালু করা।
- নৈতিক গল্প, জীবনী পড়ানো।
- আচরণভিত্তিক মূল্যায়ন।
- সহপাঠীদের প্রতি সদ্ব্যবহার শেখানো।
- খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবায় অংশ নেওয়ার সুযোগ।

আধুনিক যুগে চরিত্র গঠনের চ্যালেঞ্জ

. মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি।

মিডিয়ার অশালীনতা ও ভোগবাদী জীবনদর্শন।

পপরিবারে সময় না দেওয়া।

.শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অভাব।

স্বার্থপরতা ও প্রতিযোগিতার মানসিকতা।

চরিত্রহীনতার পরিণাম...

- সমাজে বিশৃঙ্খলা।
- দুর্নীতি, অপরাধ বৃদ্ধি।
- আত্মকেন্দ্রিকতা ও সম্পর্ক ভাঙন।
- ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ব্যর্থতা।

কীভাবে ছাত্রজীবনে চরিত্র গঠন সম্ভব....

১. প্রতিদিন ভালো অভ্যাস চর্চা করা ।
২. সময়ের মূল্য বোঝা ।
৩. সত্যবাদিতা ও সততার চর্চা ।
৪. শিক্ষক, পিতা-মাতার কথা মান্য করা ।
৫. আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা ।
৬. সমাজসেবায় অংশ নেওয়া ।
৭. সৎ মানুষের জীবনী পড়া ।

ছাত্রজীবনে চরিত্র গঠন ও মূল্যবোধের শিক্ষা একজন মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত করে তোলে।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

মুক্তি সংস্থার টি এস এস মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বপ্নের সঙ্গী

গোপাল শীল, নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ সুন্দরবন অঞ্চলের সামাজিক উন্নয়নমূলক সংস্থা মুক্তি সংস্থা তাদের ট্যালেন্ট স্টুডেন্ট স্পনসরশিপ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর শতাধিক মেধাবী কিন্তু আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা থেমে না যাওয়া নিশ্চিত করা। মুক্তি সংস্থার উদ্যোগে শিক্ষার্থীরা টিউশন ফি, কোচিং ফি, বই,খাতা, পরীক্ষা ফি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রীসহ ক্যারিয়ার গাইডেন্স সুবিধা পান। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শংকর হালদার জানিয়েছেন, সুন্দরবনের বহু পরিবার আর্থিক সংকটে সন্তানদের উচ্চশিক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। তাই এই স্পনসরশিপের মাধ্যমে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। মুক্তি সংস্থা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের রায়দিঘি বিধানসভার নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শ্রীধরপুরে। তখন থেকে সংস্থা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে আজ এক বড় সামাজিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। ২০০৬ সালে ট্যালেন্ট স্টুডেন্ট স্পনসরশিপ শুরু হয়। আজকের দিনে, ৯০ জন শিক্ষার্থীকে সরাসরি সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৩২৫ জন শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মেধাবী কিন্তু দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য এই উদ্যোগ এক আলোকে পরিণত হয়েছে। যারা আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে স্বপ্ন থমকে যাওয়ার মুখে থাকতেন, তারা এখন উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। মুক্তি সংস্থার এই ট্যালেন্ট স্পনসরশিপ প্রমাণ করছে, কিভাবে সঠিক উদ্যোগ ও মানবিক মনোভাবের মাধ্যমে সমাজের জীবনে বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব।

অভিষেকের মডেল এবার ব্যারাকপুরে! পার্থ ভৌমিকের ‘সেবাশ্রয়’

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ডায়মন্ডহারবারে সফল ‘সেবাশ্রয় ২’ মডেল এবার ব্যারাকপুরে। ডায়মন্ডহারবারের মানুষের কাছে স্বাস্থ্যপরিসেবা পৌঁছে দিতে শুরু হওয়া এই শিবিরের কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক ঘোষণা করেছেন, তাঁর কেন্দ্রেও একই ধরনের ‘সেবাশ্রয়’ শিবির চালু হবে। ডায়মন্ডহারবারে মহেশতলা পৌরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে চক চান্দুল রথতলার মেগা শিবিরে প্রচুর মানুষের উপস্থিতি ছিল। সাধারণ রোগ থেকে জটিল রোগ পর্যন্ত চিকিৎসা ও পরামর্শের সুব্যবস্থা ছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তায় তৈরি এই প্রকল্পে শুধু প্রাথমিক চিকিৎসা নয়, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শও সহজলভ্য।

ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক সম্প্রতি ডায়মন্ডহারবারে সরেজমিনে শিবির পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান, রাজনীতি থেকে উপরে উঠে শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ এবং শহরতলি এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে জনগণের নাগালের মধ্যে আনা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন।

এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে ব্যারাকপুরে এই প্রকল্প শুরু করতে অনুপ্রাণিত করেছে। পরিষেবা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে ২০২৬ সালের ৫ জানুয়ারি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে। এতে স্থানীয় মানুষ আরও সহজে স্বাস্থ্য পরামর্শ এবং চিকিৎসা সুবিধা পাবে, যা এলাকার জন্য বড় উপকারে আসবে।

সেবাশ্রয় ২ ঃ জীবন বাঁচানোর অনন্য উদ্যোগ

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবার ঃ শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই রাজ্য ও দেশের মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেবাশ্রয় ২-এর সাফল্যের কাহিনী। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গতিশীল নেতৃত্বে মহেশতলার সেবাশ্রয় ২ শিবির অল্প সময়ে বড় কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সম্প্রতি অ্যাপোলো হাসপাতালে তিনজন রোগীর জীবন রক্ষার জন্য সুপার-স্পেশালিটি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রিন্স দত্ত অ্যাপোলো হাসপাতালের প্লাস্টিক এবং জেনারেল সার্জারি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এই রোগীদের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মহেশতলার বাসিন্দা মহম্মদ সাদাব, যিনি ওরাল ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন, অ্যাপোলো হাসপাতালের ইএনটি এবং হেড-নেক বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে উন্নত চিকিৎসা পেয়েছেন। অন্যদিকে মহেশতলা মডেল ক্যাম্প ২ থেকে রেফার করা শিশু অনুরাগ পাল অর্থোপেডিক বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ ও চিকিৎসা পেয়েছেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবারগুলি নতুন জীবন উপহার পেয়েছে। তারা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং তাদের পরিবারে নতুন আশা ও আনন্দ এসেছে। মানুষের মধ্যে সেবাশ্রয়ের কথা ছড়িয়ে পড়ছে এবং একের পর এক জীবন নতুন করে বাঁচার আলো পাচ্ছে। সেবাশ্রয় ২ শুধু চিকিৎসা পরিষেবা নয়, এটি মানবিক নেতৃত্বের একটি অনন্য উদাহরণ, যা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই উদ্যোগ দেখাচ্ছে, কিভাবে মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজ করা একটি সামাজিক উদ্যোগকে বৃহত্তর আন্দোলনে পরিণত করতে পারে। সেবাশ্রয় ২ ইতিমধ্যেই ভরসার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে, যা মানুষের জীবনে নতুন আশা ও উদ্দীপনা যোগ করছে।

মহেশতলায় সবুজ বাজি প্রশিক্ষণ শিবির

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় পরিবেশবান্ধব সবুজ আতসবাজির প্রসারের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার এই শিবিরে নিরাপদ বাজি তৈরি, ব্যবহার ও আইনগত বিষয় শেখাচ্ছে।

এতে অংশগ্রহণকারীরা শিখছেন কোন উপাদান কত পরিমাণে ব্যবহার করলে বাজি নিরাপদ থাকে এবং জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি না হয়। এম.এস.এম.ই দপ্তরের মুখ্য অধিকর্তা পার্থ চৌধুরী জানিয়েছেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্তরা নিরাপত্তা ও আইন বিষয়ে আরও সচেতন হবে। শিবিরের সূচনা মহেশতলা পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের চিংড়িপোতার বলরামপুরের টেকনো ইন্টারন্যাশনাল বাটানগর কলেজে হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল দাস, কাউন্সিলার রেখা নস্কর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টরা। এম.এস.এম.ই, মহেশতলা থানা ও দমকলের কর্মকর্তারা বাজি ও ফানুস ব্যবহারের নিরাপত্তা ও আগুন লাগার ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। শিবিরে রাজ্য থেকে ১৬০ জন নাম লিখিয়েছেন। ৮ ও ৯ ডিসেম্বর রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। নাগপুরের সিএসআই বিজ্ঞানীরা হাতে কলমে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা আগের লাইসেন্সপ্রাপ্তদের মতো দক্ষতা অর্জন করবে। পার্থ চৌধুরী বলেন, অন্যান্য জেলায় এখনও অনেক লাইসেন্স বিতরণের প্রয়োজন রয়েছে এবং প্রশাসনের সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

শিবিরটি শুধুমাত্র নিরাপদ বাজি তৈরির ক্ষেত্রে নয়, বরং পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাব গড়ে তোলার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

এসআইআর নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্যে তৃণমূল নেতার!

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়ার কুলটি এলাকায় এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অনুষ্ঠিত হয় একটি প্রতিবাদ সভা। সেই সভায় উপস্থিত হয়ে তৃণমূলের দাপুটে নেতা ও হারোয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা বিজেপিকে লক্ষ্য করে উত্তেজনামূলক মন্তব্য করেন। সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি ধর্মীয় বিভাজন ঘটানোর চেষ্টা করছে। তাঁর কথায়, এখানে যদি কোনও বিজেপি কর্মী হিন্দু,মুসলমান ভাগ করতে আসে, তাকে স্টেজ থেকেই জামার কলার ধরে বিদ্যাধরী নদীর ধারে ফেলে দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং বৈধ ভোটার বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে বিজেপি। তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে তৃণমূল কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে এসআইআর ফর্ম পূরণে সাহায্য করছেন, আর সেই মানুষের ভোট নিজেদের দিকে টানতে বিজেপি নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে। খালেকের কথায়, আমরা উন্নয়ন দেব, মানুষের ফর্ম ভরতে সাহায্য করব; আর ভোট দেবে বিজেপিকে;এটা হতে পারে না। এদের মোকাবিলায় ঝাঁটা ছাড়া কিছু লাগবে না। পরবর্তীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজের বক্তব্যের সপক্ষে বলেন, তাঁর সমস্ত মন্তব্য বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ থেকেই এসেছে। বৈধ ভোটারদের নাম কাটার চেষ্টা হলে কড়া প্রতিবাদ হবেই। সভা জুড়ে তাঁর এমন বিস্ফোরক মন্তব্য ঘিরে এলাকাজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে।

বাংলাদেশি পরিচয় বিতর্কে রামেশ্বরপুরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার রামেশ্বরপুর পঞ্চায়েতের ৪৫ নম্বর বুথে এক ব্যক্তির নাগরিকত্ব নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, মোশারফ হোসেন গাজী নামে এক ব্যক্তি বাংলাদেশের বাসিন্দা হয়েও বছর কয়েক ধরে এলাকায় বসবাস করছেন। অভিযোগ, তিনি স্থানীয় এক মহিলা সাজিদা বিবিকে বিয়ে করে ভারতীয় পরিচয় তৈরি করেছেন এবং নিজেকে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে দেখিয়ে ভোটার লিস্ট, আধার কার্ড, ব্যাংকের নথি এমনকি পাসপোর্টও সংগ্রহ করেছেন।

অভিযোগ আরও, মোশারফ নিজেকে মোন্তাজ গাজীর ছেলে বলে দাবি করে সরকারি নথিতে নাম তোলেন। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা থাকায় এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হয়ে দলে দলে বড় নেতাদের সঙ্গে ওঠাবসা তাঁর নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এলাকায় পৌঁছতেই অভিযোগ ওঠে, যাঁকে বাবা সাজিয়ে তিনি নথি বানিয়েছেন সেই মোন্তাজ গাজীর পরিবারকে নাকি আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁরা ক্যামেরার সামনে কোনও মন্তব্য না করেন। ফলে পরিবারের কেউ সামনাসামনি মুখ খুলতে চাননি। তবে ক্যামেরা বন্ধ থাকতেই পরিবারের সদস্যরা জানান, মোশারফ তাঁদের আত্মীয় নন এবং তিনি বাংলাদেশ থেকেই এসেছেন। গোপন ক্যামেরায় মোন্তাজ গাজীর এক বৌমা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন, আমার শ্বশুরের আট ছেলে। মোশারফ আমাদের কেউ নয়। ওর বাড়ি বাংলাদেশে। কীভাবে এখানে এসে শ্বশুরকে বাবা দেখিয়ে নথিপত্র বানাল, জানি না। অন্যদিকে, মোশারফের স্ত্রী সাজিদা বিবি দাবি করেন, মোন্তাজ গাজীই তাঁর স্বামীর প্রকৃত বাবা।

তিনি আরও জানান, বিয়ের সময় তিনি গরিব ঘরের মেয়ে হওয়ায় শ্বশুর তাঁদের মেনে নেননি। তবে আমাদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে, মোন্তাজ গাজীর পরিবারের প্রতিটি ছেলেরই আলাদা দোতলা বাড়ি রয়েছে, যা প্রশ্ন তোলে সম্পর্কের দাবিকে ঘিরে। এসব অভিযোগের সত্যতা প্রশাসন কীভাবে যাচাই করবে, তা এখন দেখার বিষয়।

মহেশতলায় হেলে পড়া বহুতল ধ্বংসের কাজ শুরু

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ মেটিয়াব্রুজ বিধানসভার মহেশতলা পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের পাঁচুর মোল্লাপাড়ায় রেললাইনের পাশে হেলে পড়েছিল দুটি বহুতল ভবন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় সাত বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল এই ভবন দুটি। নির্মাণের পর মাত্র এক বছরেই ভবন দুটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। যদিও কেউ এখানে বসবাস করত না, তবে নিচের তলায় একটি দোকান চালু ছিল। ফলে স্থানীয়রা নিরাপত্তাহীনতার কারণে আতঙ্কিত ছিলেন। হুমকিপূর্ণ অবস্থার কারণে মহেশতলা পুরসভার আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এরপর সরকারি নোটিশ জারি করা হয়। নোটিশে ভবন দুটি বিপদজনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং মালিককে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পুরসভার পরামর্শ অনুযায়ী, ভবনগুলিকে ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই একটি ভবনের উপরের দুটি তলা ধ্বংস করা হয়েছে। পাশের দ্বিতীয় ভবনটিও খুব শীঘ্রই ভাঙার কাজ শুরু হবে বলে জানা গেছে। স্থানীয়রা আশা করছেন, এই ধ্বংসের কাজ শেষ হলে এলাকার নিরাপত্তা অনেকাংশে নিশ্চিত হবে। এছাড়াও, ভবন মালিক নিজে এই কাজটি তদারকি করছেন।

স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রেখে ধ্বংসের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

জাল দলিল করার অভিযোগে গ্রেফতার মুহুরীর সাক্ষী

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হেমনগর থানার মাটিয়া এলাকার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘদিন ধরে মুহুরীর সঙ্গে কাজ করা এবং বিভিন্ন নথিপত্রে সাক্ষী হিসেবে সই করা আকাশ আলীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, তিনি মৃত ব্যক্তির জমি জালিয়াতি করে অন্য কারো নামে রেকর্ড করার কাজ করতেন। প্রায় ছয় মাস আগে হেমনগরের এক মৃত ব্যক্তির জমি অন্য নামে রেকর্ড করার সময় এই জালিয়াতি ধরা পড়ে। মৃত ব্যক্তির ছেলে বিবেকানন্দ মন্ডল তখন আকাশ আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান।

পুলিশ তদন্তে জানতে পারে, আকাশ আলী দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন নথিপত্রে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করতেন, যা সম্পূর্ণ জালিয়াতি এবং প্রতারণার মূল কৌশল ছিল। হেমনগর থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতারের পর আজ বসিরহাট মহকুমা আদালতে হাজির করেছে।

ধৃতের বিরুদ্ধে ৯ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। স্থানীয়রা জানাচ্ছে, এই ধরণের জাল দলিল ও ভূমি প্রতারণার ঘটনা এলাকায় নিত্যনৈমিত্তিক হলেও এতটা বড় স্কেলে হওয়া খুবই বিরল। এই ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসন সতর্কতা বাড়াতে শুরু করেছে। তারা জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এমন ধরনের প্রতারণা রোধে আরও শক্তভাবে নজরদারি করা হবে। গ্রেফতারকৃত আকাশ আলীর কাছ থেকে আরও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে, যা ভবিষ্যতে এই মামলার তদন্তকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

নতুন স্টেশনের দাবিতে উত্তাল চাঁপাপুকুর

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার চাঁপাপুকুর ও ভ্যাবলা স্টেশনের মধ্যবর্তী বিশাল জনবসতিপূর্ণ উত্তর দেবীপুর এলাকায় দীর্ঘদিনের দাবি উঠেছে একটি নতুন রেলস্টেশন তৈরির। শিয়ালদা,হাসনাবাদ শাখায় এই দুটি স্টেশনের দূরত্ব এতটাই বেশি যে প্রতিদিন নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। ফলে এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষের কাছে নতুন স্টেশন এখন অত্যন্ত জরুরি চাহিদা। স্থানীয়রা জানান, ২০১০ সাল থেকে তাঁরা রেল দপ্তরের কাছে একাধিকবার আবেদন করেছেন। কখনও রেল অবরোধ, কখনও ধরনা; নানা গণআন্দোলনের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তাঁদের দাবি, বহুবার রেল কর্তৃপক্ষ উত্তর দেবীপুর এলাকায় পরিদর্শনেও এসেছে এবং আশ্বাস দিয়েছে যে এখানে একটি স্টেশন তৈরি হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতির পরও কাজের অগ্রগতি আজও শূন্য, যা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ আরও বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীরা ফের আন্দোলনের পথে হাঁটলেন। সোমবার তাঁরা চাঁপাপুকুর স্টেশনে গিয়ে স্টেশন মাস্টারের হাতে লিখিত আবেদন জমা দেন। তাঁদের বক্তব্য, এতদিনের দাবির প্রতি রেল দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই উদ্যোগ। তাঁরা চান, রেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক এবং উত্তর দেবীপুরে স্টেশন নির্মাণের কাজ শুরু হোক। স্থানীয়দের আশা, নতুন করে আবেদন জমা দেওয়ার ফলে বিষয়টি আবারও আলোচনায় আসবে এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্টেশন বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত হবে।

এসআইআর নিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত বিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৫ নম্বর বুথে এসআইআর সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ ও বিভ্রান্তি ছড়াতে শুরু করায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। সেই পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গাঙ্গুলি। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন, নথিপত্র পরীক্ষা করেন এবং অভিযোগ কতটা সত্য তা যাচাই করার উদ্যোগ নেন। বিডিও দেবদাস গাঙ্গুলি জানান, এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কেউ যদি মনে করেন তাঁর নথিতে ভুল রয়েছে অথবা কারও নাম ভুলভাবে বাদ গেছে বা যুক্ত হয়েছে;সেক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় সরাসরি হিঙ্গলগঞ্জ বিডিও অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। তাঁর কথায়, কোনওরকম সমস্যা হলে মানুষ আমার অফিসে এসে জানাবেন। আমরা প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। তিনি আরও জানান, সঠিক তথ্য ছাড়া বিভ্রান্তির শিকার না হতে সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকতে হবে। প্রশাসন পুরো প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনের এই নজরদারি এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি করেছে। এসআইআর সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যায় তাঁরা এখন সরাসরি প্রশাসনের কাছে যাওয়ার সাহস পাচ্ছেন।

ভাঙড়ে তৃণমূল নেতা দের লক্ষ্য করে গুলি ?অভিযোগ অস্বীকার আইএসএফ- এর

ইয়ামুদ্দিন, নয়া জামানা,ভাঙড় ঃ ভাঙড়ের উত্তর কাশিপুর থানার কাঠালিয়া সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে আইএসএফ কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। তবে আইএসএফ এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। জানা গেছে, আগামীকাল সোনাপুরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেই উপলক্ষে ভোগালী ২ নম্বর অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি আলিনুর মোল্লা সহ তৃণমূলের কয়েকজন নেতা কাঠালিয়া থেকে সোনাপুরের পথে ছিলেন।

অভিযোগ, পথে যাওয়ার সময় আইএসএফ কর্মী-সমর্থকরা হঠাৎ একত্রিত হয়ে তৃণমূল নেতাদের তাড়া করে এবং একটি রাউন্ড গুলি চালায়। ঘটনার খবর পেয়ে উত্তর কাশিপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায় বলে তৃণমূলের দাবি। পরে এলাকায় জমায়েত হন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। উত্তেজনার কারণে পুলিশ তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। অন্যদিকে, ভোগালী ২ নম্বর আইএসএফ অঞ্চল সভাপতি অহিদুল ইসলাম ঘটনাটি সম্পূর্ণ সাজানো নাটক বলে অভিযোগ করেছেন। এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। তাই উত্তর কাশিপুর থানার পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, রাজনৈতিক অশান্তির কারণে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। আগামীকালের জনসভা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় কি না, তা নজরদারির বিষয়।

মানবতার নজির, শিশুকে বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় সাংবাদিকরা

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ বরাকর বাস স্ট্যান্ডে পথ হারিয়ে কাঁদতে থাকা ৬ বছরের এক শিশুকে তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিয়ে মানবিকতার নজির গড়লেন স্থানীয় সাংবাদিকরা। চিরকুণ্ডার মামার বাড়ি থেকে ভুল করে বেরিয়ে এসে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল জামুরিয়া থানার বগড়া চটি এলাকার বাসিন্দা অঙ্কিত ঠাকুর। সাংবাদিকদের তৎপরতায় তার বাবা প্রদীপ ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় এবং ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জামুরিয়া বগড়া চট্টির বাসিন্দা প্রদীপ ঠাকুরের ছেলে অঙ্কিত, তার চার বোনের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার চিরকুণ্ডা-তে তার মামার বাড়িতে ছিল। অঙ্কিতের হাত থেকে একটি কাঁচের জিনিস পড়ে ভেঙে যায়। এতে তার মামা রেগে গিয়ে তাকে বকাঝকা করেন এবং চলে যেতে বলেন। ভয়ে এবং নিজের বাড়ি ফেরার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়ে চিরকুণ্ডা থেকে বরাকর নদীর সেতু পার হয়ে বরাকরে পৌঁছানোর পর ভিড়ের মধ্যে সে পথ হারিয়ে ফেলে এবং বরাকর বাস স্ট্যান্ডে কাঁদতে শুরু করে। সে কাঁদতে কাঁদতে পুলিশ এবং উপস্থিত মানুষের কাছে সাহায্য চাইছিল। শিশুটিকে কাঁদতে দেখে ভিড় জমে যায় এবং কয়েকজন সাংবাদিক ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সাংবাদিকরা শিশুটিকে তার নাম, বাবার নাম (প্রদীপ ঠাকুর) এবং ঠিকানা (বগড়া চট্টি) জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে তার মামা তাকে ধমক দেওয়ায় সে ভয়ে বেরিয়ে এসেছে। বরাকরের সাংবাদিকরা দ্রুত জামুরিয়া, রাণীগঞ্জ এবং আসানসোলের সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেই সূত্রে শিশুটির বাবা প্রদীপ ঠাকুরের খোঁজ পাওয়া যায় এবং তাকে খবর দেওয়া হয়।

পরে প্রদীপ ঠাকুর বরাকর বাস স্ট্যান্ডে এসে ছেলেকে ফিরে পান। হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে প্রদীপ ঠাকুর সাংবাদিক মণ্ডলীকে তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

সাংবাদিক সংগঠন আইজেএ-এর উদ্যোগে মিলন উৎসব

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শনিবার শতবর্ষ প্রাচীন সাংবাদিক সংগঠন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে হয়ে মিলন উৎসব। প্রতি বছর সব রকমের উৎসব শেষে একটা দিন সকলে মিলে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবের সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সারা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাংবাদিক, লেখক, বাচিক শিল্পীরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইজেএ এর পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরূপ লাহা। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি স্বপন মুখার্জি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কর্ম সমিতির সদস্য তারকনাথ রায়। ছিলেন জেলার বর্ষিয়ান সাংবাদিকরা। গান, গল্প, কবিতা আবৃত্তি, আড্ডা ,কথায় দীর্ঘ অনুষ্ঠান প্রানবন্ত হয়ে উঠে। সাংবাদিক শ্যামা প্রসাদ চৌধুরী, উদিত সিংহ, পার্থ চৌধুরী, প্রদীপ মন্ডল, সুপ্রকাশ চৌধুরী, জয়তী ভৌমিক ধনঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ অংশ নেন অনুষ্ঠানে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক জগন্নাথ ভৌমিক।

নবম বইমেলা এবার সাতগাছিয়াতে

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার সরকারি পর্যায়ে এবার বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে মেমারির সাতগাছিয়া তে। আগামী ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা। শনিবার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই ঘোষণা করা হল।

এবছর মেলায় প্রায় একশটি বুক স্টল থাকবে বলে জানা যায়। এদিকে পুরোদমে বইমেলার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। জোর কদমে কাজ চলছে। শনিবার এই বই মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী তথা মন্তেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তিনি মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শনের পাশাপাশি মেলার প্রস্তুতি সরজমিনে খতিয়ে দেখেন, এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে মেলা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার মন্ত্রীর পাশাপাশি এদিনে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদর মহকুমাশাসক বুদ্ধদেব পান ,

ডিএসপি মিজানুর রহমান , মেমারি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রীতম বিশ্বাস, সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বাণী সংকর সিংহ মহাপাত্র, মেমারি দু'নম্বর ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কুন্তল কুমার মন্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিক গন।

জিআই ট্যাগ সত্ত্বেও পৌঁছায়নি বিশ্ববাজারে বর্ধমানের সীতাভোগ - মিহিদানা , প্রচার ও সরকারী উদ্যোগের অভাব নিয়ে সরব ব্যবসায়ীরা

আমিনুর রহমান , নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ বর্ধমানের রাজ ঘরানার জগৎ বিখ্যাত মিষ্টি সীতাভোগ ও মিহিদানা জিআই ট্যাগ পাওয়ার প্রায় আট বছর পরও দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববাজারে পৌঁছাতে পারেনি। মিষ্টি ব্যবসায়ীরা এর জন্য প্রচার এবং সরকারি উদ্যোগের অভাবকে দায়ী করেছেন। অথচ ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখা যাবে ১০০ বছরের অনেক আগেই এই দুই মিষ্টি আবিষ্কার হয়েছিল বর্ধমানের রাজাদের আমলে। ঐতিহ্যের মিষ্টি শিল্পের জগতে আজও একই ভাবে ভোজন রসিকদের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়। কিন্তু অভিযোগ, জিআই ট্যাগ পেলেও বিশ্ব দরবারে এই মিষ্টির চাহিদা তৈরি হয়নি এবং এর ঐতিহ্য ছড়িয়ে পড়ছে না। মিষ্টি রফতানির জন্য প্রয়োজনীয় প্যাকেজিং সম্ভব না হওয়া এবং সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পাওয়াই এর প্রধান কারণ বলে মনে করছেন ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। একই সঙ্গে বর্ধমানের বংশ পরম্পরায় এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরাও একই কথা বলেছেন। জানা গেছে ২০১৭ সালে বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানা জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিটি (জিআই) ট্যাগ লাভ করে। আর নাই নাই করে জিআই ট্যাগ প্রাপ্তির আট বছর পার হয়ে গেছে।

কিন্তু বিশ্বের দরবারে এই মিষ্টির স্বাদ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় নি। শহর বর্ধমানে ব্রান্ড নামে চার পুরুষ ধরে ব্যাবসা করছেন দত্ত পরিবারের সদস্যরা। ১২২ বছর ধরে গণেশ মিষ্টান্ন ভান্ডারের নামে তিনটি দোকান আছে তাদের। একেবারে আদি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার প্রসেনজিৎ দত্ত জানান, ১৯০৪ সালের ১৯ আগষ্ট বর্ধমান শহরে এসেছিলেন তৎকালীন ইংরেজ সরকারের বড়লাট লর্ড কার্জন। বর্ধমানের তৎকালীন মহারাজা বিজয় চাঁদ মহাতাব বড়লাটের সম্মানে কার্জন গেট (আজকের বিজয় তোরন) তৈরি করেন। একই সঙ্গে রাজকীয় ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। রকমারি পদ সহযোগে খাবারের সঙ্গে মিষ্টি মুখের আয়োজন করা হয়। অভিনবত্ব আনতে সেই সময়ের নামি মিষ্টির কারিগড় কে ডেকে পাঠানো হয় রাজ দরবারে। বলা হয় নতুন কোন মিষ্টি খাইয়ে বড়লাট ও অনান্য অতিথিদের খুশি করা যায়। সেই ময়রাই মিহিদানা আর সীতাভোগ নামে দুটি নতুন মিষ্টি খাইয়ে সকলকে আপ্লুত করে দেন। লর্ড কার্জন এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে ময়রা তথা ওই কারিগরকে পুরস্কৃত করেছিলেন। পরবর্তী কালে দেশের নেতা জহরলাল নেহরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মতো নেতারা শেষ পাতে মিহিদানা আর সীতাভোগ খেতে ভালোবাসতেন। আজও বিশ্বজোড়া নাম থেকে গেছে। প্রসেনজিৎ বাবুর দাবি ঐতিহাসিক মিষ্টি বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছে ভোজনরসিক ক্রেতাদের হাত দিয়ে। এর পর অবশ্য মিহিদানা, সীতাভোগে নতুন আরেক ইতিহাস সৃষ্টি করা হয়েছে গণেশ মিষ্টান্ন ভান্ডারের মাধ্যমে। ২০২০ সাল থেকে বর্ধমানে নলেন গুড়ের মিহিদানা সীতাভোগ তৈরি করা হচ্ছে। এবছরও নলেন গুড়ের মিহিদানা সীতাভোগ তৈরি হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে এই দুটি মিষ্টি জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকলেও সীতাভোগ-মিহিদানা ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রমোদ কুমার সিং বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন,সীতাভোগ-মিহিদানা মানেই বর্ধমানের বিখ্যাত মিষ্টি। কিন্তু জিআই ট্যাগ পাওয়ার পরে এর আরও প্রচার হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। অভিযোগ, জিআই ট্যাগ পেলেও বিশ্ব বাজার বা দেশের মধ্যেও এর চাহিদা বাড়ানোর জন্য রয়েছে প্রচারের অভাব এবং রফতানির উপযোগী প্যাকেজিং করতে না পারা। প্রমোদ কুমার সিংয়ের মতে, সরকার সহযোগিতা না-করলে, আমাদের একার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। দাবি সংগঠনের পক্ষ থেকে সীতাভোগ-মিহিদানার প্রচারের জন্য হাওড়া থেকে দিল্লি রেলবোর্ডের কাছে একাধিকবার চিঠি পাঠানো হলেও, কোনও সদুত্তর মেলেনি। বলা হয়েছে রেল বা এয়ারপোর্টে থাকা বিশ্ববাংলার কাউন্টারেও আজও সীতাভোগ-মিহিদানা জায়গা পায়নি, যা সরকারের দেখা দরকার। তবে, সংগঠনের পক্ষ থেকে এই মিষ্টিকে বিশ্ববাজারে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন আছে এবং তাঁরা বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। এরই মধ্যে ভারতীয় ডাক বিভাগ বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানার প্রচারে একটি বিশেষ ডাক টিকিট তৈরি করেছে। এই ডাক টিকিট পোস্ট অফিস থেকে ২০ টাকায় বিক্রিও হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সর্বজিৎ যশ বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যেও সীতাভোগ-মিহিদানার উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, সীতাভোগ-মিহিদানা বর্ধমানেই প্রথম তৈরি হয়েছিল, এমনটা নয়। তবে, তাঁর মতে, কার্জন গেট প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র করেই বর্ধমানে এই মিষ্টির প্রচলন শুরু হয়েছিল। এক শ্রেনীর ব্যাবসাদাররা অবশ্য জিআই ট্যাগ পাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক পরিচিতি অর্জন সত্ত্বেও শুধু প্রচার এবং সরকারি সহযোগিতার অভাবে বর্ধমানের এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির বিশ্বায়ন সম্ভব হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন। ব্যবসায়ীদের স্বপ্ন পূরণের জন্য এবং বাংলার ঐতিহ্য বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে রপ্তানি উপযোগী প্যাকেজিং এবং বিশ্ববাংলা কাউন্টারগুলিতে মিষ্টিটির স্থান সুনিশ্চিত করার মতো পদক্ষেপ জরুরি বলে দাবি তাদের।

ধান নাড়া পোড়ানো বন্ধে কঠোর নজরদারি প্রশাসনের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ কৃষি প্রধান পূর্ব বর্ধমান জেলায় বোরো ধান কাটার মরশুমে ধানের নাড়া পোড়ানো বন্ধ করতে জেলা প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর কড়া নজরদারি শুরু করেছে।

একই সাথে চাষিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেও কাজ চলছে। জমিতে ধান কাটার পর গোড়া বা নাড়া পুড়িয়ে ফেলার ঘটনা বেশি ঘটছে।চাষিদের একাংশের ভুল ধারণা যে এতে জমির উর্বরতা বাড়ে।দ্রুত জমি খালি করে নতুন ফসলের চাষ শুরু করার সহজ উপায় হিসেবেও অনেকে নাড়া পোড়ান। বিজ্ঞানীরা বলছেন নাড়া পোড়ালে জমির উর্বরতা বাড়ে না, বরং ক্রমশ জমির ক্ষতি হতে শুরু করে এবং তা বন্ধ্যাও হতে পারে।এতে জমিতে থাকা বন্ধু পোকা ও কেঁচো মারা যায়।মাটির জল ধারণ ক্ষমতা কমে যায় এবং পরবর্তী ফসলের ফলনে ঘাটতি দেখা দেয়।নাড়া পোড়ানোর ফলে পরিবেশের ভয়াবহ দূষণ ঘটে। বর্তমানে কালনা মহকুমা, খন্ডঘোষ, রায়না, মেমারি, গলসি সহ বোরো চাষ হওয়া প্রায় সব এলাকাতেই কড়া নজরদারি চলছে।ব্লক ও পঞ্চায়েতের উদ্যোগে চাষিদের বোঝানো হচ্ছে নাড়া পোড়ানোর ক্ষতিকর দিকগুলো। জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলামও মাটির ক্ষতি ও পরিবেশ দূষণের কথা উল্লেখ করে এই কাজ বন্ধের ওপর জোর দিয়েছেন। প্রায় ৯০ শতাংশ জমিতে ধান কাটা ও ঘরে তোলার কাজ শেষ হওয়ার পর নাড়া পোড়ানো শুরু হয়েছে। প্রশাসনের সতর্কতা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর চাষি এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সার কাজের চাপে হৃদরোগে আক্রান্ত পঞ্চায়েত কর্মী

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ এবার এসআইআরের কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন পঞ্চায়েতের এক কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমার পূর্বস্থলীতে। ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের উপরে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পঞ্চায়েতের সদস্যরা। একই সঙ্গে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকেও নিন্দা জানানো হল। জানা গেছে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জাহান্নগড় পঞ্চায়েতের এক কর্মী ব্রজেন্দ্র কুমার গড়াই কাজ করতে করতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি অসুস্থ হয়েছেন বলে দাবি পরিবারের। অভিযোগ একদিকে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সামাল দেওয়া এবং অন্যদিকে এসআইআরের কাজও করতে হচ্ছে যুদ্ধ কালীন তৎপরতায়। অসুস্থ অবস্থায় ওই কর্মী নিজেই অভিযোগ করেন, এসআইআরের কাজের জন্য বিডিও অফিসে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই কাজের চাপ এতটাই বেশি যে মানসিক চাপ সহ্য করার মতো পরিস্থিতি থাকছে না। একবারে সকাল থেকে একটানা রাত পর্যন্ত কাজ করার ফলে অতিরিক্ত কাজের চাপেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে দাবি তাঁর। এদিকে ওই কর্মী অসুস্থ হবার পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। দীর্ঘ সময় চিকিৎসা চলে। পরে তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ওই কর্মীকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তার হৃদরোগের সমস্যা দেখা দিয়েছে। পুরোপুরি ভাবে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে তাকে। অন্যদিকে ওই ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছেন কালনা মহকুমা প্রশাসন। মহকুমাশাসক অহিংসা জৈন বলেছেন, ওই কর্মীর অসুস্থতার কথা এবং রিপোর্ট দুটোই পাওয়া গেছে।

চিকিৎসকরা যেমন পরামর্শ দিয়েছেন সেভাবেই ব্যাবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস মিলেছে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। একই সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম বলেন, এসআইআরের সময়সীমা এতটাই কম যে কারো পক্ষে কাজ করে উঠা সম্ভব হচ্ছে না। তাই অতিরিক্ত চাপ পড়ছে কর্মীদের উপর। তিনি মহকুমা প্রশাসনের কাছে এ ব্যাপারে ব্যাবস্থা নেবার আর্জি জানিয়েছেন। পূর্বস্থলী ১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক নির্বাচন কমিশনের ফরমানের জন্যই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ তুলেছেন।

নতুন ইএসআই ডিসপেন্সারির উদ্বোধন , শ্রমিকদের দোরগোড়ায় চিকিৎসা সুবিধা

সীতারাম মুখার্জী,নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রের সীতারামপুরে শনিবার শ্রমজীবী মানুষদের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হলো। রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মচারী রাজ্য বীমা প্রকল্পের আওতায় নতুন একটি ডিসপেন্সারির উদ্বোধন করলেন। এর ফলে কুলটি, সীতারামপুর, নিয়ামতপুর, ডিশেরগড়-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার ইএসআই কার্ডধারী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এখন থেকে দূরে আসানসোলে না গিয়ে নিজের এলাকাতেই চিকিৎসা, ওষুধ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পড়ে থাকা সীতারামপুরের উপ-বয়লার কার্যালয় ভবনকে সংস্কার করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তরের উদ্যোগে এই ডিসপেন্সারিটি তৈরি করা হয়েছে।

শনিবার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতে কেটে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর-প্রতিনিধি, শ্রমদপ্তরের আধিকারিক, ইএসআই আধিকারিক এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যই রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রাধিকার । এই ডিসপেন্সারি চালু হওয়ায় কুলটির শ্রমিক ভাই-বোনেরা এবার থেকে সহজে ও দ্রুত চিকিৎসা পাবেন। তিনি এই উদ্যোগকে রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে উল্লেখ করেন। স্থানীয় বাসিন্দা ও শ্রমিকরা সরকারের এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের কথায়, এতদিন অসুস্থ হলে আসানসোল যেতে হতো, অনেক সময়-টাকা নষ্ট হতো। এখন দোরগোড়ায় চিকিৎসা, সত্যিই বড় স্বস্তি।

তাঁরা জানান, এর মাধ্যমে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে এবং অসুস্থতার সময়ে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে। এই ডিসপেন্সারিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যা কর্মচারী রাজ্য বীমা প্রকল্পের অধীনে চালু করা হলো। এই প্রকল্পটি শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এতদিন কুলটি অঞ্চলের শ্রমিকদের প্রাথমিক থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার জন্য প্রায়শই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসানসোল বা অন্যত্র যেতে হতো, যা ছিল সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। নতুন ডিসপেন্সারিটি সেই দীর্ঘদিনের সমস্যাটির সমাধান করবে। কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রমিক-অধ্যুষিত অঞ্চলে এই ধরনের স্বাস্থ্য সুবিধার প্রসার সরকারি পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণের একটি উদাহরণ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন ঘটল এবং তা রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতাকেও প্রতিফলিত করে।

পুলিশের যৌথ অভিযানে গাঁজা সহ গ্রেপ্তার ২

অত্রি চক্রবর্তী, নয়া জামানা, পূর্বস্থলী ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ এক বড়সড় সাফল্য অর্জন করল। জেলার নাদনঘাট ও পূর্বস্থলী থানার পুলিশ প্রশাসনের যৌথ ও তৎপর অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজের নেতৃত্বে একটি দল প্রথমে ওই ছোট চারচাকা গাড়িকে সন্দেহজনক মনে করে সেটির পিছু নেয়। পুলিশের তাড়া খেয়ে গাড়িটি হঠাৎ গতিপথ পরিবর্তন করে উল্টোদিকে ঘুরে পারুলিয়া এলাকার দিকে পালাতে শুরু করে।

এই পরিস্থিতিতে পূর্বস্থলী থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পূর্বস্থলী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আইসি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল দ্রুত প্রস্তুত হয়ে ওঠে এবং পারুলিয়া বাজারে গাড়িটিকে থামিয়ে দেয়। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ প্রায় ৮৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। অবৈধ মাদকদ্রব্য পাচারের এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয় দুই থানার পুলিশ প্রশাসন। এই ঘটনায় একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যাদের নাম রাজু দাস এবং অপর এক মহিলা বাবলি মল্লিক। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে যে, গাড়িটি মুর্শিদাবাদের দিক থেকে হুগলির দিকে যাচ্ছিল। পাচারের উদ্দেশ্যেই এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে।

দুই থানার প্রশংসনীয় যৌথ উদ্যোগ এবং সময়োপযোগী তৎপরতার ফলেই এই মাদকবিরোধী অভিযান সফল হয়েছে।

ধৃত দুই অভিযুক্তকে এবং বাজেয়াপ্ত হওয়া গাঁজা সহ গাড়িটিকে আজ বর্ধমানের বিশেষ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পৌরসভার উদ্যোগে বিবেক চ্যালেঞ্জ ট্রফি

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারি পৌরসভার পরিচালনায় বিবেক চ্যালেঞ্জ ট্রফি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা হল। শনিবার মেমারি স্টেডিয়ামে এই খেলার উদ্বোধন হয়। ১৬ দলের এই প্রতিযোগিতা প্রতি শনিবার ও রবিবার চলবে বলে জানানো হয়েছে।

এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হবে ১ ফেব্রুয়ারি। আজ প্রথম দিনে বৈদবাটি বি এস পার্ক ও মেমারি ফুটবল একাডেমি পরস্পর প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং ৪-২ গোলে বৈদ্যবাটি বি এস পার্ক জয়ী হয়। মাঠে উপস্থিত ছিলেন মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী সহ কাউন্সিলরবৃন্দ।

৬৯তম ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবসে সংবিধান রক্ষার বার্তা

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ ভারতীয় সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের ৬৯তম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কালী পাহাড়ি এলাকায় এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। আসানসোল পৌর নিগমের এমআইসি (গুরুদাস চ্যাটার্জি) এবং জ্যোতি কর্মকার সহ বিশিষ্টজনেরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অতিথিরা বাবাসাহেবের মূর্তিতে মাল্যদান করেন এবং শ্রদ্ধা জানান। গুরুদাস চ্যাটার্জি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে বর্তমানে আমরা যে সংবিধানের পথে চলছি, তা বাবাসাহেবেরই রচনা।

তিনি কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে বাবাসাহেবের খসড়া সংবিধানে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টার অভিযোগ তোলেন এবং প্রতিহত করার অঙ্গীকার করেন।তিনি নতুন প্রজন্মের কাছে বাবাসাহেবের অবদান তুলে ধরতে এবং তাঁর সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত করেন।এই কারণেই আসানসোল পুরসভা প্রতি বছর বাবাসাহেবের জন্ম ও প্রয়াণ দিবস পালন করে। বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবিদ এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন ও বিচার মন্ত্রী।

সারদাময়ী হাইস্কুলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির !

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ গড়বেতা ৩ নং ব্লকের চন্দ্রকোনারোডে অবস্থিত সারদাময়ী হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হলো স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরিষেবা শিবির। এটি স্কুলের প্লাটিনাম জয়ন্তী তথা ৮০তম বর্ষ উদযাপন ও পুনর্মিলনী উৎসব কমিটির উদ্যোগে শনিবার আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই স্থানীয় সাধারণ মানুষ শিবিরে অংশগ্রহণ করতে উপস্থিত হন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, গড়বেতা-৩ ব্লকের বিডিও দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য, বিদ্যালয়ের সভাপতি রামচন্দ্র পাল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে রক্তচাপ, রক্তে শর্করা সহ বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সাধারণ চিকিৎসা পরিষেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। চিকিৎসকেরা অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরামর্শ দেন এবং প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় এই কর্মসূচিটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষদের সুস্থতা বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি স্কুল ও কমিউনিটির মধ্যে সুসম্পর্কের শক্তি বাড়াতে সহায়ক হয়েছে।

সুশীলবাবুর স্মৃতিতে শীতবস্ত্র বিতরণ

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি মৌপাল গ্রামে বিশিষ্ট শিক্ষক প্রয়াত সুশীল কুমার দাসের স্মৃতিতে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। গতবছর এই দিনে সুশীলবাবু আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর জীবন দৃষ্টান্ত হিসেবে রয়ে গেছে। শিক্ষকতা এবং মানুষের কল্যাণে তাঁর অবদান সবার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর পরিবারের সদস্যরা;স্ত্রী কৃষ্ণা দাস, কন্যা বনানী ভৌমিক ও বনশ্রী পড়িয়া এবং নাতি-নাতনিরা; তার দেখানো পথ অনুসরণ করে সমাজসেবায় এগিয়ে আসেন। এবারের কর্মসূচিতে ৬৭টি দরিদ্র পরিবারের হাতে কম্বল পৌঁছে দেওয়া হয়। জ্যেষ্ঠ কন্যা বনানী ভৌমিক এবং কনিষ্ঠা কন্যা বনশ্রী পড়িয়া কম্বল বিতরণ করেন, নাতি-নাতনিরা সহায়তা করেন। বড় নাতনি অদ্রিজা ভৌমিক জানান, গ্রামে এত দারিদ্র্য ও মানুষের চাহিদা আমি আগে বুঝতাম না। দাদুর স্মৃতিতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারায় আনন্দ হচ্ছে। মেজো নাতনি সূতশ্রী, ছোট নাতনি শ্বেতাশ্রী এবং একমাত্র নাতি অর্পণও সম্মতি প্রকাশ করেন। কনিষ্ঠ জামাতা প্রসূনকুমার পড়িয়া সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। এই মহতী উদ্যোগে মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংস্থার সভাপতি রিঙ্কু চক্রবর্তী, আল্পনা দেবনাথ বোস, সুভাষ জানা, অরিন্দম দাস ও মৃন্ময়ী খাঁড়া উপস্থিত ছিলেন। প্রয়াত সুশীলবাবুর আত্মার শান্তি এবং মানুষের কল্যাণে তাঁর স্মৃতি চিরজীবী থাকবে।

গোপীবল্লভপুরে ইঞ্জিন টলি দুর্ঘটনা, চালকের মৃত্যু

নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর থানার ছাতিনাশোল এলাকায় শুক্রবার গভীর রাতে এক ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ইঞ্জিন টলির চালক দুলাল মুর্মু।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৪০ বছর এবং বাড়ি গোপীবল্লভপুরের সোনাহারা গ্রামে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলমপুরের দিক থেকে ছাতিনাশোল বাজারমুখী ইঞ্জিন টলি চলার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয়রা ঘটনাস্থল দেখে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন। শনিবার দুপুরের দিকে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পরিবারের সদস্যরা হতবিহ্বল এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত নন।

স্থানীয়রা জানান, দুর্ঘটনার খবরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ স্থানীয়দের তথ্য সংগ্রহ এবং স্থান পরিদর্শন করে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় রাস্তার কিছু অংশ পিচখোলা ও অন্ধকার ছিল, যা দুর্ঘটনার একটি কারণ হতে পারে।

পুলিশ চালকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছে এবং আসল কারণ উদঘাটনে তদন্ত অব্যাহত রাখছে। এটি একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা যা ইঞ্জিন টলি চালকদের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবেও ধরা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হৃদরোগে আক্রান্ত ডেবরার বি এল ও,ভর্তি হাসপাতালে

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের বি এল ও অরূপকুমার মাইতি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজের অতিরিক্ত চাপ সহ্য করছিলেন। অরূপ বাবু ডেবরার ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলগড়িয়া ৯৫ নম্বর বুথের বি এল ও এবং চকশ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

সোমবার সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় তিনি হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন এবং সেখানেই বসে পড়েন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন, হার্টে ব্লক থাকার আশঙ্কা রয়েছে এবং হৃদরোগের কারণে অসুস্থ হয়েছেন। পরিবারের দাবি, কাজের চাপ, ডিজিটাইজেশন ও স্কুলের দায়িত্ব একসাথে সামলাতে গিয়ে তাঁর শরীর ধীরে ধীরে বিপর্যস্ত হয়।

ভাই অনুপ মাইতি বলেন, কাজের অতিরিক্ত চাপই মূল কারণ। ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ও স্থানীয় নেতা-কর্মীরা হাসপাতালে পৌঁছে তাঁর খবর নিয়েছেন এবং পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমানে অরূপ বাবুর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। ডেবরার বিডিও প্রিয়ব্রত রাঢ়ি জানিয়েছেন, উনি সুস্থ হয়ে উঠছেন, তবে অতিরিক্ত কাজের চাপ তাদের জন্য হুমকি। প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে। অরূপ বাবুর পরিবারে স্ত্রী ও দশম শ্রেণির এক ছেলে আছেন। সকলেরই আশা, সঠিক বিশ্রাম ও চিকিৎসার মাধ্যমে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ঘাটালের ধান ক্ষেতে আগুনে পুড়ে ছাই ২০০ বিঘা জমি

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের দন্দিপুর ও দাসপুর থানার শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে ধান চাষের জমিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার সকালে স্থানীয়রা দেখতে পান, ধান ক্ষেতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং বিঘার পর বিঘা ধান পুড়ে যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও, দাবানলের মতো আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দমকল বিভাগের দুটি ইঞ্জিন এবং স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকল কর্মী ও গ্রামবাসীদের পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় দন্দিপুর এলাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। একই দিনে দাসপুর থানার শ্যামসুন্দরপুর গ্রামেও ধান ক্ষেতে আগুন লেগে প্রায় ৭৫ বিঘা জমির ধান পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এই দুই এলাকার ধান ক্ষতির ফলে মোট প্রায় ২০০ বিঘা জমির ধান আগুনে শেষ হয়ে গেছে।

বাঁকুড়া দুর্গাপুর রোডে দুধ ব্যবসায়ীর ওপর নীল বাতি গাড়ির হামলা

সুচিন্ত্য গোস্বামী,নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া দুর্গাপুর রাজ্য সড়কের কদমাঘাটি এলাকায় আজ সকালেই চাঞ্চল্যকর একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। নীল বাতি লাগানো একটি গাড়ি মোপেড আরোহী দুধ ব্যবসায়ীকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ৪০ ফুট রাস্তা হিঁচড়ে নিয়ে যায়। গুরুতর আহত হন নিমাই সাইনি নামের স্থানীয় জামকানালি গ্রামের ওই দুধ ব্যবসায়ী। স্থানীয়রা তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের একটি বোলেরো গাড়ি নীল বাতি লাগিয়ে বেপরোয়া গতিতে বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল। পথে রাঙ্গা স্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দোকান থেকে মোপেড নিয়ে রোডে উঠছিলেন নিমাই সাইনি। সেই সময় গাড়িটি প্রথমে মোপেডকে ধাক্কা দিলে দুধ ব্যবসায়ী রাস্তায় পড়ে যান। এরপর তাঁকে মোপেডসহ প্রায় ৪০ ফুট টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার প্রতিবাদে এবং আহত ব্যবসায়ীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে স্থানীয়রা বাঁকুড়া দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করেন। অবরোধের ফলে সড়কে প্রচণ্ড যানজট তৈরি হয়। পরে বাঁকুড়া সদর থানা ও ট্রাফিক পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা নীল বাতি লাগানো গাড়ির বেপরোয়া চালনা ও সড়ক নিরাপত্তার ঘাটতির বিষয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

পুয়াবাগানে বিজেপি বিধায়কের বিতর্কিত মন্তব্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা

সুচিন্ত্য গোস্বামী,নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত হল বাঁকুড়ার রাজনৈতিক পরিবেশ। পুয়াবাগান মোড়ে বিজেপির পরিবর্তনসভা থেকে তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা। তিনি দাবি করেন, আগামী নির্বাচনে শুধু বদল নয়, বদলাও হবে এবং তোলাবাজির টাকা গলায় হাত ঢুকিয়ে পেট থেকে বার করে আনা হবে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিধায়ক আরও বলেন, তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরা তাঁর শত্রু নন। সময় থাকতে তাঁদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। নিজের বক্তব্যে অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকার ও দলের কর্মীরা বছরের পর বছর ধরে দুর্নীতি, তোলাবাজি, মিথ্যা মামলা এবং অত্যাচার চালিয়েছেন। তাঁর দাবি, বহু বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন, অনেকে মিথ্যা মামলায় জেল খেটেছেন। তাই এবার তারা পদাঘাতের জবাব পাবে। এর আগে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য একাধিকবার শিরোনামে এসেছেন নিলাদ্রী শেখর দানা। আসন্ন ভোটকে সামনে রেখে তাঁর এই ভাষণ রাজনৈতিক টানাপোড়েন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস এই বক্তব্যকে উস্কানিমূলক বলে কটাক্ষ করেছে। তাদের দাবি, বাঁকুড়ায় জনসমর্থন কমে যাওয়ার হতাশা থেকেই বিজেপি বিধায়ক এমন মন্তব্য করছেন। তৃণমূলের মতে, মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রয়েছে, তাই হুমকি-ধমকিতে ভোটাররা প্রভাবিত হবেন না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দলের তরফেই চড়ছে রাজনৈতিক তাপমাত্রা।

৫এপঞ্চবাণ-এর বিশেষ 'বন্দেমাতরম্' সংখ্যা প্রকাশ

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুক ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকে প্রকাশিত '৫-এ পঞ্চবাণ' দেওয়াল পত্রিকার নবম বর্ষের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এবারের সংখ্যা বন্দেমাতরম্-এর ১৫০ বছর উপলক্ষে উৎসর্গ করা হয়েছে। তমলুক শহরের তাম্রলিপ্ত পৌরসভার পাশে, তমলুক ঘাটাল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রাঙ্গণে দীর্ঘ প্রাচীর জুড়ে (২৪ ফুট বাই ৮ ফুট) সুদৃশ্যভাবে পত্রিকাটি প্রদর্শিত হচ্ছে। '৫-এ পঞ্চবাণ' প্রতি বছর ৬টি সংখ্যা প্রকাশ করে থাকে, প্রতি দু'মাস অন্তর।

এতে নামকরা কবিদের পাশাপাশি নতুন লেখকদের কবিতাও স্থান পায়। প্রতিটি কবিতার সঙ্গে মানানসই হাতে আঁকা ইলাস্ট্রেশন থাকে, যা পাঠকের আগ্রহ আরও বাড়ায়। যুগ্ম সম্পাদক সন্দীপ চক্রবর্ত্তী ও শিব্যেন্দু সরকার জানিয়েছেন, পুরনো সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা আমাদের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এবছর বন্দেমাতরম্-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করা হলো। বর্তমান বিশেষ সংখ্যায় বন্দেমাতরম্-কে কেন্দ্র করে লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রতিটি লেখায় একটি প্রাসঙ্গিক বার্তা রয়েছে। প্রকাশিত লেখকরা হলেন; শুভঙ্কর দাস, রতনতনু ঘাটী, অর্ণব পন্ডা, মধুসূদন ঘাটী এবং সন্দীপ চক্রবর্ত্তী। যুগ্ম সম্পাদকরা বলেন, পত্রিকাটির মাধ্যমে সমাজের প্রতিবিম্ব তুলে ধরার পাশাপাশি অতীতের সংস্কৃতিকে ধারাবাহিকভাবে সকলের সামনে তুলে ধরা আমাদের লক্ষ্য। এই বিশেষ সংখ্যা পাঠক ও সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই চরম আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

মেদিনীপুরে সিভিল ডিফেন্স ডে উপলক্ষে কুচকাওয়াজ ও রক্তদান শিবির

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ ৬ ডিসেম্বর গোটা ভারতবর্ষে পালিত হলো গৃহরক্ষী বাহিনী তথা অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৬৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালীর নেতৃত্বে জেলা পুলিশ লাইন্সে আয়োজন করা হলো কুচকাওয়াজ ও রক্তদান শিবির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তারা এবং গৃহরক্ষী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ। কুচকাওয়াজে বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন।

একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো রক্তদান শিবির, যেখানে ৫৭ জন স্বেচ্ছাসেবক রক্তদান করেন। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো ব্লাড সেন্টারগুলিতে রক্তের সংকট মেটানো এবং গৃহরক্ষী বাহিনীর কাজ ও অবদানকে সম্মান জানানো। এক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, এ লড়াই বাঁচার লড়াই। এই লড়াই আমাদের সকলকে জিততে হবে। প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া সিভিল ডিফেন্স অ্যান্ড হোমগার্ডস ডে পালিত হয়। এটি হোমগার্ড ও সিভিল ডিফেন্স সংস্থাগুলির অঙ্গীকার, ত্যাগ ও অবদানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণ গৃহরক্ষী বাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে আরও সচেতন হয় এবং তাদের সেবামূলক ভূমিকার প্রশংসা করে। রক্তদান শিবির ও কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, সমাজের জন্য কিছু করার সুযোগ পেলেও আনন্দিত হয়েছি।

সীতানন্দ কলেজে পালিত বিশ্ব এইডস্ দিবস

নয়া জামানা, নন্দীগ্রাম ঃ সীতানন্দ কলেজের জাতীয় সেবা যোজনা, রেড রিবন ক্লাব এবং নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার উদ্যোগে পালিত হলো বিশ্ব এইডস্ দিবস। দিবসটি উপলক্ষে সকালেই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সীতানন্দ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেন, হাতে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার ও ট্যাবলো নিয়ে। র‍্যালির মাধ্যমে এইডস প্রতিরোধ, নিরাপদ জীবনযাপন এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। র‍্যালির অংশ হিসেবে লাল রিবন বিতরণ করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যবহুল লিফলেট সরবরাহ করা হয়। নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলা ডেপুটি স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সোমনাথ দাস শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বলেন, এইডস্ নিয়ে সঠিক তথ্য থাকা অত্যন্ত জরুরি। প্রোগ্রাম অফিসার ড. নব কুমার দাশ বলেন, আমরা রোগটি দূরে রাখব, কিন্তু রোগীকে নয়। কারণ সাধারণ জীবনযাপনে এইডস্ সংক্রমণ ঘটে না। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডা. পলাশ কুমার মল্লিক , ডা. দীপাঞ্জনা দাস, প্রফে. নবীন চন্দ্র মাহাতো, ড. সুজয় মন্ডল সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এইডস্ এবং ছজ্জ) বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এই প্রোগ্রামটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করেছেন সংশ্লিষ্টরা। দিবসটি কেবল সচেতনতা বৃদ্ধি করেই থেমে থাকে না, বরং সমাজে ইতিবাচক বার্তা ছড়ানোর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

বিষ্ণুপুরে আমার পাড়া, আমার সমাধান প্রকল্পের সূচনা

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার প্রাচীন পৌর শহর বিষ্ণুপুরে 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' প্রকল্পের আওতায় দুটি ওয়ার্ডে চারটি উন্নয়নমূলক কাজের শুভ সূচনা করা হয়েছে। এই কাজগুলির জন্য ব্যয় হয়েছে ১৩ লক্ষ টাকা, আর ভবিষ্যতে শহরের ৬৪টি বুথে মোট ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে। মহকুমা শাসক ও পৌর চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে স্থানীয় প্রবীণ ও শিশুদের দিয়ে কাজের উদ্বোধন করা হয়। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের দু'নম্বর লেনে ৭ লক্ষ ২৮ হাজার ২৮৪ টাকায় নতুন ড্রেন নির্মাণ করা হবে, আর একই ওয়ার্ডের আদিবাসী পাড়ায় আইসিডিএস কেন্দ্রের কিচেন সেট তৈরি হবে তিন লক্ষ টাকায়। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে কেবিন গোড়ায় সাব্বার সার্ভেল পাম্প ও ওয়াটার ট্যাঙ্ক স্থাপন করা হবে যা প্রত্যেক বাড়িতে জল পৌঁছে দেবে। একই ওয়ার্ডের ভৈরব তলায় যমুনা বাঁধে নতুন স্নানঘাট নির্মাণ করা হবে, যেখানে ঠাকুর বিসর্জনসহ ধর্মীয় কার্যক্রম সহজে সম্পন্ন হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি বুথে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকবে, যা এলাকার মানুষের মতামত অনুযায়ী ব্যয় হবে। এলাকাবাসী নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পেরে বিশেষভাবে আনন্দিত। এই প্রকল্প শহরে নাগরিক অংশগ্রহণ ও স্থানীয় উন্নয়নের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী,চাঞ্চল্য জয়পুরে

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার জয়পুর থানার আশুরালি গ্রামে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। গত রাতে কৃষিজীবী অলোক মন্ডল তার স্ত্রী মুক্তা মন্ডলকে খুন করে আত্মহত্যা করেছেন। স্থানীয়রা আজ সকালে বিষয়টি বুঝতে পারেন, যখন তারা অলোক মন্ডলের বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। পরে দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, মেঝেতে শুয়ে আছেন মুক্তা মন্ডল।

তার পাশেই রক্তাক্ত শাক সবজী কাটার বঁটি পড়ে আছে। মৃতদেহের কপালে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। পরবর্তীতে প্রতিবেশীরা অলোক মন্ডলকে খুঁজতে গিয়ে দেখ তে পান ঘরের চিলেকোঠার কাছে সিঁড়ির রেলিংয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে আছেন তিনি। আশেপাশের প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের ধারণা, কাজ নিয়ে স্ত্রী যখন তাকে খোঁটা দিয়েছিলেন, তখন মানসিকভাবে অসুস্থ অলোক ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীকে হত্যা করেন।

পরে অনুশোচনার কারণে তিনি আত্মহত্যা করেন। জয়পুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করেছেন। ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার সঠিক কারণ জানার জন্য মৃতদেহ দুটি ময়না তদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় পুরো এলাকা শোকাহত এবং তীব্র চাঞ্চল্যের মধ্যে রয়েছে। পুলিশ তদন্তে ব্যস্ত এবং পরবর্তী রিপোর্টের অপেক্ষায় স্থানীয়রা।

অমর রায় খুনে তৃণমূলের অন্দরে প্রকট গোষ্ঠীসংঘাত রবীন্দ্রনাথ,উদয়ন,অভিজিৎ বিতর্কে উত্তপ্ত কোচবিহার

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ তৃণমূল যুব নেতা অমর রায় খুনের তদন্ত ঘিরে কোচবিহারের রাজনৈতিক অঙ্গন কার্যত ফেটে পড়েছে। খুনের ঘটনায় মৃত অমরের পরিবার যে তিনজন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলেছে;তার জেরে সামনে এসেছে তৃণমূলের অন্দরের তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। পরিবারের অভিযোগের পাল্টা সুরে আবার অভিযুক্তদের একাংশ আঙুল তুলেছেন দলেরই অন্য শীর্ষ নেতৃত্বের দিকে। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের ঠিক আগে উত্তেজনার পারদ চড়েছে জেলায়। গত ৯ অগস্ট ডোডেয়ারহাটে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি চালিয়ে খুন করা হয় কোচবিহারের যুব তৃণমূল নেতা অমর রায়কে। পাঁচজন গ্রেপ্তার হয়েছিল, দুইজন পরে জামিনে মুক্ত। পুলিশ প্রথমে জানিয়েছিল এটি 'সুপারি কিলিং'; তবে কার নির্দেশে খুন;সেই প্রশ্ন ওঠে অমরের পরিবার প্রকাশ্যে আসতেই। অমরের মা কুন্তলা রায়; যিনি স্থানীয় তৃণমূল প্রধান;এবং বাবা মহিমচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী, জেলা পুলিশ সুপার ও পুণ্ডিবাড়ি থানায় পাঠানো অভিযোগপত্রে নাম উল্লেখ করেছেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা পরিষদ সদস্য পরিমল বর্মন এবং তৃণমূল নেতা আজিজুল হকের। পরিবারের বক্তব্য, অমর এলাকায় বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন, ফলে বহু মানুষের স্বার্থে আঘাত লেগেছিল। মহিমবাবুর দাবি, রবীন্দ্রনাথ ঘোষদের সঙ্গে বহুদিনের রাজনৈতিক অশান্তি ছিল। অমর বেঁচে থাকলে কেউই কালো কারবার চালাতে পারত না। তাই তাকে খুন করা হয়েছে। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই সাংবাদিক বৈঠক করে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর অভিযোগ; মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে আসার আগে আমাকে ফাঁসানোর চক্রান্ত চলছে। অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। সঙ্গে আরও বিস্ফোরক দাবি;

এই চক্রান্তের পেছনে রয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। অর্থাৎ অমর খুনকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘাত এখন প্রকাশ্যে। পরিমল বর্মন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সম্পর্কের সূত্রে পরিচয় আছে, কিন্তু খুনের সঙ্গে কোনও যোগ নেই। আজিজুল হকের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তদন্ত নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে অমরের পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি সোনম মাহেশ্বরী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্রবধূ হওয়ায় নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। মহিমবাবুর দাবি, প্রথমে তথ্য দিলেও পরে আর কিছুই জানান না। তদন্ত কোন দিকে এগোচ্ছে, জানি না। এই বিতর্কে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী উদয়ন গুহ সংক্ষিপ্ত জবাব দেন; যে বলেছে, সেই উত্তর দেবে। আমি কোনও মন্তব্য করব না। এদিকে ৯ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোচবিহার সফর ঘিরে জেলাজুড়ে আলাদা প্রস্তুতি চলছে। তার আগেই অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। অমরের পরিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে হত্যার 'মূল ষড়যন্ত্রকারীদের' শাস্তির দাবি জানাতে চলেছে। উত্তপ্ত কোচবিহারে এখন নজর;এ মামলার তদন্ত কোন মোড় নেয়।

সুন্দরবনের আদলে কলাবাড়ি চা বাগানে বিশেষ জাল বসাল বনদপ্তর

খাদিমুল ইসলাম, নয়া জামানা, বানারহাট ঃ ডুয়ার্সে চিতাবাঘ,মানুষ সংঘাত কমাতে অভিনব উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণী বিভাগ। সুন্দরবনের মতোই চা বাগানসংলগ্ন শ্রমিক বস্তিকে ঘিরে ফেলা হচ্ছে বিশেষ নিরাপত্তার জাল দিয়ে। কলাবাড়ি চা বাগানের হুলাস লাইন বস্তি এলাকায় শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে এর কাজে। এর আগে বাগান শ্রমিক বস্তি থেকে এক শিশুকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে চিতাবাঘ। বারবার দেখা মিলেছে চিতাবাঘের হামলার। বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়েছে পাঁচটি চিতাবাঘ, তবুও আতঙ্ক কাটেনি শ্রমিক মহলে। সন্ধ্যা নামলেই চা বাগানের ভিতর দিয়ে যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় সুন্দরবন থেকে আনা হয়েছে বিশেষ জাল;যে ধরনের জাল ম্যানগ্রোভ অরণ্য ঘিরে বাঘকে জনবসতিতে ঢুকতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের উদ্যোগে ওই জাল প্রায় ছ'ফুট উচ্চতায় বসানো হচ্ছে। বস্তির সীমানা জুড়ে জালটি মাটির দেড় ফুট নিচ পর্যন্ত পুঁতে দেওয়া হচ্ছে, যাতে

কোনোভাবেই চিতাবাঘ ভেতরে ঢুকতে না পারে। ধাপে ধাপে ডুয়ার্সের অন্যান্য শ্রমিক বস্তিতেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বনদপ্তর। বাগানের শ্রমিক মনোজ মাহাতো বলেন, এই লাইনে চিতাবাঘের হামলা সবচেয়ে বেশি।

একটি শিশুকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছিল। সুন্দরবনের মতো জাল বসানোয় কিছুটা হলেও সুরক্ষিত মনে করছি। বাসিন্দা বিনীতা মিঞ্জের বক্তব্য, আমাদের বস্তিতে প্রায় প্রতিদিনই চিতাবাঘ ঢোকে। একটি গরুকেও মেরে ফেলেছিল। আজ জাল লাগানো শুরু হয়েছে; উদ্যোগ ভালো, তবে এতে সত্যিই চিতাবাঘ আটকানো যাবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েই যায়। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের রেঞ্জার হিমাদ্রি দেবনাথ জানান, ডুয়ার্সে চিতা,মানুষ সংঘাত এখন হাতি,মানুষ সংঘাতের মতোই বেড়েছে। এই বস্তিতে শিশুমৃত্যুর পর পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। সুন্দরবনের পদ্ধতি সফল হয়েছে, তাই পরীক্ষামূলকভাবে এখানে শুরু করা হলো। আশা করছি ফল মিলবে।

মামাশ্বশুরকে 'বাবা' দেখিয়ে নথি! এসআইআর প্রক্রিয়ায় চাঞ্চল্য তুফানগঞ্জে

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ রাজ্যজুড়ে চলা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শুরু হতেই একের পর এক অনিয়মের অভিযোগ উঠে আসছে। এর মধ্যেই তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশরাজা এলাকায় সামনে এসেছে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। অভিযোগ, বছর তিনেক আগে মামাশ্বশুরকে নিজের 'বাবা' দেখিয়ে ভোটার কার্ড-সহ একাধিক সরকারি নথি তৈরি করেছিলেন বিকাশ দাস নামে এক যুবক। এসআইআর যাচাইয়ের সময় ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় সাত বছর আগে বিকাশ দাসের বিয়ে হয় এবং বিয়ের পর থেকেই তিনি ঘরজামাই হিসেবে অমল দাসের বাড়িতে থাকতেন। অমল তাকে ভাগ্নিজামাই হিসেবেই পরিচয় দিতেন। কিন্তু সম্প্রতি এসআইআর ফর্ম পূরণের সময় অমল জানতে পারেন, বিভিন্ন সরকারি নথিতে তিনি 'বিকাশের বাবা' হিসেবে নথিভুক্ত। ক্ষুব্ধ অমল এরপর বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অমল দাসের অভিযোগ, আমার পাঁচটি

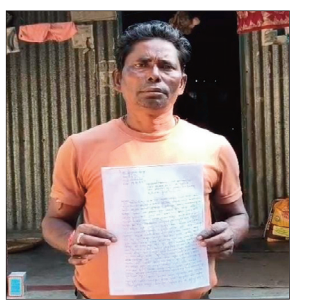

মেয়ে, কোনও ছেলে নেই। অথচ আমাকে বাবা দেখিয়ে ভাগ্নিজামাই বিকাশ নথি তৈরি করেছে। আমাদের মধ্যে কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। এখন ভয় হচ্ছে;এভাবে নথিতে বাবা বানিয়ে কি আমার সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে চাইছে? অভিযোগ সামনে আসতেই বিকাশ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। শনিবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তালা ঝুলছে। স্থানীয় ১/২৬ নম্বর বুথের ভোটার বিকাশ এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছিলেন বলে জানান বুথের বিএলও নিত্যানন্দ রাভা। তিনি বলেন, অমলের অভিযোগের পর যাচাই করে দেখি, সে মামাশ্বশুরকে বাবা দেখিয়ে ফর্ম পূরণ করেছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় জল্পনা বাড়ছে;তাহলে কি বিকাশ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী? গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাখাল দাস বলেন, ২০২৩ সাল থেকে ভোট দিচ্ছে বিকাশ।

র‍্যাশন, আধার;সব নথিই রয়েছে। তাই সন্দেহ হচ্ছে, ও আদৌ ভারতীয় কিনা! ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনাও তুঙ্গে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক অভিযোগ করেন, এসআইআর-এর ভয়ে জাল নথির ঘটনা সামনে আসছে। তৃণমূলের মদত ছাড়া এভাবে জালিয়াতি সম্ভব নয়। সরকারের প্রশ্রয়েই অনুপ্রবেশকারীরা তালিকায় ঢুকেছে। অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সভাপতি নিরঞ্জন সরকার বলেন, বিজেপি মানুষের মধ্যে বিভাজন ছড়াতে চাইছে। প্রশাসন নিরপেক্ষ তদন্ত করবে। কেউ জাল নথি করে থাকলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার জানান, অভিযোগ পেয়েছি, তদন্ত চলছে। মামাশ্বশুরকে 'বাবা' দেখিয়ে সরকারি নথি তৈরির ঘটনা এসআইআর প্রক্রিয়ায় নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বিকাশ দাসের প্রকৃত পরিচয় ও তাঁর উদ্দেশ্য কী; এখন সেই তদন্তের দিকেই তাকিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঘিঞ্জি বামনহাট বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ বামনহাট রেলস্টেশনের লাগোয়া ঘিঞ্জি বাজার;তিন শতাধিক দোকানে ঠাসা কাপড়, মুদিখানা, কাঁচামাল থেকে মাছ বাজার, সবই পাশাপাশি। এমন পরিবেশে ছোট আগুনও মুহূর্তে বড় অগ্নিকাণ্ডে রূপ নিতে পারে। আর সেই আশঙ্কাতেই প্রতিদিন দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা। কারণ, নিকটতম দমকল কেন্দ্রটি রয়েছে দিনহাটায়, প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে। জরুরি পরিস্থিতিতে ইঞ্জিন পৌঁছতে সময় লাগে অন্তত আধ ঘণ্টা। ব্যবসায়ীদের মতে, এতক্ষণে বাজারের বড় অংশই ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্থানীয়দের দাবি, এর আগেও আগুনে পুড়েছে এই এলাকা। কয়েক বছর আগে বামনহাট মাছ বাজারে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায় পাঁচটি দোকান। সম্প্রতি চৌধুরীহাট বাজারেও আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে আরও পাঁচটি দোকান। দু'টি ঘটনাই স্পষ্ট করেছে; দমকল দ্রুত না এলে বাজার বাঁচানো যায় না। এই কারণে বারবারই বাজার কমিটি ও ব্যবসায়ীরা দাবি জানিয়ে আসছেন দিনহাটা-২ ব্লকে একটি স্থায়ী দমকল কেন্দ্র গঠনের। ছোট আগুনও দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে বাজারে স্থায়ী অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থারও জোর দাবি উঠেছে। বাজার কমিটির সভাপতি সুব্রত কুমার সেন বলেন, ঘিঞ্জি বাজারে আগুন লাগলে মিনিটের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে। ব্যবসায়ী রতন সাহা জানান, দিনহাটা থেকে ইঞ্জিন এলেই দেরি হয়ে যায়। বাজারে যদি স্থায়ী অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা থাকে, তাহলে অন্তত প্রথমিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। বামনহাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা নমিতা বর্মন বলেন, ব্যবসায়ীদের দাবি ব্লক প্রশাসনের কাছে পাঠানো হবে। আশা করছি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দিনহাটার একমাত্র দমকল কেন্দ্র দূরে থাকায় প্রতিদিনই অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি বহন করছে ঘিঞ্জি বামনহাট বাজার। ব্যবসায়ীদের একটাই প্রশ্ন;কবে মিলবে আমাদের নিজের দমকল কেন্দ্র? সেই উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন তাঁরা।

বেলাকোবা বটতলা রেগুলেটেড মার্কেটে নতুন হাট সেডের বণ্টন শুরু

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, রাজগঞ্জ ঃ বেলাকোবা বটতলা রেগুলেটেড মার্কেট হাটে নবনির্মিত ২২টি হাট সেডের বণ্টন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল। শনিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেডগুলি ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার,

নারায়ন বসাক, সাফিউল বারি সহ স্থানীয় প্রশাসনের অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। বিধায়ক খগেশ্বর রায় জানান, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে

প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এই নতুন বাজার পরিকাঠামো। দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবসায়ীরা বাজার উন্নয়নের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। নতুন সেড নির্মাণ হওয়ায় প্রায় ২৪০ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিয়মিত দোকান নিয়ে বসতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। নতুন পরিকাঠামো পেয়ে খুশি স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

নেতাজি পাড়ার রাস্তার নামকরণে সন্তুষ্ট ধূপগুড়ির বাসিন্দারা

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে নেতাজি পাড়ার রাস্তার নামকরণে সিলমোহর দিল ধূপগুড়ি পুরসভা। বহু বছর ধরে ৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের দাবি ছিল, নেতাজি পাড়ার রাস্তার সরকারি নাম হোক 'নেতাজী রোড'। সেই দাবি অবশেষে পূরণ হওয়ায় জুড়ে খুশির হাওয়া।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, যদিও এলাকাটি নেতাজি পাড়া নামে পরিচিত, রাস্তা সবাই ডাউকিমারি রোড হিসেবেই জানতেন। এলাকায় নেতাজির নামে ক্লাব ও মঞ্চ থাকায় বহুদিন ধরেই রাস্তাটির নামকরণ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের দাবি উঠেছিল। পুরসভার সিদ্ধান্তে অবশেষে রাস্তাটির সরকারি নাম হলো 'নেতাজী রোড'। স্থানীয় বাসিন্দা

প্রদীপ সরকার বলেন, দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় আমরা খুব খুশি। পুরসভা আমাদের কথা রেখেছে। রাস্তার নামকরণ ও নেতাজি মূর্তি স্থাপনের দাবিও ছিল আমাদের। অন্য বাসিন্দা সন্দীপ দাস জানান, পুরসভার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই। এতদিন ধরে আমরা চাইছিলাম রাস্তাটির একটা স্বীকৃত নাম হোক। এখন সবাইকে আমাদের রাস্তার পরিচয় দিতে সুবিধা হবে। এ বিষয়ে পুর প্রশাসক বোর্ডের প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিং বলেন, এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। গত বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি পাস হয়েছিল। অবশেষে রাস্তার নামকরণ 'নেতাজী রোড' হিসেবে করা হল। পাশাপাশি নেতাজির আবক্ষ মূর্তি বসানোর দাবির বিষয় নিয়ে মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা বলা হবে। রাস্তার নতুন নাম ঘোষণায় এলাকাজুড়ে স্বস্তি ও উচ্ছ্বাস;দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে বাসিন্দাদের মুখে তাই তৃপ্তির হাসি।

নিয়োগে স্বচ্ছতার দাবিতে সরব বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জে অনুষ্ঠিত হল নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সভা। শনিবারের সভায় জেলার বিভিন্ন ব্লক ও মহকুমা থেকে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উল্লেখযোগ্য ভিড় দেখা যায়। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ও অভিনেতা দেবদূত ঘোষ। বক্তৃতায় বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য রাজ্যের বর্তমান তৃণমূল সরকারের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া চালাতে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বহু যোগ্য প্রার্থী ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, এতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্বসহ একাধিক দৃষ্টান্ত তুলে

ধরে বলেন, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অনিয়মের জেরে শিক্ষাক্ষেত্রে আস্থা কমছে সাধারণ মানুষের। সভায় শিক্ষক-সংগঠনের নেতৃত্ব জানান, জেলায় ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিনের শূন্যপদ পূরণ, নিয়োগে স্বচ্ছতা ও দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জোরালো হয়। বক্তারা জানান, শিক্ষক সমাজের অধিকার রক্ষায় তারা আরও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সভা শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে তিন দফা দাবি জানানো হয়; রাজ্যজুড়ে শিক্ষক নিয়োগে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা, অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ, শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনে জরুরি সরকারি হস্তক্ষেপ। সংগঠনের হুঁশিয়ারি; স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত নিয়োগ ব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

জলদাপাড়ায় চালু ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম

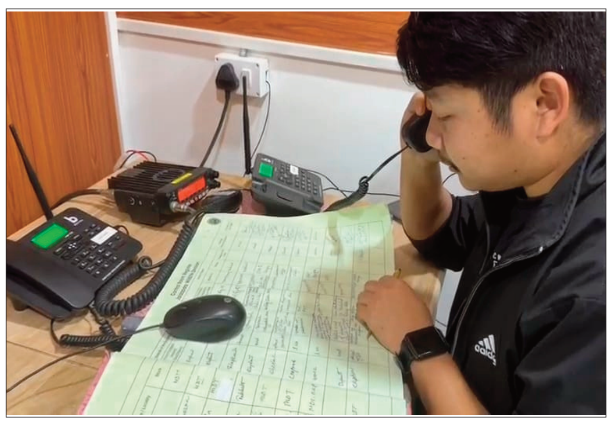

লিপিকা মৈত্র, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে মানুষ,বন্যপ্রাণী সংঘাত কমানো এবং বন্যপ্রাণী পাচার রোধে বড় উদ্যোগ নিল বন দফতর। উদ্যান জুড়ে নজরদারি বাড়াতে ও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সমন্বয় নিশ্চিত করতে বৃহস্পতিবার চালু করা হল অত্যাধুনিক ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম। নতুন কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে উদ্যান এলাকার সমস্ত রেঞ্জ, বিট অফিস ও বনকর্মী দলকে একীভূত রেডিও টেলি-কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে হাতির হানা বা অন্য কোনও সংঘাতের সময় তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ও দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া আরও সহজ হবে বলে জানান বনকর্তারা। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য চালু হচ্ছে দুটি বিশেষ হেল্পলাইন নম্বরও। হাতি-মানুষ সংঘাত, বন্যপ্রাণীর অস্বাভাবিক গতিবিধি কিংবা কোনও সন্দেহজনক ঘটনা দেখলেই ওই নম্বরে ফোন করলে কন্ট্রোল রুম থেকে নিকটবর্তী টহলদলকে মুহূর্তে পাঠানো হবে। উদ্যানের গুরুত্বপূর্ণ হাতির করিডর এলাকায় বসানো হয়েছে ৩০টি উচ্চক্ষমতার সিসিটিভি ক্যামেরা। ২৪ ঘণ্টার নজরদারিতে বন্যপ্রাণীর চলাচল ছাড়াও বেআইনি অনুপ্রবেশ বা সম্ভাব্য শিকারচক্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। বন দফতরের মতে, এই প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় নতুন দিশা দেবে। জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কের ডিএফও প্রবীণ কাশওয়ান জানান, জলদাপাড়া অত্যন্ত সংবেদনশীল বন্যপ্রাণ এলাকা। একশৃঙ্গ গন্ডার, বাইসন, সম্বর থেকে হাতি;বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী রক্ষায় বহু অ্যান্টি-পোচিং ক্যাম্প ও নিয়মিত টহলদল কাজ করছে। প্রয়োজনে ড্রোনও ব্যবহার করা হয়। তিনি আরও বলেন, এলাকায় হাতির সংখ্যা বেশি। ফলে সংঘাতের আশঙ্কাও তুলনামূলক বেশি। দিনে-রাতে মোট প্রায় ২৫টি দল নজরদারিতে থাকে। এই সমস্ত কাজকে আরও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যেই কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। নতুন উদ্যোগে মানুষ ও বন্যপ্রাণী;উভয়ের সুরক্ষা আরও মজবুত হবে বলেই আশা বন দফতরের।

বৈরাগীরহাটে তৃণমূলের মিছিলে হামলার অভিযোগ

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ মাথাভাঙা ১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা শনিবার জুড়ে রীতিমতো রাজনৈতিক উত্তেজনায় ফুঁসেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলে বিজেপির হামলার অভিযোগ ওঠায় তপ্ত হয়ে উঠেছে গোটা অঞ্চল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৯ ডিসেম্বরের কোচবিহারের সভাকে সফল করতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি বৃহৎ মিছিল বেরোয়। একই সময় এলাকায় ছিল বিজেপিরও একটি কর্মসূচি। তৃণমূলের দাবি, সেই সময়ই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে মিছিলে অতর্কিত হামলা চালায়। আচমকা ঘটে যাওয়া আক্রমণে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যান একাধিক তৃণমূল কর্মী। আহতদের মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনজন এখনও চিকিৎসাধীন। দলের অভিযোগ, বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই মরিয়া হয়ে হামলার পথ বেছে নিয়েছে। তবে বিজেপি এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের পাল্টা বক্তব্য, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং বিশৃঙ্খলাকে আড়াল করতেই বিজেপির নামে মিথ্যে অভিযোগ চাপানো হচ্ছে। তাদের দাবি, এ সবই তৃণমূলের রাজনৈতিক নাটক। ঘটনার পর আরও উস্কে যায় উত্তেজনা যখন বিজেপি বিধায়ক বরেন বর্মন মাথাভাঙা থানায় পৌঁছন। খবর পেতেই থানার সামনে জড়ো হন তৃণমূল কর্মীরা এবং তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। বিধায়কের গাড়িকে ঘিরে ধরে চলতে থাকে 'সন্ত্রাস মদত'-এর অভিযোগে স্লোগান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

পানিট্যাঙ্কি ফ্লাইওভারের মাদক কাণ্ডে নতুন মোড়, গ্রেপ্তার মূল ডিলার

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ পানিট্যাঙ্কি ফ্লাইওভারের মাদক পাচার কাণ্ডে ফের গ্রেফতার। ছাত্র নেতা সুরজিৎ সাহার ধরা পড়ার পর এবার খড়িবাড়ি থানার পুলিশের জালে মূল চক্রের অন্যতম মাথা ধনেশ্বর সিংহ ওরফে মদন। ঘটনায় নতুন মোড় এনে সীমান্তজুড়ে সক্রিয় বড় মাদক নেটওয়ার্কের হদিশ মিলছে বলে তদন্তে দাবি কর্তৃপক্ষের। কয়েকদিন আগে ফ্লাইওভার এলাকায় মাদক হাতবদলের সময় এস এসবির হাতে পাকড়াও হয় তৃণমূল ছাত্র নেতা সুরজিৎ সাহা।

তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১০২ গ্রাম মরফিন। তদন্তে নেমেই সামনে আসে ধনেশ্বর সিংহের নাম;সীমান্ত এলাকায় বসে যিনি দীর্ঘদিন ধরে একটি বড় মাদক চক্র পরিচালনা করতেন বলে অভিযোগ। গতকাল গভীর রাতে বিশেষ অভিযান চালায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। পানিট্যাঙ্কি এলাকা থেকেই গ্রেফতার করা হয়

ধনেশ্বরকে। পুলিশের দাবি, ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য-প্রমাণ মিলেছে এবং সুরজিৎ সাহার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। আজ ধনেশ্বর সিংহকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ তার রিমান্ডের আবেদন জানাতে চলেছে, যাতে গোটা চক্রের অন্যান্য সদস্য, রুট এবং লেনদেন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতেকলমে পাওয়া যায়।

টানা গ্রেফতারি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলে সক্রিয় মাদক রুট ভেঙে দিতে তদন্ত আরও তীব্র করা হবে।

Naya Jamana....26 June....adddddddd_Layout 1 07-12-2025 05:04 Page 10

নজর মতুয়া ভোটে ঃ কৃষ্ণনগরে সিএএ শুনানিতে তুফান, ডিসেম্বরেই রানাঘাটে আসছেন মোদি

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রস্তাবিত সফরের আগেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে কৃষ্ণনগরে নড়েচড়ে বসল কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলায় এসআইআর চালু হওয়ায় মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মতুয়া ভোটব্যাঙ্কে বিজেপির প্রতি যে আস্থা কিছুটা হলেও কমেছে, তা স্পষ্ট। সেই ক্ষোভ প্রশমিত করে ভাঙা মন জোড়া দিতে সিএএ-কেই শেষ অস্ত্র হিসেবে দেখছে সংশ্লিষ্ট মহল। আগামী ২০ ডিসেম্বর রানাঘাটে সভা করার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এই রানাঘাটকে 'মতুয়াগড়' বলেই জানে সবাই। এসআইআর চালু হওয়ার পর এখানকার বহু মানুষ এখন উৎকণ্ঠায় প্রহর গুনছেন। এই অবস্থায় মমতার সভার পর মোদির সভা ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক কৌশল।

এই কৌশলের প্রধান হাতিয়ার সিএএ। মনে করা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী তার সভায় নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়ে জোর দিতে পারেন। মতুয়াদের মন জয়ে দ্রুত নাগরিকত্বের কার্ড হাতে তুলে দিতেই কৃষ্ণনগরে সিএএ শুনানিতে গতি বাড়ানো হল। অতিরিক্ত আবেদনের চাপ সামলাতে কৃষ্ণনগর হেড পোস্ট অফিসকেও শুনানির জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। এতদিন শুধুমাত্র পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের সুপারিনটেনডেন্ট অফিসেই শুনানি চলত। সেখানে প্রতিদিন গড়ে ৪২-৪৫টি আবেদনের শুনানি হত। এসআইআর চালুর পর আবেদনের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। জানা গিয়েছে, জেলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ২৩ হাজার সিএএ আবেদনকারীর শুনানি বাকি। মাত্র ২ হাজার জনের শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। এই বিপুল চাপ সামলাতেই হেড পোস্ট অফিসে নতুন করে শুনানির টেবিল বসানো হবে। সেখানে নতুন অফিসার এবং ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) অফিসারদের নিয়োগ করা হচ্ছে।তবে এই গোটা প্রক্রিয়ায় জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে যুক্ত না করায় তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। চলতি বছরের মে-জুন মাস থেকে নদিয়া জেলায় সিএএ'র শুনানির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শুনানিতে আবেদনকারীদের হলফনামা জমা দিতে হচ্ছে, যেখানে তাঁদের বাংলাদেশ থেকে আগত বলে উল্লেখ থাকছে। অন্যান্য নথির সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শংসাপত্রও দিতে হচ্ছে।আবেদনকারীরা যথাসময়ে নাগরিকত্বের কার্ড পাবেন কিনা, তা নিয়ে অবশ্য সংশয় রয়েছে। এরই মধ্যে গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মতো চালু হয়েছে এসআইআর।

বহু মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই প্রবণতা বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতাদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীকে এনে নতুন করে নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়ে বিজেপি 'জিগিড় তুলবে' বলে অভিযোগ বিরোধীদের। চাপড়ার তৃণমূল বিধায়ক রুকবানুর রহমান বলেন, ভোটের আগে মানুষকে ভুল বোঝাতে সিএএ নামক গাজর ঝোলাচ্ছে বিজেপি। কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সহ-সভাপতি রঞ্জন অধিকারী অবশ্য জানিয়েছেন, আমরা সিএএ শিবিরের উপর জোর দিয়েছি, যাতে বেশি সংখ্যক মানুষ নাগরিকত্বের কার্ড পান। রানাঘাটে প্রধানমন্ত্রীর সভার আগে কৃষ্ণনগরে সিএএ শুনানির গতি বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে মতুয়া ভোট টানার ক্ষেত্রে বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বাংলাদেশ বিজয়ের পথে প্রাণ দিলেন যারা, মাথাভাঙ্গা নদীর পারে এক টুকরো নীরব ইতিহাস

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। এটি ছিল ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব দিন। এই দিনই প্রথম দেশ হিসেবে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। লোকসভার অধিবেশনে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন। সেই মুহূর্তে লোকসভার সদস্যরা উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণাকে স্বাগত জানান। একইসঙ্গে অধিবেশনে 'জয় বাংলা' স্লোগান ও হর্ষধ্বনি উচ্চারিত হয়। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানি স্বৈরাচারী ও গণহত্যা-নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। তিনি জানান, বাংলাদেশের নতুন সরকার 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' হিসেবে অভিহিত হবে। তিনি বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক সংবর্ধনা ও অভিবাদন জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, শিগগিরই আরও অনেক রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। এই ঐতিহাসিক স্বীকৃতির দিনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছিল সীমান্তবর্তী নদিয়া জেলাতেও। এদিন নদিয়ার ভারত-বাংলাদেশ গেদে সীমান্ত দিয়ে আক্রমণ করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর গুলিতে ভারতের ছয়জন সেনা কর্মীর মৃত্যু হয়। তাঁদের মৃত্যু ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের এক করুণ ইতিহাস। বর্তমানে কৃষ্ণগঞ্জের খাল বোয়ালিয়া মোড়ে মাথাভাঙ্গা নদীর ধারে তাঁদের সমাধি রয়েছে। মল্লিকদের আম বাগানে

সারিবদ্ধভাবে এই শহিদদের সমাধি দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন এই সমাধিস্থলটি মানুষের আড়ালে ছিল। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মীরা এই বিশেষ দিনে সমাধিস্থলটি পরিষ্কার করে শ্রদ্ধা জানান। জানা যায়, সেনা চলে যাওয়ার পর কোনও এক ভুলের কারণে এই সমাধিস্থলটি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। মুক্তির পথে নদিয়ার তেহট্ট ক্যাম্পও ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এর আগের দিন মেহেরপুর শহর মুক্ত করার জন্য তেহট্ট ক্যাম্প থেকে ৫১ জন মুক্তিযোদ্ধা অভিযান শুরু করেন। এই দিনই মেহেরপুর শহর হানাদার মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' স্লোগানে মেহেরপুর শহরে প্রবেশ করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বীকৃতির ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই সিদ্ধান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানানো হয়। ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তারবার্তায় ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ জানান। তাঁরা বলেন, ভারতের এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত তাঁদের বিজয়ের পথে অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়েছে। এই সমর্থন ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মুক্ত করল। ভারতের স্বীকৃতির পাঁচ ঘণ্টা পরেই পাকিস্তান সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে ভারতের সঙ্গে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। তারা এটিকে ভারতের চরম বিদ্বেষ ও পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন বলে অভিহিত করে। তবে আন্তর্জাতিক মহলে ভারত স্বীকৃতি দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই ভুটানও তারবার্তার মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ৬ ডিসেম্বর এই দিনে ফেনী, যশোর, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ ও লালমনিরহাট হানাদারমুক্ত হয়। ঝিনাইদহ ছেড়ে যশোরের পাকিস্তানি নবম ডিভিশনের সৈন্যরা মাগুরার দিকে পালিয়ে যায়। ঝিনাইদহ শহরও হানাদার মুক্ত হয়। পাকিস্তানি পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ নিয়াজি হানাদার বাহিনীকে ঢাকা রক্ষার নির্দেশ দেন। কিন্তু ততক্ষণে ঢাকা-যশোর সড়ক মিত্রবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর আক্রমণে সুনামগঞ্জেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পালিয়ে যায়।

নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র নানুর ! খুন হল তৃণমূল বুথ সভাপতি, আটক একাধিক

রুম্পা দাস,নয়া জামানা,বীরভূম ঃ নবান্ন উৎসব ও অন্নপূর্ণা পূজার চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে দুই তৃণমূল গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হল নানুরের পাতিসারা গ্রাম। এই সংঘর্ষেই মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় তৃণমূল বুথ সভাপতি রাজবিহারী সর্দার (৫৮)-এর। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। ইতিমধ্যেই পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করার পর গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আসন্ন নবান্ন উৎসব উপলক্ষে পাতিসারা গ্রামে অন্নপূর্ণা পূজার আয়োজন করা হচ্ছিল। শুক্রবার রাতে সেই পুজোর চাঁদা তোলা নিয়েই দুই পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। পরে তা রূপ নেয় তীব্র সংঘর্ষে। পাতিসারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন এলাকায় লাঠি, বাঁশ, লোহার

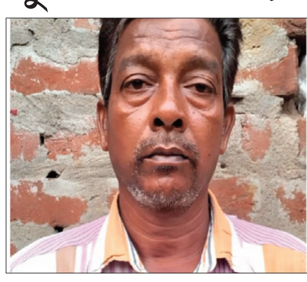

রড নিয়ে একে অপরের ওপর চড়াও হয় দুই পক্ষের মানুষজন। সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন বুথ সভাপতি রাজবিহারী সর্দার। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হলে পরে তাঁর মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে রয়েছেন সুকুমার মেটে, ধূলা মেটে, নয়ন মেটে ও হিরু মেটে। পরিবার ও গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন, কেরিম খান গোষ্ঠীর লোকজন হঠাৎই কাজল শেখের সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। এরপরই উভয়পক্ষের মধ্যে মারপিট শুরু হয়। ঘটনার পর শনিবার সকাল থেকেই গ্রাম জুড়ে থমথমে পরিবেশ। নতুন করে উত্তেজনা এড়াতে গ্রাম জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সংঘর্ষের নেপথ্যে কারা ছিল ও কী কারণে উত্তেজনা ছড়াল, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

নরকবাস শেষে স্বভূমে ফিরছেন সোনালি বিবি

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ দীর্ঘ ছয় মাসের দুঃস্বপ্ন অবশেষে শেষ হলো। দীর্ঘ আইনি লড়াই, প্রশাসনিক দৌত্য এবং তীব্র মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা পার করে অবশেষে স্বদেশের মাটিতে ফিরলেন বীরভূমের সোনালি বিবি। সঙ্গে ছিল তাঁর আট বছরের সন্তান সাবির। গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ মালদহের মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে তাঁদের ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয় বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)। আড়াই মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যিনি পুশব্যাক হয়েছিলেন, সেই ঘরের মেয়ে সোনালি বিবিকে ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে তাঁর বাপের বাড়ি বীরভূমের পাইকর গ্রাম। বীরভূমের মুরারই এলাকার প্রত্যন্ত জনপদ পাইকরের দর্জিপাড়ায় উৎসবের আবহ। সোনালি দেশে ফিরছেন, এই খবর পৌঁছাতেই স্বস্তির বন্যা গোটা জেলায়। তবে আবেগ বাঁধ ভেঙেছিল তাঁর সীমান্ত পেরোনোর ঠিক আগেই। প্রতিবেশী যুবক মফিজুল ইসলাম আইনি সহায়তা ও এই প্রত্যাবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। তিনিই সোনালীর মা জ্যোৎস্না বিবির সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার ব্যবস্থা করে দেন। মেয়েকে দেখেই অঝোরে কেঁদে ওঠেন মা। কয়েক মিনিট ধরে শুধু অশ্রু ঝরিয়ে চলেন জ্যোৎস্না বিবি। মাকে দেখে কাঁদতে থাকেন সোনালিও। মা-মেয়ের এই দৃশ্য দেখে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি গ্রামের মানুষ। সোনালিদের অপরাধ কী ছিল? বীরভূমের পাইকর থেকে তাঁরা দিল্লি পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে স্বামী দানিশ শেখের সঙ্গে ভাংরি কেনাবেচা করে পেট চালাচ্ছিলেন। বাংলাদেশি সন্দেহে দিল্লি পুলিশ গত ১৮ জুন তাঁদের আটক করে। সোনালির বাবা ভাদু শেখ ভারতীয় নাগরিক। তবুও বাংলা ভাষায় কথা বলার 'অপরাধে' তাঁদের হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। যদিও সেসব অস্বীকার করে ২৬ জুন তাঁদের পুশব্যাক করে দেওয়া হয়। পরে এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মোদি সরকারের কড়া সমালোচনা করেছিল। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছিল, বাবা ভারতীয় নাগরিক হলে সন্তান কীভাবে বিদেশি হন? পুশব্যাক হওয়ার পর আড়াই মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালিকে চরম কষ্টের মুখে পড়তে হয়। অসম সীমান্তের কুড়িগ্রাম থেকে গভীর রাতে তাঁদের জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী দু'মাস ছিল শুধুই পালানো আর লুকিয়ে থাকা। বাংলাদেশে তাঁদের ভিক্ষা করে দিন কাটাতে হয়েছে। সবদিন তিনবেলা খাবারও জোটেনি। দীর্ঘ কষ্টের পর গত ২০ আগস্ট তাঁরা বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। এরপর ঠিকানা হয় জেল। মফিজুল জানান, গত ১ ডিসেম্বর দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর তাঁদের জামিন মেলে। ডাক্তার দেখিয়ে জানা যায়, সোনালির শরীরে রক্তের ঘাটতি এবং চরম অপুষ্টি রয়েছে। এই মুহূর্তে সোনালি যেকোনো মুহূর্তে সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। সোনালীর একটাই আকাঙ্ক্ষা, তাঁর সন্তান যেন এই ভারতের মাটিতে পৃথিবীর আলো দেখে। বর্তমানে মালদহের মহদিপুর সীমান্ত থেকে ফিরিয়ে আনার পর মা ও শিশুকে মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, আইনি প্রক্রিয়া ও বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার সমস্ত দায়িত্ব প্রশাসনই নেবে। আপাতত বীরভূমের মুরারইয়ের পাইকর গ্রামের মানুষ তাকিয়ে আছেন সোনালী ও তাঁর সন্তানের সুরক্ষিত প্রত্যাবর্তনের দিকে।

হেরে যাওয়া বিধানসভা উদ্ধারে চ্যালেঞ্জ ! তাপস ঘোষের নেতৃত্বে তৈরি রানাঘাটের রণকৌশল

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ তৃণমূলের রদবদলের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে গেল ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল। বিজেপিকে ধরাশায়ী করে, হেরে যাওয়া বিধানসভা দখলে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন প্রবীণ তৃণমূল নেতা তাপস ঘোষ। শনিবার শান্তিপুরে এসসি-ওবিসি ব্লকের সভায় তিনি বার্তা দিলেন, তিনি দলের কর্মী হিসেবেই কাজ করবেন। দল তাঁকে যেভাবে কাজে লাগাবে, তিনি সেইভাবেই কাজ করতে প্রস্তুত। নদিয়ার দক্ষিণ তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক তাপস ঘোষ শনিবার শান্তিপুরের ফুলিয়ায় এক সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে আসেন। সভায় তিনি নানা বক্তব্য রাখেন। এ বছর উল্লেখ্য, তৃণমূলের রাজ্যস্তর থেকে, জেলা স্তর এমনকি ব্লকস্তর পর্যন্ত নানা পরিবর্তন আনা হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, পুরনোদের দলে ফেরাতে এবং নতুন ও পুরনোদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম তৃণমূল কংগ্রেসের হাতছাড়া হওয়া রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা। গত কয়েক বছরে রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে টাউনশিপ গ্রাম পঞ্চায়েত ও নদিয়ার শান্তিপুর

পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া হয়েছে। তবে কি দলে যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কি কোনও খামতি ছিল? এমন প্রশ্নই উঠে আসছে। এই বছর রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রের শান্তিপুর ব্লক বি সভাপতি পদে নতুন মুখ আনা হয়েছে। সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন টাউনশিপ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান উৎপল বসাক। এছাড়াও আইএনটিটিইউসি ব্লক বি-তে বসানো হয়েছে অজয় ঘোষকে এবং এসসি ওবিসি ব্লকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুদীপ প্রামাণিককে। এদিনের সভায় সুদীপ প্রামাণিককে উত্তরীয় পরিয়ে এবং ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান একাধিক কর্মীরা। তাপস ঘোষ সভা থেকে দাবি করেন, সবাই যদি সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করে, তাহলে হয়তো এই বিধানসভা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা নিয়ে প্রবীণ তৃণমূল নেতৃত্ব তাপস ঘোষ ছুঁড়ে দিলেন চ্যালেঞ্জ। তাঁর দাবি, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের দখলে থাকবে রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা।

ভারতীয় জাল নোট উদ্ধার নদীয়ার ভীমপুরে

নিপ্পন বিশ্বাস,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ভীমপুর থানার বাজার এলাকাগুলোতে কিছুদিন যাবত প্রায়শই জাল টাকা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে উদ্ধার হচ্ছিল। স্থানীয় সাধারণ মানুষ অনেকেই জাল টাকা বিভিন্ন লেনদেনের সময় হাতে পাচ্ছিলেন। সেই ঘটনার তদন্তে ভীমপুর থানায় সদ্য যোগদান করা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রূপেশ বিশ্বাস বেশ তৎপরতার সাথে বিষয়টি দেখছিলেন। আজ ইংরেজি ০৬-১২-২০২৫ সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, ভীমপুর থানার সদ্য যোগদান করা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রূপেশ বিশ্বাস, থানার সাব-ইন্সপেক্টর সাকিল ওয়াহেদুর রহমানকে তথ্যটির পক্ষে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। সূত্র মোতাবেক, সাব-ইন্সপেক্টর সাকিল ওয়াহেদুর রহমান সহ ভীমপুর থানার অন্যান্য

ফোর্স ভীমপুর ঝোড়পাড়ায় রেইড করেন এবং দেবব্রত বিশ্বাস, বয়স ৪৫, পিতা মৃত বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস সাং ভীমপুর মাস্টার পাড়া, থানা ভীমপুর, জেলা নদিয়া নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে। এরপর স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সমস্ত আইনগত বিষয়গুলি মেনে উক্ত ব্যক্তিকে সার্চ করা হয়। সার্চে তিনটি ৫০০ ভারতীয় টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়। এরপর উক্ত ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করা হয়। নির্দিষ্ট ধারায় ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভীমপুর থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

রানাঘাটে সেলাই মেশিন প্রদান কর্মসূচি

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ রানাঘাট লোকসভার বিজেপি সাংসদ মাননীয় জগন্নাথ সরকার ও ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে রানাঘাট শহরের ৮৭ নং রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভার অন্তর্গত রাধানগর দুর্বার সংঘ ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত হলো একটি সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের আত্মনির্ভর ভারত ভাবনাকে বাস্তবের রূপ দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য স্থানীয় দর্জি ও স্বনির্ভর মানুষদের আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

বিধায়ক পার্থসারথি চ্যাটার্জি, নদিয়া জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদকগণ আশীষ বরুল, বিমান বসু, দীপক দে, এলাকার কাউন্সিলর। অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন শ্যামাপদ বিশ্বাস, এছাড়াও অন্যান্য বিজেপি কর্মকর্তারা। কর্মসূচির মঞ্চে সাংসদ জগন্নাথ সরকার বার্তা দেন, জনপ্রিয় নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কাউকে পরনির্ভরতা বা দলনির্ভর হওয়ার কথা বলেন না, তিনি আত্মনির্ভর হওয়ার কথা বলেন। ভারতীয় জনতা পার্টি যা বলে, সেটা করে দেখায়। এটাই বিজেপি দলের সঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রধান পার্থক্য।

মমতার সফর ঘিরে জেলায় প্রস্তুতি তুঙ্গে

শিবম দেবনাথ,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিসেম্বরেই আসছেন নদিয়ায়। মালদা সফরের পরই শুরু হচ্ছে তাঁর এই জেলা সফর। ২০২৬-এর নির্বাচনের ভিত্তি আরও জোরালো করাই এই সফরের প্রধান লক্ষ্য। জেলার কৃষ্ণনগরে তিনি একটি জনসভা করবেন। জনসভার স্থান নির্ধারিত হয়েছে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠ। এই সভাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি তুঙ্গে। জনসভার প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে শনিবার সকালে মাঠ পরিদর্শনে আসেন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষরা। পুলিশের এডিজি সাউথ বেঙ্গল-সহ অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চ স্থাপনা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবেশ ও নির্গমন পথ

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। জেলা পুলিশ সুপারও পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে সব দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে কোনও রকম নিরাপত্তা জনিত ত্রুটি যেন না থাকে, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন ও পুলিশ যৌথভাবে শীঘ্রই চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক বৈঠক করবে। এই পরিদর্শনই প্রমাণ করে, রাজ্য প্রশাসন এই সভাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে। এই ডিসেম্বরের সভাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগর শহর জুড়ে এখন থেকেই চরম উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, মুখ্যমন্ত্রী এই সভা থেকে দলীয় কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবেন। যা আগামী ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের রূপরেখা তৈরি করবে। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে সামনে রেখে জেলার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি এসেছে। স্থানীয় মানুষ এবং তৃণমূল কর্মীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাঁর ভাষণ শোনার জন্য। এই জনসভা কেবল একটি রাজনৈতিক ইভেন্ট নয়, এটি ২০২৬-এর দিকে তাকিয়ে নদিয়ার সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ হতে চলেছে।

ইংলিশ বাজার চক্রের উদ্যোগে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন

তনয় কুমার মিশ্র, নয়া জামানা, মালদা ঃ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস হলেও, একাধিক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে শনিবার মালদার শুভঙ্কর শিশু উদ্যানে দিনটি বিশেষ ভাবে উদযাপন করল ইংলিশ বাজার শহর ও শহর ১ চক্র। দুই চক্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মোট ৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা অংশ নেন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কেক কাটার মাধ্যমে। এরপর দিনভর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং যোগব্যায়াম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সবচেয়ে নজর কাড়ে যখন দুইজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সাংকেতিক ভাষা (সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ)

ব্যবহার করে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে। শিশুরা পার্কে খেলাধুলার মাধ্যমে দিনটি দারুণ উপভোগ করে। এমন আনন্দদায়ক উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অভিভাবক-অভিভাবিকারা উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের শেষে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইংলিশ বাজার শহরের পৌর পিতা শ্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী এবং সর্বশিক্ষা মিশনের ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার শ্রী সন্দীপ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সর্বশিক্ষা মিশনের আইইডি কোঅর্ডিনেটর শ্রী পঙ্কজ কুমার দাস।

আইইডি কোঅর্ডিনেটর শ্রী পঙ্কজ কুমার দাস জানান, ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস থেকে সপ্তাহব্যাপী জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সমগ্র শিক্ষা মিশন ও শিক্ষা দপ্তর একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবেই শহর ও শহর ১ চক্র প্রায় ৫০ জন শিশুকে নিয়ে সারাদিন ধরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই দিনটি পালন করল। অনুষ্ঠানে দুই সার্কেলের আধিকারিক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্পেশাল এডুকেটর ও শিক্ষাবন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।

বাড়ি ফেরার সময় কান্নাজড়া কণ্ঠে অভিষেক মমতাকে ধন্যবাদ জানালেন সোনালী

নয়া জামানা,মালদহ ঃ বাংলাদেশে আট মাসেরও বেশি সময়ের অনিশ্চয়তা, জেলবন্দি জীবন আর অমানবিক অভিজ্ঞতার পর অবশেষে নিজের দেশে ফিরেছেন বীরভূমের সোনালী খাতুন। শুক্রবার ইংলিশবাজারের মহদীপুর সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরেন তিনি।শনিবার বাড়ি যাওয়ার সময় মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আক্ষেপ মেশানো স্বস্তির সুরে নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনান তিনি।

সোনালীর কথায়, বাংলাদেশে খুব কষ্টে ছিলাম। ভারতে ফিরে আসতে পেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ জানাই। তাদের জন্যই আজ বাড়ি ফিরতে পারলাম। দিল্লি পুলিশের অমানবিক অত্যাচার কোনদিন ভুলতে পারব না।আমরা বারবার অনুরোধ করেছিলাম তবুও বিএসএফকে দিয়ে আমাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।আর দিল্লি যাব না কোনওদিন।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,বাংলা ভাষায় কথা বলাকে কেন্দ্র করে গত জুন মাসে দিল্লি পুলিশ সোনালীকে আটক করে। পরে তাকে বিএসএফের মাধ্যমে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সংশোধনাগারে টানা ১০১ দিন বন্দি ছিলেন তিনি।সেই সময় তার আট বছরের সন্তানও ছিল পাশে।

নানা কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রচেষ্টার পর অবশেষে তাদের দেশে ফেরানো হয়। খবর পেয়ে মালদহে ছুটে আসেন সোনালীর বাবা ভোদু শেখ।দীর্ঘদিন পর মেয়ে ও নাতিকে সুস্থ অবস্থায় দেখে আবেগে চোখ ভিজে ওঠে তার।

শনিবার মালদহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছাড়পত্র পেয়ে বীরভূমের উদ্দেশে রওনা দেন সোনালী ও তার ছেলে।দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর দেশে ফিরে এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস সোনালীর, কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি এখনও তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে উত্তাল চাকুলিয়া, কংগ্রেস নেতার আহ্বানে মিছিল

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণীত ওয়াকফ আইনের বিরোধিতা করে উত্তর দিনাজপুর জেলায় বৃহত্তর গণপ্রতিবাদের ডাক দিয়েছেন জেলা কংগ্রেস নেতা আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর)। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র একের পর এক সংবিধান-বিরোধী আইন প্রণয়ন করে চলেছে। তারই প্রতিবাদে রবিবার চাকুলিয়ার কানকি বাসস্ট্যান্ড থেকে মনোরা পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

শনিবার ইসলামপুরে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে ভিক্টর অভিযোগ করেন যে, ওয়াকফ আইনের মাধ্যমে কেন্দ্র দেশের মানুষের জমির মালিকানা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে, যা সম্পূর্ণ অনায্য। তিনি এই আইনকে কেন্দ্রের ‘আগ্রাসী সিদ্ধান্ত’ বলে কটাক্ষ করেন। রমজ জানান, এই প্রতিবাদ কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নয়, বরং এটি সংবিধান রক্ষার

লড়াই। তিনি সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, এমনকি শাসকদলের কর্মীদেরও মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে তিনি ওয়াকফ এবং এসআইআর (SIR) নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের দ্বিমুখী অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার প্রথমে বিরোধিতা করলেও শেষে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের কাছে নতি স্বীকার করেছে। এছাড়াও, তিনি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের ঘটনায় বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে সরব হন। ভিক্টর অভিযোগ করেন, ওই নেতা বাবরি মসজিদের নামে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরির অপচেষ্টা করছেন এবং এর পেছনে রাজ্য সরকারের নীরব ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। রবিবারের এই প্রতিবাদ মিছিলকে কেন্দ্র করে এলাকায় ইতিমধ্যেই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছে, তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবেই এই প্রতিবাদ জানাবে।

দাম্পত্য অশান্তির জেরে লাইভ ভিডিও করে আত্মঘাতী যুবক

নয়া জামানা,হরিশ্চন্দ্রপুর ঃদাম্পত্য কলহের জেরে সামাজিক মাধ্যমে লাইভ করেই আত্মহত্যা করলেন এক যুবক।মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কালিতলা মোবারকপুর এলাকার বাসিন্দা দুর্লভ সাহা পেশায় স্থানীয় একটি শোরুমের কর্মী ছিলেন।পরিবার সূত্রে জানা যায়, কয়েক বছর আগে মৌসুমী সাহার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। দুই সন্তানের জন্মের পরও তাদের সম্পর্কে অশান্তি ক্রমশ বাড়ছিল। পরিবারের দাবি,বিবাহ বিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে মৌসুমী সাহা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই তিনি চাঁচলে ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন।দূরত্ব বাড়তে থাকে দু'জনের মধ্যে।সেই থেকেই দাম্পত্য টানাপোড়েন তীব্র হয় বলে অভিযোগ পরিবারের।শুক্রবার রাতে আচমকাই সামাজিক মাধ্যমেই লাইভ শুরু করেন দুর্লভ।সেখানে নিজের

অভিমান ও মানসিক যন্ত্রণার কথা বলতে বলতে শেষমেশ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তিনি। আচমকা এই ঘটনায় স্তম্ভিত পরিবার ও প্রতিবেশীরা।মৃত যুবকের কাকু অরণ্য সাহার দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক চাপে ছিলেন দুর্লভ।দাম্পত্য বিবাদই তাঁকে এই পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

ভিনরাজ্যে টাওয়ার থেকে পড়ে মালদহের যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নয়া জামানা,পুরাতন মালদহ ঃ ভিনরাজ্যে পরিযায়ন যেন মালদহের বহু পরিবারের অন্নের টিকিট আর সেই সংগ্রামের পথেই এবার অকালে ঝরে গেল মালদহের মঙ্গলবাড়ির তরুণ শ্রমিক জামিরুল সেখের প্রাণ। মাত্র দেড় মাস আগে পরিবারের মুখে দু'মুঠো খাবার তুলে দিতে হায়দরাবাদে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কাজের সময় হঠাৎ টাওয়ার থেকে নিচে পড়ে ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।কফিনবন্দী দেহ যখন বাঁশহাট্টা গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায় শোকের হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

স্ত্রী, তিন নাবালক সন্তান ও বৃদ্ধা মা হারালেন সংসারের একমাত্র ভরসা।গোটা এলাকা নিস্তব্ধ অকাল মৃত্যু যেন সবার হৃদয়ে দগদগে দাগ কেটে দিল।গ্রামবাসীদের দাবি,এমন অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়াতে হবে প্রশাসনকে।

ভিনরাজ্যে একের পর এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।জীবিকার তাগিদে ঘর ছাড়াদের জন্য নিরাপত্তা ও সহায়তা এখন জরুরি প্রয়োজন।

রায়গঞ্জে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে আইএনটিটিইউসি-র প্রতিবাদ মিছিল

রামকৃষ্ণ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া দ্রুত চালু করার প্রতিবাদে এবং এর জেরে তৈরি হওয়া ‘অতিরিক্ত চাপ’ ও ‘মৃত্যুর’ অভিযোগ তুলে উত্তর দিনাজপুর জেলা আইএনটিটিইউসি-র উদ্যোগে শনিবার রায়গঞ্জ শহরে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি রামদেব সাহানি অভিযোগ করেন যে মোদি সরকারের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন তড়িঘড়ি পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু করতে গিয়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, বিহারের প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে চাপানো ভুল। এই অতিরিক্ত চাপের কারণে বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-সহ সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে, যা রাজ্য তৃণমূল সরকার কোনোভাবেই মেনে নেবে না। সাহানি হুঁশিয়ারি দেন যে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই কাজে যদি কোনো প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়ে, তবে তৃণমূল কড়া অবস্থান নেবে। এদিনের প্রতিবাদ মিছিল

রায়গঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে জেলার বিভিন্ন ব্লক ও শহরাঞ্চলের আইএনটিটিইউসি নেতৃত্ব এবং বিপুল সংখ্যক মহিলা কর্মী অংশ নেন। রায়গঞ্জ শহর তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তপন দাস বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় যেভাবে কর্মীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাতে কাজ করা কঠিন। তিনি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে কাজের পরিবেশ তৈরির দাবি জানান। রায়গঞ্জ ব্লক শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শৈলেন রক্ষিত বিএলওদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিয়ে একতরফাভাবে কাজ চাপিয়ে দেওয়ার সমালোচনা করে নির্বাচন কমিশনের প্রতি সঠিক সমন্বয় রেখে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রতিবাদ মিছিলকে ঘিরে শহরে উত্তেজনা থাকলেও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আইএনটিটিইউসি জানিয়েছে, ভবিষ্যতে তারা এই ইস্যুতে গণআন্দোলন চালিয়ে যাবে।

পুরাতন মালদা পৌরসভায় সাফাই কর্মীদের নিয়ে জরুরি বৈঠকঃ পরিচ্ছন্নতা নিয়ে গাফিলতি বরদাস্ত নয়, কড়া নির্দেশ কর্তৃপক্ষের

নয়া জামানা, মালদা ঃ পুরাতন মালদা পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান অভিযোগের জেরে শনিবার দুপুরে এক গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পৌরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে এই সমস্যা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ানোয়, পরিস্থিতি সামাল দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা ১২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর বিভূতিভূষণ ঘোষ, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিংহ বর্মা, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্মল অধিকারী সহ

পৌরসভার অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। এছাড়াও, পৌরসভার ২০টি ওয়ার্ডের সমস্ত সাফাই কর্মীরাও এই বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠক থেকে সাফাই কর্মীদের প্রতি স্পষ্ট ও কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে;শহরের সমস্ত এলাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে, সকাল ১০টার মধ্যে, স্কুল খোলার আগেই, পুরো শহর জুড়ে সাফাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ আরও নির্দেশ দিয়েছে, কোন ওয়ার্ডে কতজন সাফাই কর্মী আছেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে কী কী সমস্যা বা ঘাটতি রয়েছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দ্রুত জমা দিতে হবে।

কর্মীদের ঘাটতি থাকলে তা দ্রুত পূরণের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকের শেষে সাফাই কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দেওয়া হয় যে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে কোনো রকম গাফিলতি বা শৈথিল্য কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

নোংরা জলে ডুবে পথ,ক্ষোভে ফেটে পড়ল ভালুকার মানুষ

নয়া জামানা,হরিশ্চন্দ্রপুর ঃ দিনের পর দিন রাস্তাজুড়ে জমে থাকা ড্রেনের নোংরা জল এবার ফুঁসে উঠতে বাধ্য করল সাধারণ মানুষকে। বহুবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ক্ষিপ্ত হয়ে শনিবার রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সরব হলেন মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকা সদর এলাকার বাসিন্দারা।সকালে থেকেই স্থানীয়রা বাঁশের ব্যারিকেড বেঁধে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, মসজিদপাড়ার কাছে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার উপর নোংরা, দুর্গন্ধময় ড্রেনের জল জমে রয়েছে। এই নোংরা জলের মধ্য দিয়েই নিত্যদিন যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামবাসী, পথচারী থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। ধর্মীয় স্থানে যাওয়া তো দূরের কথা প্রতিদিনই চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে সবাইকে।স্থানীয়রা জানান,সমস্যার কথা বারবার পঞ্চায়েত প্রতিনিধি,পঞ্চায়েত অফিস ও ব্লক প্রশাসনকে জানানোর পরও কার্যত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।অভিযোগ শুনে শুধু আশ্বাস মিলেছে কিন্তু মেলেনি সমাধান।অবশেষে সমস্ত ক্ষোভ একত্রিত হয়ে শনিবার রাস্তায় উছলে পড়ে।স্থানীয় বাসিন্দাদের স্পষ্ট বক্তব্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে আন্দোলন চলবে।প্রশাসন কবে নড়েচড়ে বসে এখন সেদিকেই তাকিয়ে ভালুকার মানুষ।

হঠাৎ অভিযানে জেলাশাসক, হবিবপুরে পরিষেবা পর্যালোচনায় তৎপর প্রশাসন

সংবাদদাতা,মালদহ ঃ একেবারে পূর্বনির্ধারিত সূচির বাইরে হবিবপুর ব্লকে পৌঁছে যান মালদহ জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল।তাঁর হঠাৎ পরিদর্শনে প্রশাসনিক মহলে যেমন নড়াচড়া শুরু হয় তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যেও তৈরি হয় উত্তেজনা।সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সেখ আনসার আহমেদ, হবিবপুরের বিডিও মনোজ কাঞ্জিলাল সহ জেলার একাধিক আধিকারিক।

দিনের শুরুতে মালদহ জেলাশাসক পৌঁছন ঋষিপুর অঞ্চলের কৃষ্ণনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।পরিষেবা ঠিকঠাক পাওয়া যাচ্ছে কিনা স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতি কতটা নিয়মিত- সবই খতিয়ে দেখেন তিনি।এরপর সরাসরি যান আইহো সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। অফিসের নথিপত্র থেকে সমস্ত কাজ কোনও কিছুই এড়ায়নি তাঁর নজর। তারপর পরিদর্শন আইহো হাইস্কুলের

ছাত্রাবাস। আবাসিকদের খাবার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা প্রতিটি বিষয়েই খোঁজ নেন জেলার প্রশাসনিক কর্তা।সেখান থেকে যান বুলবুলচন্ডী এলাকায় বাংলার আবাস যোজনার কাজ পর্যালোচনায়।উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানেন প্রকল্পের অগ্রগতি ও সমস্যার কথা।

‘পাড়ায় সমাধান’ প্রকল্পের অগ্রগতি দেখতে গিয়ে কিছু গ্রামবাসী পানীয় জলের সমস্যা তুলে ধরেন।তাঁদের অভিযোগ শোনার পর দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল।শেষে তিনি হাজির হন বুলবুলচন্ডী কৃষক বাজারে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধানক্রয় শিবিরে।ধান বিক্রি করতে আসা কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানেন তাদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা।ধান মাপজোক,মূল্যপ্রদান- প্রতিটি স্তরেই স্বচ্ছতা বজায় থাকছে কিনা সেই দিকেও নজর দেন তিনি।হঠাৎ এই প্রশাসনিক পরিদর্শনে এলাকার নানা সমস্যার হদিস যেমন মিলেছে তেমনই পাওয়া গেছে দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাসও।

কালিকামড়ায় ৫০০ মিটার ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন

নয়া জামানা, কুশমন্ডি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের কালিকামড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গত শনিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রসুলপুর,বুড়িতলা সংযোগকারী ৫০০ মিটার ঢালাই রাস্তার কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ ২৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৪৪ টাকা ব্যয়ে অপু বাগচী মোড় থেকে রসুলপুর কলোনী পর্যন্ত এই রাস্তার ঢালাইকরণ প্রকল্পের শুভসূচনা করেন কুশমন্ডি বিধানসভার বিধায়িকা রেখা। ফিতা কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে তিনি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ রূপসানা খাতুন, কুশমন্ডি ব্লক তৃণমূল সভাপতি করিমুল ইসলাম, কালিকামড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নুরজাহান বেগম,

উপপ্রধান সমসের আলী, কালিকামড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বদুরুদ্দীন জামান, অঞ্চল চেয়ারম্যান সত্যনাথ রায়, দেউল অঞ্চল সভাপতি নকুল রায়, জাকির হোসেন, সহেল সাইদি-সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়িকা রেখা বলেন, এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন এলাকার মানুষের দাবি ছিল। সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে ৫০০ মিটার ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু করা হলো। কাজ সম্পন্ন হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

কুশমন্ডিতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঃ বিয়ের গাড়ির ধাক্কায় টোটো চালকের মৃত্যু, আহত ৮

দিলদার আলী, নয়া জামানা, কুশমন্ডি ঃ কালিয়াগঞ্জ রাজ্য সড়কের শিবতলা এলাকায় শুক্রবার রাত প্রায় ৮টা নাগাদ এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় টোটো চালকের মৃত্যু হয়েছে এবং কমপক্ষে ৮ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গঙ্গারামপুর থেকে রায়গঞ্জের দিকে যাচ্ছিল একটি বিয়ের গাড়ি। শিবতলা এলাকায় হঠাৎই গাড়িটির

টায়ার ফেটে যায়, যার ফলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। নিয়ন্ত্রণহীন গাড়িটি সজোরে সামনে থাকা একটি যাত্রীবাহী টোটোকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় টোটোটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ধাক্কার পর বিয়ের গাড়িটি উল্টে রাস্তার ধারে থাকা পাথরের ঢিপির ওপর উঠে গিয়ে থামে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই টোটো চালক প্রকাশ দও (২৭) প্রাণ হারান। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুর্ঘটনার পরই বিয়ের গাড়ির চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে কুশমন্ডি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে কুশমন্ডি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর গুরুতর আহত ৮ জনকে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তাঁদের মধ্যে এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরে তাঁকে রায়গঞ্জে স্থানান্তর করা হয়েছে। মৃতের মামা অভিযোগ করেছেন, বিয়ের গাড়িটি অত্যন্ত বেপরোয়া গতিতে চলছিল। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিয়ের গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে এবং পলাতক চালকের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বেলডাঙার বাবরি মসজিদের শিলান্যাস, জন জোয়ারে অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ বেলডাঙার রেজিনগর এলাকায় তৃণমূল থেকে সদ্য বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের উদ্যোগে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের আদলে একটি মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠান ঘিরে শনিবার (৬ ডিসেম্বর) তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এই শিলান্যাসে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হওয়ায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এই জনসমাগমের মঞ্চ থেকে হুমায়ুন কবীর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার নির্মাণকাজে বাধা দিলেও তিনি পিছু হটবেন না। প্রয়োজনে শহিদ হবেন, তবুও মসজিদ তৈরি করেই ছাড়বেন বলে হুঙ্কার দেন। অনুষ্ঠানটির জন্য বেলডাঙার মরাদিঘি এলাকায় এলাহী ব্যবস্থাপনা করা হয়েছিল। রাজ্য তো বটেই, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এবং শোনা

যাচ্ছে সৌদি আরব থেকেও ধর্মগুরুরা সহ প্রায় ৪০ জন বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড়ের কারণে মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগেই জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতাগামী লেনে গাড়ির দীর্ঘ সারি তৈরি হয়। পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন থাকলেও যানজট নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। হুমায়ুন কবীর তাঁর ভাষণে মসজিদ নির্মাণের অধিকারকে সাংবিধানিক বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, আমি অসাংবিধানিক কিছু করছি না। যে কেউ মন্দির বানাতে পারে, যে কেউ গির্জা বানাতে পারে, আমি মসজিদ বানাব। এটা কোথাও লেখা নেই যে আমরা বাবরি মসজিদ বানাতে পারব না। সংবিধান আমাদের মসজিদ তৈরির অনুমতি দেয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল হিন্দুরা বাবরি মসজিদ ভেঙে দিয়েছে এবং হিন্দুদের ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে সেখানে মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তিনি সাগরদিঘিতে রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে রাজ্য সরকার বাধা দিলেও তিনি মাথা নত করবেন না এবং মসজিদ তৈরি করেই ছাড়বেন। মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব সংবিধান বিরোধী বলে অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হলেও, আদালত এই বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে রাজি হয়নি। তবে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে কঠোরভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রেজিনগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ডিএসপি, ইন্সপেক্টর সহ ১০০-এরও বেশি পুলিশ অফিসার এবং র‍্যাফ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নজরদারিতে ছিল। এই বিশাল জমায়েতে উপস্থিত ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য শাহি বিরিয়ানির এলাহি আয়োজন করা হয়েছিল। হুমায়ুন কবীর জানান, এই মসজিদ চত্বরে একটি ৩০০ শয্যার হাসপাতাল, হেলিপ্যাড, হোটেল ও স্কুলও তৈরি করা হবে, যার জন্য আনুমানিক ৩০০ কোটি টাকা খরচ হবে। তিনি তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর খুব দ্রুত, অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বর, নতুন দল ঘোষণা করবেন বলেও মঞ্চ থেকে জানান।

হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ শিলান্যাস ,তৃণমূলের দূরত্ব, সতর্কবার্তা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ভরতপুরের সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর তাঁর ঘোষিত বাবরি মসজিদ শিলান্যাস কর্মসূচির সিদ্ধান্তে অনড়।শনিবার দুপুর ১২টায় এই শিলান্যাসের দিনক্ষণ নির্ধারিত । ভরতপুরের সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর শনিবার দুপুর ১২টায় বাবরি মসজিদ তৈরির জন্য শিলান্যাস করতে চলেছেন।

তাঁর এই বিতর্কিত কর্মসূচি নিয়ে তৃণমূল দল তাঁর পাশ থেকে সরে গিয়ে তাঁকে সাসপেন্ড করলেও, কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পর কর্মসূচিতে আর কোনও আইনি বাধা নেই। এরই মধ্যে, রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী ও জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বিধায়কের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছেন। হুমায়ুন কবীর বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই বাবরি মসজিদ তৈরির কথা বলে আসছেন। দল তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে দূরত্ব বজায় রেখে তাঁকে সাসপেন্ড করে দিলেও, তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছেন। তৃণমূলের অন্যতম সংখ্যালঘু নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুনের সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, এটি শুধুমাত্র জেদের বশে করা হচ্ছে এবং রাজনৈতিক কারণে মসজিদ করা ঠিক নয়। তিনি বলেন, আল্লার জন্য মসজিদ করা হলে ভবিষ্যৎ বলবে। হলে মসজিদই হবে, রাজনীতির আখড়া নয়। তিনি সংখ্যালঘুদের সতর্ক করে বলেন, গা ভাসিয়ে দেবেন না। আইন যেন কেউ হাতে না নেয়।তিনি তৃণমূল নেতৃত্বকেও সতর্ক করে বলেন, দলে আরও আগে ভাবা উচিৎ ছিল। দলকে ভাবতে হবে, পরে যেন কিছু না হয়। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পর হুমায়ুনের কর্মসূচিতে আর কোনো বাধা নেই। হাইকোর্ট রাজ্যের ওপরই নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়েছে।হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, পুলিশ-প্রশাসন বাধা দিলে তিনি তা এড়িয়ে যাবেন।মুর্শিদাবাদে আগে থেকেই মোতায়েন থাকা ১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এই কর্মসূচি নিয়ে রাজ্যে কোনো রকমের অশান্তি বা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সেজন্য রাজভবনে ২৪ ঘণ্টা চালু থাকার জন্য একটি বিশেষ সেল, নাম 'অ্যাক্সেস পয়েন্ট', তৈরি করেছেন। হুমায়ুন কবীরের মতে, এটি বাবরি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ। এর আগে, তিনি এর শিলান্যাসের দিনক্ষণও ঘোষণা করেন, যার জেরে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তৃণমূল তাঁকে সাসপেন্ড করে।

হুমায়ুন কবিরের নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী

কমল মজুমদার ,নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির শনিবার দুপুরে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে।

তার আগে এদিন সকালে রেজিনগরের মোরাদিঘিতে মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, আমাদের সরকারের স্বাস্থ্য দফতররে মন্ত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, পুলিস দফতরের মন্ত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী, আরও অনেক দফতর নিয়ে তিনি বসে আছেন। এখানে জাতীয় মিডিয়া বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজে যান। গিয়ে যদি দেখতে না পান মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একটা বেডে তিন জন করে রোগী শুয়ে আছেন। কোনও রোগী বেড না পেয়ে নীচে শুয়ে আছেন। স্বাস্থ্যের এমন অবস্থা যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে গিয়ে স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হচ্ছে।

আর এই সরকারের নেতৃত্ব আমাকে বাবরি মসজিদ করতে বাধা দিচ্ছে। এর জবাব গোটা বাংলার মুসলমান সমাজ এই সরকারকে দেবে। বাংলাতে ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ২ কোটি ৮২ লক্ষ ৫৩৩ জন মুসলিম ভোট। তার মধ্যে মাত্র ৪০ লক্ষ অবাঙ্গালি মুসলিম রয়েছেন।বৃহস্পতিবার বহরমপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি সভার সকালেই হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে এসেও ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ফিরে যান। আগেই তিনি জানিয়েছিলেন ২২ ডিসেম্বর নতুন দল গড়বেন। সেদিন আরও জোর দিয়ে জানান, ওই দল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বে, তৃণমূলের বিরুদ্ধেও লড়বে। বাংলায় ১৩৫ আসনে লড়বে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সভা থেকে নাম না করে হুমায়ুনকে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রীও।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত দুটি বাড়ি

নয়াজামানা,হরিহরপাড়া ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হল দুটি বাড়ি। হরিহরপাড়ার প্রতাপপুর এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় শনিবার দুপুরে উনুনের আগুন থেকে ঘটে যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। সোহাগী রাজা মাল ও তার ভাই সাধন রাজা মালের পরিবারের লোকজন সকালে রান্না করে উনুন না নিভিয়ে পেঁয়াজ লাগানোর কাজে চলে যায়। পরিবারের লোকজন কেউ বাড়িতে না থাকায় উনুনের আগুন থেকে ঘরে আগুন লেগে যায়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়। বেশ কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। ততক্ষণে দুটি বাড়ির সমস্ত

আসবাবপত্র সহ ভুস্মীভূত হয়ে যায়। নগদ টাকা, বিভিন্ন নথিপত্র সহ সবকিছু সম্পূর্ণরূপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অসহায় দুটি পরিবার সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছে।

বাবরি মসজিদের পাল্টা রাম মন্দিরের শিলান্যাস বিজেপির , রাজনৈতিক চাপান-উতোর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ শনিবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করেন। একই দিনে বহরমপুরের বানজেটিয়ার মনীন্দ্রনগর এলাকায় বিজেপির উদ্যোগে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য শিলান্যাস অনুষ্ঠিত হয়। উভয় ধর্মীয় নির্মাণকে ঘিরে রাজ্যের শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক চাপান-উতোর শুরু হয়েছে। সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর মসজিদ নির্মাণের জন্য মোট ৩০০ কোটি টাকা বাজেটের কথা জানিয়েছেন। এই বিপুল অর্থের জোগান নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তিনি অনুদানের কথা বলেন। ভিত্তিস্থাপনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে হুমায়ুন কবীর জানান, ভারতের এক অনেক বড় শিল্পপতি তাঁকে ফোন করে মসজিদ নির্মাণে ৮০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। নির্মাণকাজ আটকাতে এলে তিনি শহিদ হবেন বলেও হুঙ্কার দেন। তিনি বলেন, কেউ যদি এই মসজিদের ইট খুলতে আসে শহিদ হব তাও এর একটা ইটও খুলতে দেব না। মুর্শিদাবাদের মাটিতে উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশ থেকে এসে কেউ ইট খোলার চেষ্টা করবে, হতে দেব না। অনুদানের আশ্বাস পাওয়ার পর তাঁর আরও হুঙ্কার, এরপর কে রুখবে বাবরি মসজিদ নির্মাণ, কে আটকাবে হাসপাতাল,

বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ? বিজেপি নেতার আক্রমণ বহরমপুরে 'রাম মন্দির' নির্মাণের শিলান্যাস করেন বিজেপি নেতা শাখারভ সরকার। তিনি দাবি করেন, এই দিন থেকেই রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার পথচলা শুরু হল। শিলাপুজোর পরে বৃহত্তর পরিসরে ভূমিপুজোর আয়োজন করা হবে।

শিলান্যাসের মঞ্চ থেকে শাখারভ সরকার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তাঁর অভিযোগ, বেলডাঙার মসজিদ নির্মাণ শুধু হুমায়ুন কবীরের উদ্যোগ নয়, এর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও যুক্ত আছেন। তিনি জেলার শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের খামতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর কটাক্ষ, মুর্শিদাবাদে এতদিনে কেন একটিও শিল্প দাঁড়াল না, তার জবাব মুখ্যমন্ত্রী এবং জেলার কুড়ি জন বিধায়ককেই দিতে হবে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও মসজিদ তৈরির ইস্যুতে মুখ খুলে বড় দাবি করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদে তাঁরা রাম মন্দির করবেন এবং ভবিষ্যতে বড় করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। বেলডাঙার মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে যখন বিতর্ক চরমে, ঠিক তখনই বহরমপুরে রাম মন্দিরের শিলান্যাস মুর্শিদাবাদে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মেরুকরণকে আরও তীব্র করল। উভয় পক্ষই এই নির্মাণগুলিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শাসকদল ও কেন্দ্রের ক্ষমতাশীল দলের নেতাদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ ও পাল্টা হুঙ্কার দিয়েছে, যা আগামী দিনে এই দুই জেলার রাজনীতিতে আরও প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা আদালত ২৯ বছর আগের এক নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত বাবর শেখকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা নির্দেশ দিয়েছে।

১৯৯৬ সালে সাগরদিঘী থানায় দায়ের হওয়া এই মামলায় দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে শুক্রবার (রায় ঘোষণার দিন) এই রায় দেন আদালতের বিচারক শুভদীপ বিশ্বাস। ১৯৯৬ সালের এই ঘটনায় অভিযুক্ত বাবর শেখ আট বছরের এক নাবালিকা শিশু কন্যাকে প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে।

গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে সাগরদিঘী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এরপর নাবালিকার বাবা বাবর শেখের বিরুদ্ধে সাগরদিঘী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই মামলায় কলকাতা থেকে আসা দু'জন চিকিৎসকের সাক্ষ্য, নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি এবং মোট ১৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারণে মামলাটি এত দীর্ঘমেয়াদী হয়।

বৃহস্পতিবার আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং শুক্রবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। সরকারি আইনজীবী রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জানান, এই রায় পাওয়ায় নির্যাতিতার পরিবার খুশি প্রকাশ করেছে।

পাড়ার সমাধান প্রকল্পের উদ্বোধন

রাজু শেখ ,নয়া জামানা,জঙ্গিপুর ঃ আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান।মুখ্যমন্ত্রী যে প্রকল্প চালু করেছিলেন।তার কাজ দ্রুত গতিতে শুরু হয়েছে ।পৌর পিতা জানালেন আগামী এক মাসের মধ্যেই এই প্রকল্পের পুরো কাজ শেষ করতে হবে ।বুথ প্রতি ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ,ঠিক সেই মতই প্রকল্পের টাকা ইতিমধ্যেই ঢুকতে শুরু করেছে, জঙ্গিপুর পৌরসভার ১২,১৩,১৪ ও এক নম্বর ওয়ার্ডের কাজ শুরু করে দিয়েছে ,আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান এই প্রকল্পের দ্বারা অনেক মানুষ সুবিধা পাবে। অর্থাৎ তাদের যে সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন পৌর পিতার কাছে-- তা এত তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হবে তা জনগণ ভাবতেও পারেনি বা কল্পনাও করতে পারেনি ।এত দ্রুত কাজ করার জন্য জঙ্গিপুর পৌরসভার পৌর পিতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী ।

মুর্শিদাবাদে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি , উন্নয়নের ইস্যু আড়ালে

আহেদ রেজা , নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন এবং রাম মন্দিরের শিলান্যাসকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে নতুন করে ধর্মীয় মেরুকরণের আবহ তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টাপাল্টি মন্তব্য এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি জেলা রাজনীতিকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, এই ধর্মীয় তাপমাত্রা বাড়িয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা চলছে, যার ফলে জেলার প্রকৃত সমস্যাগুলো ক্রমশ আড়ালে চলে যাচ্ছে। জেলাটির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, কৃষি সংকট, পানীয় জল, রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন;এইসব বাস্তব ইস্যুগুলো রাজনৈতিক আলোচনায় অনুপস্থিত। বহু এলাকায় স্কুল ভবন জরাজীর্ণ, হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই, গ্রামীণ মেডিকেল পরিষেবা দুর্বল, এবং কৃষকরা শস্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। এর বদলে মসজিদ ও মন্দির কেন্দ্রিক প্রতীকী

লড়াইকে সামনে আনা হচ্ছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ছে। তাদের প্রশ্ন, মুর্শিদাবাদের উন্নয়ন কি তবে ধর্মীয় পরিচয়ের সংঘাতকে সামনে রেখে এগোবে?

উন্নয়নের রাজনীতি কি সম্পূর্ণভাবে পিছনের সারিতে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে? স্থানীয় মহলের মতে, বর্তমান মেরুকরণের প্রবণতা যদি আরও বাড়ে, তাহলে জেলার সামাজিক সম্প্রীতি, প্রশাসনিক স্থিরতা এবং মৌলিক উন্নয়ন তিনটিই ব্যাহত হতে পারে। মুর্শিদাবাদের মানুষের আশা, রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মীয় উত্তেজনার পরিবর্তে উন্নয়নমূলক কাজের দিকে ফিরে আসুক, কারণ এই উত্তপ্ত পরিবেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শ্লীলতাহানির অভিযোগে আটক চিকিৎসক

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জিয়াগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শীলতা হানির গুরুতর অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

শুক্রবার দুপুরে চিকিৎসার জন্য আসা এক মহিলার অভিযোগ, চিকিৎসার নাম করে ওই চিকিৎসক তাঁর সঙ্গে অশালীন ব্যবহার ও শীলতা হানির চেষ্টা করেন। মহিলাটি ভয় পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়লে ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছায় জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ এবং অভিযোগকারী মহিলার সঙ্গে কথা বলে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে। অভিযোগকারী মহিলা পুলিশকে জানান, তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছিলেন। ডাক্তার তাঁকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার নাম করে আপত্তিকর ব্যবহার শুরু করেন। ওই মহিলা ঘটনার আকস্মিকতায় ভয়ে হতবাক হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে প্রচুর মানুষ জড়ো হন এবং অভিযুক্ত চিকিৎসকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাতে থাকেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই পুলিশ এসে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে। অভিযুক্ত চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার পর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্যান্য কর্মী ও উপস্থিত রোগীরাও হতবাক হয়ে পড়েন। অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এর আগেও এমন কোনও অভিযোগ ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন এবং দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। পুলিশ জানিয়েছে,

অভিযোগকারী মহিলার গোপন জবানবন্দি গ্রহণ করা হবে এবং চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় জিয়াগঞ্জের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শীতবস্ত্র বিতরণ ও রক্তদান শিবির

নয়া জামানা ,সাগরদিঘী ঃ সাগরদিঘীর বিনোদবাটী এলাকায় শুক্রবার এক মানবিক উদ্যোগের সাক্ষী রইল স্থানীয় বাসিন্দারা। মারহুম আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং রাইসা হার্ডওয়্যারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। এদিন তরুণ তীর্থ ক্লাবে আয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তরঙ্গ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, এর পরিচালনায় এই দিনের কর্মসূচি রূপ নিল এক অনুপ্রেরণামূলক সামাজিক দায়বদ্ধতার উদাহরণে। আয়োজক সজল সেখ জানান, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তাঁদের এই উদ্যোগ। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই প্রয়াস ভবিষ্যতেও চলবে বলে তিনি আশাবাদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইফতিকার আলম, সাইদুর রহমান, জিয়াউর রহমান, তৌহিদুল হকসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের উপস্থিতি কর্মসূচিকে আরও গুরুত্ববহ করে তোলে। এদিন পুরুষ ও মহিলাসহ প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। পাশাপাশি এলাকার দুঃস্থ পরিবারের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়, যাতে শীতের দিনে কিছুটা স্বস্তি মেলে তাঁদের। সামাজিক সম্প্রীতি, মানবিক মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধকে সামনে রেখে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের স্মৃতি আরও সমুজ্জ্বল হল। সাগরদিঘীজুড়ে প্রশংসা অর্জন করেছে এই উদ্যোগ।

অপরাধ দমনে ৩৮০ সিসি ক্যামেরা ও আধুনিক কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় অপরাধ দমনে এবং নজরদারি বাড়াতে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার মোট ৩৮০টি সিসি ক্যামেরা নেটওয়ার্কের একটি জেলা কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করেন। এই কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে ফারাক্কা থেকে সাগরদিঘী পর্যন্ত পাঁচটি থানা এলাকার সমস্ত সিসি ক্যামেরার সরাসরি নজরদারি করা সম্ভব হবে। জঙ্গিপুর জেলা পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ জানান, এই উন্নত সিস্টেমের ফলে দ্রুত যেকোনও অপরাধ বা স্পর্শকাতর পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে এবং সাধারণ মানুষকে আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার।৩৮০টি সিসি ক্যামেরা নেটওয়ার্ক এবং জেলা কন্ট্রোল রুম।অপরাধ দমন এবং পুলিশি নজরদারি জোরদার করা।জঙ্গিপুরের ফারাক্কা থেকে সাগরদিঘী পর্যন্ত ৫টি থানা এলাকা। সমস্ত থানার সিসি ক্যামেরার কেন্দ্রীয় নজরদারি।পেট্রোলিং ভ্যানগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করা।স্পর্শকাতর এলাকায় দ্রুত ভ্যান পাঠানোর জন্য একটি বিশেষ সিস্টেম স্থাপন।সিসি ক্যামেরায় সমস্যা ধরা পড়লে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া। জেলা কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধনের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু নতুন প্রকল্পের সূচনা করা হয়, যার মূল উদ্দেশ্য আধুনিকতা ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা যুক্ত করা , পুলিশ জেলার নিজস্ব একটি স্যালুট মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে, যা যেকোনও সরকারি বা পুলিশি অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হবে।

গ্যাস সিলিন্ডার লিক কর আগুন,আতঙ্ক পরিবারের

নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে বিধ্বংসী আগুন। রঘুনাথগঞ্জের লালখানদিয়ারে আতঙ্ক, ঘটনাস্থলে জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন।

বাড়ির ভেতরে গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে ভয়াবহ আগুন। তবে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার সেকেন্দ্রা গ্রামপঞ্চায়েতের লালখাঁনদিয়ার পশ্চিম পাড়া গ্রামে। শনিবার রাত্রি ৯ টা নাগাদ রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে আগুন লাগে। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন।

আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানিয়েছেন দমকলকর্মীরা।সূত্রে জানা যায় এদিন হঠাৎই রান্নাঘরে থাকা সিলিন্ডারের পাইপ লিক করে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার নেয়।

প্রতিবেশীরা ছুটে এসে প্রথমে জল ও বালি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। তার পরে তাঁরাই দমকলে খবর দেন। তবে দমকল পৌঁছনোর আগেই পাড়ার লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

দেশ বিদেশ

চপের দোকানের আড়ালে ঘণ্টাচুক্তিতে মধুচক্র !

হাতেনাতে আটক তরুণ-তরুণী, তেহট্টে হইচই

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ চপের দোকানের আড়ালে মধুচক্র ! রয়েছে মনোরঞ্জনের এলাহি ব্যবস্থা। আছে বিশেষ কেবিনও। তা প্রকাশ্যে আসতেই ওই দোকানে হানা দেয় বেতাই বাজার সাধারণ ব্যবসায়ী সমিতির লোকজন। হাতেনাতে সেখান থেকে এক তরুণ-তরুণীকে আটক করা হয়। অভিযোগ, ঘণ্টাচুক্তিতে ওই দোকান ভাড়া দেওয়া হতো।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। বাজারের মধ্যেই কার্যত প্রকাশ্য এই ঘটনায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় মানুষজন এবং ব্যবসায়ীরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। স্থানীয়দের দাবি, চপ বিক্রির আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে অসামাজিক কার্যকলাপ চালানো হচ্ছিল। একাধিকবার এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়। কিন্তু কোন কথাই ওই চপ ব্যবসায়ী কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ। যে কারণে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন স্থানীয় মানুষজন। যাতে হাতেনাতে ধরা সম্ভব হয়! এর মধ্যেই আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা নাগাদ এক তরুণ-তরুণীকে ওই দোকানের ভিতরে ঢুকতে দেখেন আশেপাশের ব্যবসায়ীরা। এরপরেই স্থানীয় মানুষজন এবং ব্যবসায়ীরা ওই দোকানে সবাই মিলে হানা দেয়। হাতেনাতে ওই তরুণ এবং তরুণীকে ধরা হয়।

এরপরেও ওই দোকানে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা।স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, একেবারে বেতাই বাসস্ট্যান্ডে, অফিস টাইমে এই ধরনের অসামাজিক কাজ কখনই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ওই দোকানের ঠিক বিপরীতেই রয়েছে একটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়। আছে মন্দির, বিশ্রামাগার। সেখানে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা। সেখানেই চপের দোকানের আড়ালে এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় স্বপন ঘোষ, শুভঙ্কর ঘোষ, পিন্টু ঘোষ, অরিত্র মন্ডলরা জানান , চপ বিক্রির আড়ালে ঘন্টা চুক্তিতে দোকানি অসামাজিক কার্যকলাপ চালাতো, এটা ভাবা যায় না।

প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিক।দঅন্যদিকে বেতাই বাজার কমিটির সম্পাদক পার্থ বিশ্বাস বলেন, এর আগে উক্ত ব্যবসায়ীকে সতর্ক করা হয়েছিল, তারপরেও উনি শুধরায়নি, আমরা ওই দোকানির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাবো। পুলিশ জানিয়েছে, তিনজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে সবদিক খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চপের দোকানের আড়ালে মধুচক্র ! রয়েছে মনোরঞ্জনের এলাহি ব্যবস্থা। আছে বিশেষ কেবিনও। তা প্রকাশ্যে আসতেই ওই দোকানে হানা দেয় বেতাই বাজার সাধারণ ব্যবসায়ী সমিতির লোকজন। হাতেনাতে সেখান থেকে এক তরুণ-তরুণীকে আটক করা হয়। অভিযোগ, ঘণ্টাচুক্তিতে ওই দোকান ভাড়া দেওয়া হতো। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়।

দেশে প্রথম এসআইআর-এ ভুয়ো তথ্যের অভিযোগ উত্তরপ্রদেশে

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর চলছে দেশের বারোটি রাজ্যে। দেশে এই প্রথম ভুয়ো তথ্য দেওয়ার অভিযোগ উঠল একটি পরিবারের বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, রামপুরে এসআইআর কর্মী এক সুপারভাইজরের অভিযোগের ভিত্তিতে বিএনএস আইন এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩১ নং ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। অভিযোগ, নুরজাহান নামের এক মহিলা তাঁর দুই ছেলে আমির খান এবং দানিশ খান সম্পর্কে জেনেবুঝে ভুল তথ্য দিয়েছেন, যাঁরা গত বেশ কয়েক বছর ধরে দুবাই এবং কুয়েতের বাসিন্দা। রামুপুরের জেলাশাসক অজয় কুমার দ্বিবেদীর দাবি, মহিলা জেনেশুনেই তাঁর দুই সন্তান সম্পর্কে ভুয়ো তথ্য দিয়েছেন। এমনকী নকল স্বাক্ষর করেন তিনি। বিএলওরা যখন ডিজিটালি ফর্ম পূরণ করছিলেন সেই সময় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। জেলাশাসকের বক্তব্য, তনির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মতো জেলার সব নির্বাচনী কেন্দ্রে অত্যন্ত গুরুত্ব ও স্বচ্ছতার সঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী পরিচালিত হচ্ছে।দ আরও বলেন, তমিথ্যা তথ্য দিয়ে ফর্ম দাখিল করা বা তথ্য গোপন করা নির্বাচনী বিধির গুরুতর লঙ্ঘন।দ সেই কারণেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যোগীরাজ্যেই দেশে প্রথম এসআইআর-এ ভুল তথ্য সংক্রান্ত অভিযোগের ঘটনায় প্রশ্ন তুলছে বিরোধী দলগুলি।

তালিবানের পাশে পুতিন

ভারত সফরে আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে একহাত নিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে চলতে থাকা যুদ্ধের মাঝেই পুতিন জানালেন, ‘আফগানিস্তানে তালিবান সরকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।’ ভারত-পাক কূটনৈতিক সংঘাতের মাঝে পুতিনের এই বার্তা আসলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের কাছে বড় ধাক্কা। আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে শুরু থেকেই পাকিস্তান বিশ্বকে বোঝানোর চেষ্টা করছে তালিবান সন্ত্রাসকে মদত দিচ্ছে। তাদের দাবি, আফগানিস্তান থেকে এসে টিটিপি জঙ্গিরা হামলা চালাচ্ছে পাকিস্তানে। যদিও পাকিস্তানের সেই অভিযোগ প্রথম থেকেই খারিজ করে এসেছে তালিবান। পাল্টা পাকিস্তানকে আফগানিস্তানে সন্ত্রাসের ঘাঁটি গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের। এই ডামাডোলের মাঝেই শুক্রবার রাশিয়া ফিরে যাওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট পুতিন তালিবান সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, তপৃথিবীর সমস্ত দেশেই কিছু না কিছু সমস্যা রয়েছে। আফগানিস্তানও তার ব্যতিক্রম নয়। দশকের পর দশক ধরে গৃহযুদ্ধের সঙ্গে লড়াই করেছে আফগানিস্তান। তবে তালিবান আফগানিস্তানের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। আপনাকে বিষয়টি মানতেই হবে কারণ এটাই সত্য। আফগান সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আফিমের চাষ বন্ধ করতেও কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই জন্যই আমরা লাতিবান সরকারকে মান্যতা দিয়েছি। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে পুতিনের এই বার্তা নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। কূটনৈতিক মহলের দাবি, আসলে এই বার্তার মাধ্যমে ঘুরিয়ে পাকিস্তানের দাবিকে খারিজ করলেন পুতিন। কারণ পাকিস্তান বারবার অভিযোগ তুলেছে, আফগানিস্তান সন্ত্রাসবাদকে মদত যোগাচ্ছে। তালিবানের ইন্ধনেই আফগানিস্তান থেকে এসে জঙ্গিরা পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। আফগানিস্তানকে নিয়ে পাকিস্তানের সেই দাবিই এবার খারিজ করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, ডুরান্ড লাইনকে কেন্দ্র করে গত মাস থেকে নতুন করে সংঘাত শুরু হয়েছে তালিবান ও পাকিস্তানের। সংঘর্ষের জেরে দুই তরফেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। এই পরিস্থিতিতে সংঘর্ষবিরতির লক্ষ্যে তুরস্ক ও কাতারের মধ্যস্থতায় পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে তিনবার বৈঠক হয়েছে। তবে, সেই সব বৈঠক থেকে কোনও সুরাহা বের হয়নি। ইসলামাবাদের দাবি, তালিবানরা টিটিপির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিক এবং এই সংগঠনের সদস্যদের তাদের হাতে তুলে দিক। একইসঙ্গে ডুরান্ড লাইন বরাবর একটি বাফার জোন তৈরি করা হোক। তবে টিটিপিকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ডুরান্ড লাইন নিয়ে পাকিস্তানের দাবিও খারিজ করেছে আফগানিস্তান।

ফলে অব্যাহত থেকেছে সংঘর্ষ। যুদ্ধে আফগানিস্তানের কাছে চড় খেয়ে আগেই তালিবানের সরকার ফেলে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে পাকিস্তান !

ইসলামাবাদের তরফে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানানো হয়েছে, যদি আফগানিস্তান সমঝোতার রাস্তায় না হাঁটে, এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রস্তাব না মানে তাহলে সেখানকার সরকার বদলে দেওয়া হবে। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাবুলে সরকারবিরোধী গোষ্ঠীকে পূর্ণ সমর্থন দেবে পাকিস্তান। কিন্তু এহেন অবস্থায় পাক নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করেই পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে তালিবান।

ইন্ডিগোকে কড়া শাস্তি দিতে পারে কেন্দ্র

প্রায় পাঁচদিন ব্যাপী চূড়ান্ত অব্যবস্থা। ভোগান্তির শিকার হাজার হজার যাত্রী। অথচ সতর্ক হলেই এড়ানো যেত এই পরিস্থিতি। কেন্দ্র মনে করছে, সবটাই হয়েছে ইন্ডিগোর শীর্ষস্তরের আধিকারিকদের গাফিলতিতে। যার জেরে এবার কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হতে ইন্ডিগোকে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক ইন্ডিগোকে একাধিক স্তরে শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। সবার আগে সংস্থার সিইও পিটার এলবার্সকে সরানোর দাবি তুলতে চলেছে কেন্দ্র। অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নায়ডু ইতিমধ্যেই ইন্ডিগোর শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকের পরই অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক শীর্ষস্তরের গাফিলতির সম্ভাবনা দেখছে। সেকারণেই সবার আগে এলবার্সকে সরাতে চায় কেন্দ্র। ইন্ডিগোর পরিস্থিতি নিয়ে শুক্রবারই মুখ খুলেছিলেন এলবার্স। তিনি জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কোমর বেঁধে নেমেছে সংস্থা। আমাদের সংস্থার কাজের পরিধি ও জটিলতার কথা মাথায় রেখে আশা করছি আমরা ১০ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পুরোপুরি স্বাভাবিক পরিষেবা দিতে পারব। কিন্তু তাও হয়নি। কেন্দ্র সরাসরি সংস্থার সিইওর অপসারণ চাইছে। এছাড়াও একাধিক শাস্তি দেওয়া হতে পারে ইন্ডিগোকে। সংস্থার উপর মোটা অঙ্কের জরিমানা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে পরিমাণ উড়ান চালানোর অনুমতি তাঁদের দেওয়া হয়েছে, সেটা আরও কমানোর ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রের। সবটাই দ্রুত ঘোষণা করা হবে। এদিকে শনিবারও অব্যাহত দুর্দশা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে যাত্রীদের। টানা তিন দিন ধরে ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়ায় নাকানিচোবানি খেতে হচ্ছে আমজনতাকে। অভিযোগ গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। এর মধ্যেই কড়া পদক্ষেপের ভাবনা মোদি সরকারের।

‘ভেন্টিলেশনে ইন্ডিয়া জোট’, ওমর আবদুল্লা

ফের আশঙ্কার মেঘ ইন্ডিয়া ব্লকের অন্দরে। হেমন্ত সোরেনের পরে এবার বেসুরো জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। বিজেপি-র নির্বাচন লড়ার ক্ষমতাকে প্রকাশ্যে প্রশংসা করে আবদুল্লার দাবি, ভেন্টিলেশনে রয়েছে ইন্ডিয়া জোট। কংগ্রেসকে সরাসরি আক্রমণ করে কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছেন তিনি। একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের অনুষ্ঠানে এসে ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এই জোটে থাকছেন কিনা সেই প্রসঙ্গ তিনি এড়িয়ে যান। আবদুল্লার দাবি, ইন্ডিয়া জোট ভেন্টিলেশনে রয়েছে। তাঁর দাবি, এই জোট নিজের দোষে নীতীশ কুমারকে বিজেপির কাছে ঠেলে দিয়েছে। ইন্ডিয়া জোট গঠনের সময়ে নীতীশ কুমারের কাজকে প্রয়োজনীয় সম্মান দেওয়া হয়নি বলে তাঁর দাবি। এই কারণেই নীতীশ বিজেপির দিকে ঝুঁকেছেন বলে তাঁর মত। কংগ্রেসকে ঘুরিয়ে আক্রমণ করে আবদুল্লা বলেন, যে বৈঠকে নীতীশকে জোটের কনভেনর করার দাবি ওঠে, সেই বৈঠকে ‘অন্য এক নেতা’ এই দাবি খারিজ করে দেন। তাঁর গলায় শোনা যায় হতাশার সুর। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফল জোটকে ফের হতাশায় ডুবিয়ে দেয়। এই সময় এমন একজন নেতা দরকার যারা আমাদেরকে এই হতাশা থেকে টেনে তুলবেন। সোরেনের কথা মনে করিয়ে তিনি বলেন, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ইন্ডিয়ার অথবা বিহারের মহাজোটের অংশ ছিল না। তাঁর প্রশ্ন, তযদি, কাল তাঁরা চলে যান, তাহলে দোষ কার ?দ পাশাপাশি রাহুল গান্ধীর ভোট চুরির প্রসঙ্গও উঠে এসেছে তাঁর কথায়। তিনি বলেন, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে কারচুপি করা সম্ভব, এই কথা তিনি অবিশ্বাস করলেও, তনির্বাচনে অন্যভাবেও কারচুপি করা যেতে পারেদ। তিনি আরও বলেন, যারা বলে যে মেশিনে কারচুপি হয়েছে, আমি তাদের সমর্থন করি না। আবদুল্লার দাবি, তএটা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল ভোটার তালিকায় কারচুপি করা অথবা নির্বাচনী এলাকা পুনর্নির্মাণ করা। রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক বিভিন্ন দাবির পক্ষেই যুক্তি দেন তিনি। থারুরের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবদুল্লার দাবি, তাঁর সরকারের ভালো কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে হলে তাঁর কোনও সমস্যা নেই।

মর্গে মৃতদেহ খুবলে খাচ্ছে ইঁদুর !

চরম গাফিলতিতে হরিদ্বারের হাসপাতালে ব্যাপক ভাঙচুর পরিজনদের

হাসপাতালের মর্গে ইঁদুরের উৎপাত। মৃতদেহ কামড়ে খাচ্ছে ইঁদুরের দল। হুঁশ নেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। এই ঘটনা সামনে আসার পর বিক্ষোভে ফেটে পড়ল মৃতের পরিজন। ভাঙচুর চালানো হল হাসপাতালে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের জেলা হাসপাতালে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নেমেছে। গোটা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাতে হরিদ্বার জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা ছিল।

কথা ছিল সকালে ময়নাতদন্ত করা হবে। সকালে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে এসে দেখে মৃতদেহের একটি চোখ উধাও। শরীরের একাধিক জায়গায় ইঁদুরের কামড়ের চিহ্ন। বিষয়টি নজরে পড়তেই ক্ষোভে পড়েন মৃতের পরিজন। মর্গ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক গাফিলতির অভিযোগে ভাঙচুর চলে হাসপাতালে। হাসপাতালের তরফে পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশ কর্তা অভয় প্রতাপ সিং বলেন, তজেলা হাসপাতালের মর্গে একটি মৃতদেহ রাখা ছিল।

পরিবারের অভিযোগ, সেই দেহের চোখের কিছুটা অংশ ইঁদুর খেয়ে নিয়েছে। এই ঘটনায় হাসপাতালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। আমরা এসে এলাকাবাসীকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিই।দ এদিকে এই ঘটনা সামনে আসার পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। এডিএম ও স্বাস্থ্যদপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে এই কমিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। এদিকে এই ডামাডোলের জেরে ওই মৃত ব্যক্তির ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়নি বলে জানা গিয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পরিবারের তরফে সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে।

অবিবাহিতা ও বিধবাদের সুরক্ষায় সংসদে পেশ হল নয়া বিল

নারী কল্যাণ ও নিরাপত্তায় সংসদে ঐতিহাসিক বিল পেশ করলেন কংগ্রেস সাংসদ কাদিয়াম কাব্য। এদিন লোকসভায় মোট দুটি বিল পেশ হয়েছেন তিনি। যেখানে প্রথম বিলে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় বিলে দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাদের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গেলের সাংসদের পেশ করা দুটি বিলের প্রথমটিতে বলা হয়েছে, যে সব মহিলারা চাকরিজীবী তাঁদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে সরকার উদ্যোগ নিক।

সমস্ত সরকারি, বেসরকারি এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে পরিষ্কার শৌচাগার এবং পর্যাপ্ত স্যানিটারির ব্যবস্থা আইনত বাধ্যতামূলক হোক। যাতে ঋতুস্রাব চলাকালীন কোনওরকম স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ঝুঁকির মুখে পরতে না হয়। এই আইন শুধু মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং মর্যাদার জন্যই নয়, বরং তাদের কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রগতির জন্যও অপরিহার্য। এর পাশাপাশি দ্বিতীয় বিলে অবিবাহিত, বিধবা এবং দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাদের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। দাবি করা হয়েছে, এইসব মহিলাদের জরুরি আর্থিক সাহায্য, মাসিক ভাতা, আবাসস্থল ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হোক। দেশের হাজার হাজার বিধবাদের যে ভয়ংকর বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় তা তুলে ধরে সংসদে কাব্য বলেন, এই সব মহিলাদের বেশিরভাগই শ্বশুরবাড়ি এবং বাপের বাড়ি থেকে পরিত্যক্ত হওয়ার পরে শোচনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হন।

এদের আয়ের কোনও উৎস নেই। অনেকের আবার সন্তানকে নিয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। আরও উদ্বেগের বিষয় হল, গ্রামীণ অঞ্চলে এই বিধবারা যৌন নির্যাতন ও জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তির শিকার হন। কিছু ক্ষেত্রে বিধবাদের ‘ডাইনি’ হিসেবে হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বেশিরভাগ বিধবারা জীবিকা নির্বাহের জন্য পরিচারিকা হিসেবে কাজ করেন।

শুধু তাই নয়, এই বিলে মহিলাদের ঋতুকালীন ছুটিরও দাবি করেছেন সাংসদ। বর্তমান শ্রম আইন সংশোধনের দাবি জানিয়ে যুক্তি সহকারে তিনি বলেন, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, মহিলাদের ঋতুকালীন ব্যাথা প্রায় হার্ট অ্যাটাকের মতোই তীব্র।

ফলে বিশেষ সেই দিনগুলিতে মহিলাদের ছুটি পাওয়ার অধিকার থাকা উচিত। তাই নয়া বিলে মাসে দু’দিন মহিলা কর্মীদের সবেতন ছুটি দেওয়া হোক যাতে ওই দিনগুলিতে তাঁরা বিশ্রাম পেতে পারেন।

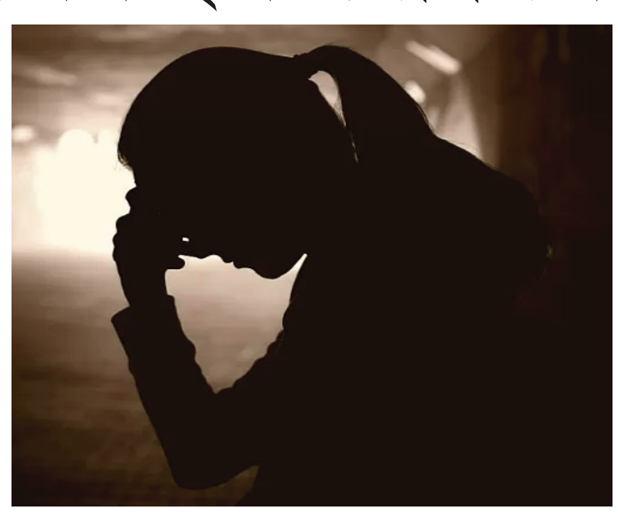

Naya Jamana....26 June....adddddddd_Layout 1 07-12-2025 05:04 Page 14

সিরিজ সেরা হয়ে ‘চাপমুক্ত’ বিরাট

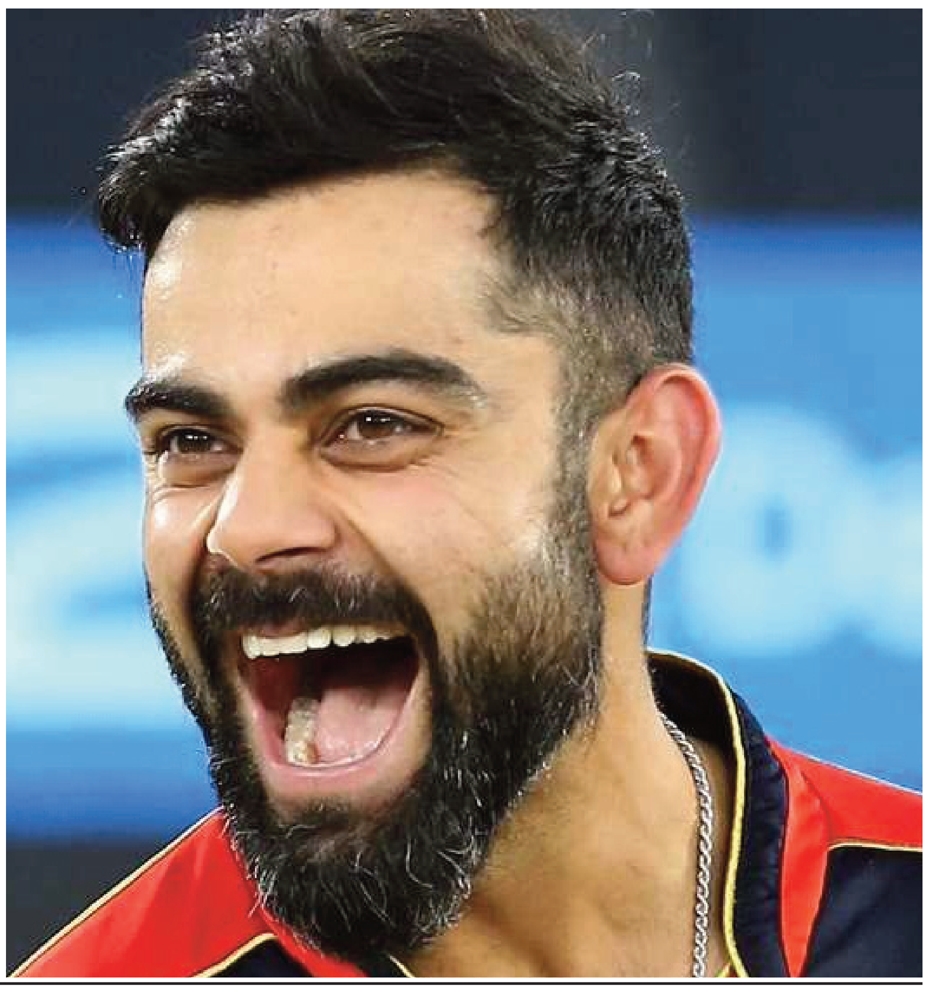

সিডনিতে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিতটা দিয়ে রেখেছিলেন ‘রান মেশিন’ বিরাট। আর দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজটা তাঁর কাছে অন্যরকম মাহাত্ম্য নিয়ে এল। তিনটি ওয়ানডে’তে দু’টি সেঞ্চুরি ও একটি হাফসেঞ্চুরি করে সিরিজের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন বিরাট কোহলি। পুরস্কার নিতে এসে জানালেন, এখ ন অনেকটাই চাপমুক্ত তিনি। সিরিজ সেরার পুরস্কার পেয়ে বিরাট বলেন, এই সিরিজে যেভাবে মুক্ত মনে ব্যাট করতে পেরেছি, তাতে তৃপ্ত। এখন আমি অনেকটাই চাপমুক্ত। সব কিছু ঠিকঠাক এগিয়েছে। চেষ্টা করেছি ছাপ রেখে যাওয়ার। পরিস্থিতি অনুযায়ী আমি দীর্ঘক্ষণ ব্যাট করতে পারি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দ্বিধার মধ্যে এগিয়ে যেতে হয়। তখ নই নিজের উপর সন্দেহ হয়। নার্ভাস লাগে। বিশেষ করে ব্যাটিংয়ে একটি ভুলের জন্য আপনাকে মূল্য চোকাতে হতে পারে। এই অভিজ্ঞতাই বিরাটের জীবনের মূল্যবান সম্পদ। যা তিনি অর্জন করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮৪ সেঞ্চুরির মালিকের কথায়, জীবনে এগিয়ে যেতে যেতে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। যা আপনাকে আরও ভালো মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

আমি নেতিবাচক চিন্তাভাবনা খুব সহজেই বুঝে উঠতে পারি। সেই সময় তা ঠিক করে উঠতে চেষ্টা করি। আজও ভারতকে জেতানোর ক্ষমতা আছে ভেবে ভালো লাগে। দলে অবদান রাখতে পেরে খুব খুশি। দু-তিন বছর এত ভালো ব্যাট করিনি। রাঁচির ইনিংসটি আমার নজরে সেরা।এই সিরিজ সেরা খে লাটা বের করে এনেছে। অস্ট্রেলিয়ার পর থেকে আর খে লিনি। আমি ও রোহিত সব সময় ছাপ রেখে যেতে চাই। এতদিন তো সেটাই করে এসেছি। দলের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলেছি। এটা ভেবে খুশি যে, রোহিত এবং আমি এখনও দলকে সাহায্য করছি। এই সিরিজে রোহিত শর্মার রেকর্ড ভেঙেছেন কোহলি। চলতি বছর ১৩ ইনিংসে মোট ৬৫১ রান করেছেন। যা একই ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক রানের নজির। ১৪ ইনিংসে ৬৫০ রান করে দু’নম্বরে হিটম্যান। অন্যদিকে, রাঁচিতে ১৩৫, রায়পুরে ১০২, বিশাখাপত্তনমে অপরাজিত ৬৫ রানের সৌজন্যে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ানডেতে তাঁর রান ৩০২। গড় ১০০-র উপরে। তৃতীয় ওয়ানডেতে যে ছন্দে ব্যাট করছিলেন, তাতে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে, টেম্বা বাভুমার দল আরেকটু বেশি রান করলে সেঞ্চুরির হ্যাটট্রিক করতেন কিং। টেস্ট সিরিজে গম্ভীর বাহিনী চুনকাম হওয়ার পর কোণঠাসা অবস্থা তৈরি হয়েছিল ভারতীয় দলে। সেখান থেকে রো-কো’কে ঘিরে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল টিম ইন্ডিয়া। দুই মহারথীই ‘ম্যাজিকে’ই ওয়ানডে সিরিজ জিতল মেন ইন ব্লু। নতুন বছরের ১১ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। অর্থাৎ মাস খানেক পর আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন রো-কো।

সিডনিতে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিতটা দিয়ে রেখেছিলেন ‘রান মেশিন’ বিরাট। আর দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজটা তাঁর কাছে অন্যরকম মাহাত্ম্য নিয়ে এল। তিনটি ওয়ানডে’তে দু’টি সেঞ্চুরি ও একটি হাফসেঞ্চুরি করে সিরিজের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন বিরাট কোহলি। পুরস্কার নিতে এসে জানালেন, এখন অনেকটাই চাপমুক্ত তিনি। সিরিজ সেরার পুরস্কার পেয়ে বিরাট বলেন, এই সিরিজে যেভাবে মুক্ত মনে ব্যাট করতে পেরেছি, তাতে তৃপ্ত। এখন আমি অনেকটাই চাপমুক্ত। সব কিছু ঠিকঠাক এগিয়েছে। চেষ্টা করেছি ছাপ রেখে যাওয়ার।

ব্যাট হাতে দুরন্ত স্টার্ক,ব্রিসবেন টেস্টে ১৭৭ রানে এগিয়ে অজিরা

বল হাতে উইকেট নিলেন ৬টি। এরপর ব্যাট হাতে করলেন ৭৭ রান। মানে এক মিচেল স্টার্ক নামের প্রশ্নের জবাব নেই ইংল্যান্ডের কাছে!ব্রিসবেনে আজ তৃতীয় দিনে দ্বিতীয় সেশনে ৫১১ রানে নিজেদের প্রথম ইনিংসে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। তাতে আজ দুই সেশন মিলিয়ে স্টার্কের ১৪১ বলে ৭৭ রানের অবদান অনেক। প্রথম ইনিংসেই ১৭৭ রানের লিড পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া।লিড বড় হলেও আশায় বুক বাঁধতে পারে ইংল্যান্ড। কারণ, এর চেয়ে বেশি রানে পিছিয়ে থেকেও দুবার অ্যাশেজে টেস্ট জিতেছে ইংল্যান্ড। তা অবশ্য অনেক অনেক বছর আগের কথা। একটি ১৮৯৪ সালে, অন্যটি ১৯৮১ সালে।দ্বিতীয় সেশনে ১৮.৩ ওভার ব্যাটিং করেছে অস্ট্রেলিয়া। এ সময়ে ২ উইকেট হারিয়ে তুলেছে ৬১ রান। এরপর ইংল্যান্ড ব্যাটিং করেছে ৬ ওভার। রান তুলেছে বিনা উইকেটে ৪৫। এখ নো পিছিয়ে ১৩২ রানে। আজ নিজেদের প্রথম ইনিংসে নবম উইকেট জুটিতে ২৭.২ ওভার ব্যাটিং করেছেন স্টার্ক ও বোল্যান্ড। ব্রাইডন কার্সের বলে স্টার্ক আউট হলে এই জুটি ভাঙে। সিরিজে এখন পর্যন্ত এর চেয়ে বেশি ওভার কোনো জুটিই ব্যাটিং করতে পারেননি। বোল্যান্ড ৭২ বলে ২১ রানে অপরাজিত থাকেন। শেষ ব্যাটসম্যান ব্রেন্ডন ডাকেট করেন ১৩ রান।অস্ট্রেলিয়া ৫০০ রানের বেশি করলেও কেউ সেঞ্চুরি করতে পারেননি। টেস্ট ইতিহাসে এক ইনিংসে সেঞ্চুরি ছাড়া ৫০০ রানের বেশি তোলার পঞ্চম ঘটনা এটি। সেঞ্চুরিহীন এক ইনিংসে সর্বোচ্চ সংগ্রহের রেকর্ড শ্রীলঙ্কার, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে চট্টগ্রামে করেছিল তারা। পুরো ইনিংসে কোনো শতরানের জুটিও গড়তে পারেনি অস্ট্রেলিয়া, শতরানের জুটি ছাড়া টেস্টে এটি চতুর্থ সর্বোচ্চ সংগ্রহ। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ফিফটি করেছেন ৫ জন। স্টার্কের (৭৭) আগে ফিফটি পেয়েছেন ওপেনার জ্যাক ওয়েদারল্যাড (৭২), মারনাস লাবুশেন (৬৫), স্টিভ স্মিথ (৬১), অ্যালেক্স ক্যারি (৬৩)। পাঁচজন ব্যাটসম্যান ৬০ থেকে ৮০ রানের মধ্যে আউট হয়েছেন, এমন ঘটনাও টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয়। অস্ট্রেলিয়ার ১১ জন ব্যাটসম্যানের কেউ এক অঙ্কের ঘরে আউট হননি। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ইতিহাসে তৃতীয়বার এমনটা হলো।টেস্টে স্টার্ক আজ ১২তম ফিফটির দেখা পেয়েছেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এটি স্টার্কের পঞ্চম ফিফটি। ২০১৩ সালের পর অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে বল হাতে ৫ উইকেট আর ব্যাট হাতে ফিফটি করলেন স্টার্ক।সর্বশেষ এই কীর্তি গড়েছিল মিচেল জনসন, সেটিও এই ব্রিসবেনেই। আজ ব্যাট হাতে ৭৭ রানের ইনিংস খেলার পথে আরও একটি রেকর্ড গড়েছেন স্টার্ক। টেস্টে ৯ নম্বর ব্যাটিং পজিশনে সর্বোচ্চ রানের মালিক এখন তিনি। ছাড়িয়ে গেছেন স্টুয়ার্ট ব্রডকে। ৯ নম্বরে স্টার্কের রান এখন ১৪০৮। ব্রডের ছিল ১৩৮৯ রান।ব্রিসবেনে দিবারাত্রির এই টেস্টে ৭৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৭৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছিল অস্ট্রেলিয়া।

বিশ্বকাপের ৫ ফেভারিট বেছে দিলেন মেসি

আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়তে না পড়তেই জোর দামামা বাজিয়ে দিলেন আর্জেন্টিনার মহানায়ক এবং বর্তমান বিশ্বফুটবলের অন্যতম সেরা তারকা লিওনেল মেসি। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি জানিয়ে দিলেন, কোন কোন দেশ এবারের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার। তবে সেই তালিকায় নেই তাঁর নিজের দেশ আর্জেন্টিনা বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল। আসন্ন বিশ্বকাপ কতটা কঠিন হতে চলেছে, এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মেসি বলেছেন, তআমরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। তাই সকলেই চাইবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারাতে। কোনও সন্দেহ নেই, এবারের বিশ্বকাপ জয়টা কঠিন হতে চলেছে। তবে আমাদের উপর যে চাপটা ছিল, তা সরে গিয়েছে। আমরা অনেক খোলা মনে খেলতে পারব। যদিও এবারের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্য বেশ কয়েকটি দেশ রয়েছে। স্পেন, ফ্রান্স যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে ইংল্যান্ড এবং ব্রাজিল। ওরা আবার দীর্ঘদিন চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। ওরা আবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মরিয়া। জার্মানিও রয়েছে। আর্জেন্টিনা প্রসঙ্গে মেসির বক্তব্য, তসত্যি বলতে কী, আমাদের দলে অসাধারণ ফুটবলার রয়েছে। যারা দীর্ঘদিন ধরে খেলছে। লিওনেল স্কালোনির নেতৃত্বে ওরা স্বপ্ন দেখতে পিছপা হয় না। প্রত্যেকেরই মানসিকতা একইরকম। এমন একটা দল, যারা জিততে চায়। প্রতিটি ফুটবলার নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিতে বদ্ধপরিকর। এই মানসিকতা যে কোনও দলের বিরাট শক্তি।দ তিনি আরও বলেছেন, তদলের উপর ভরসা আছে। আমরা চেষ্টা করব। কিন্তু ফুটবলে সামান্য ব্যবধানে ম্যাচের রং বদলে যায়। ধরুন, আপনি বল মারলেন। কিন্তু পোস্টে লেগে ফিরে এল। টাইব্রেকার আপনি জিততেও পারেন, আবার হারতেও পারেন। এই প্রসঙ্গে কাতার বিশ্বকাপের উদাহরণও টেনে এনেছেন মেসি। কাতার বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে জিতেছিল আর্জেন্টিনা।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তনেদারল্যান্ডস এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আমরা ভালো খেলেছিলাম। কিন্তু দু’টি ম্যাচই টাইব্রেকারে গিয়েছিল। এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (ডিবু) আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবার তো ভাগ্য আমাদের সঙ্গ দেবে না। বিশ্ব খেতাব দখলে রাখাটা সত্যিই কঠিন কাজ। তবে আমাদের উপভোগ করতে হবে।দ ২০২৬ বিশ্বকাপে কি তাঁকে খেলতে দেখা যাবে? জবাবে মেসি বললেন, তআমি এখনও আশা করছি, আসন্ন বিশ্বকাপে খেলব।

ঘোষিত ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের সূচি

অপেক্ষার অবসান। ঘোষিত ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি। শনিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনোর উপস্থিতিতে সূচি ঘোষিত হল। উপস্থিত ছিলেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি রোনাল্ড ডি লিমা।

আগামী বছর ১১ জুন থেকে শুরু ফুটবলের মেগা ইভেন্ট। প্রথম ম্যাচে আয়োজক মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০১০ সালের বিশ্বকাপও এই ম্যাচ দিয়েই শুরু হয়েছিল। ১৬ বছর বাদে সেই ম্যাচের পুনরাবৃত্তি হল। এই প্রথমবার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। একদিন আগেই বিশ্বলাপের গ্রুপ বিন্যাস হয়েছে। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দুই দলই সহজ গ্রুপে পড়েছে। বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে ১৯ জুলাই। আমেরিকার সময় দুপুর ৩টেয়।

আর্জেন্টিনার সূচিঃ
(আমেরিকার সময় অনুসারে)
১৬ জুন রাত ৯টাঃ আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া
২২ জুন দুপুর ১টাঃ আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া
২৭ জুন রাত ১০টাঃ আর্জেন্টিনা বনাম জর্ডন

ব্রাজিলের সূচিঃ
(আমেরিকার সময় অনুসারে)
১৩ জুন সন্ধে ৬টাঃ ব্রাজিল বনাম মরক্কো
১৯ জুন রাত ৯টাঃ ব্রাজিল বনাম হাইতি
২৪ জুন সন্ধে ৬টাঃ ব্রাজিল স্কটল্যান্ড

স্পেনের সূচিঃ
(আমেরিকার সময় অনুসারে)
১৫ জুন দুপুর ১২টাঃ স্পেন বনাম কেপ ভার্দে
২১ জুন দুপুর ১২টাঃ স্পেন বনাম সৌদি আরব
২৬ জুন রাত ৮টাঃ স্পেন বনাম উরুগুয়ে

ফ্রান্সের সূচিঃ
(আমেরিকার সময় অনুসারে)
১৬ জুন বিকাল ৩টেঃ ফ্রান্স বনাম সেনেগাল
২২ জুন বিকাল ৫টাঃ ফ্রান্স বনাম ফিফা কোয়ালিফায়ার
২৬ জুন বিকাল ৩টেঃ ফ্রান্স বনাম নরওয়ে

পর্তুগালের সূচিঃ
(আমেরিকার সময় অনুসারে)
১৭ জুন দুপুর ১টাঃ পর্তুগাল বনাম ফিফা কোয়ালিফায়ার
২৩ জুন দুপুর ১টাঃ পর্তুগাল বনাম উজবেকিস্তান
২৭ জুন সন্ধে সাড়ে ৭টাঃ পর্তুগাল বনাম কলম্বিয়া

ইংল্যান্ডের সূচিঃ
(আমেরিকার সময় অনুসারে)
১৭ জুন বিকাল ৪টেঃ ইংল্যান্ড বনাম ক্রোয়েশিয়া
২৩ জুন বিকাল ৪টেঃ ইংল্যান্ড বনাম ঘানা
২৭ জুন বিকাল ৫টাঃ ইংল্যান্ড বনাম পানামা

চুরি করে খেলেন ধরা! আইসিসির শাস্তির কোপে ফখর জামান

অপরাধ করলে তার শাস্তি পেতেই হবে। এই যেমন এক সপ্তাহ আগের অপরাধের শাস্তি আজ পেলেন ফখ র জামান। আচরণবিধি ভঙ্গ করায় পাকিস্তানি ব্যাটারকে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি।শুধু জরিমানায় পার পাননি ফখর, নামের পাশে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও পেয়েছেন তিনি। আইসিসির আচরণবিধির লেভেল ১ ভঙ্গ করার শাস্তি পেয়েছেন বাঁহাতি ব্যাটার। অনুচ্ছেদ ২.৮ হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ম্যাচে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তে আপত্তি বা অসন্তোষ জানানো সম্পর্কিত।গত ২৯ নভেম্বর ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে মুখোমুখি হয় পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। রাওয়ালপিন্ডির ফাইনালের ১৯তম ওভারে দাসুন শানাকার একটি ক্যাচ ধরে আবেদন করেন ফখর। আম্পায়ার নট আউট দিলে মাঠের দুই আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হন তিনি। শাহিন শাহ আফ্রিদির ফিরতি বলেই পরে অবশ্য বোল্ড হন শানাকা।ফাইনালে পাকিস্তান ৬ উইকেটের জয় পাওয়ার পর ফখরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন মাঠের দুই আম্পায়ার আহসান রাজা ও আসিফ ইয়াকুব। সঙ্গে ছিলেন টিভি আম্পায়ার রশিদ রিয়াজ ও রিজার্ভ রেফারি ফয়সাল আফ্রিদি।পরে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশের সঙ্গে ১ ডিমেরিট পয়েন্টের শাস্তি উত্থাপন করেন ম্যাচ রেফারি রিও কিং। তার শাস্তি ফখর মেনে নেওয়ায় শুনানির আর প্রয়োজন পড়েনি। গত ২৪ মাসে এটিই প্রথম অপরাধ ফখরের।

ভাইরাল হল বিরাট কোহলির ‘স্নেক ড্যান্স’

কোহলির ‘স্নেক ড্যান্স’ ভাইরাল! দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারতীয় তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলির একটি অনন্য উদযাপন মুহূর্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুমুল ভাইরাল হয়েছে। ম্যাচের প্রথম দিকে একজন ভারতীয় বোলার উইকেট নেওয়ার পর কোহলি আনন্দে যেভাবে ‘স্নেক ড্যান্স’ করেন, তা চোখ এড়ায়নি ক্যামেরার। মুহূর্তের মধ্যেই সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে ইন্টারনেটজুড়ে। ভক্তদের প্রতিক্রিয়াও ছিল উচ্ছ্বসিত। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, ‘পুরোনো বিরাট কোহলি ফিরে এসেছে।’ মাঠে তার আগ্রাসী উদযাপন ও দাপুটে ব্যাটিং দেখে সমর্থকদের উত্তেজনা আরো বেড়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজজুড়ে দারুণ ফর্মে আছেন কোহলি। দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি ৯৩ বলে ঝকঝকে ১০২ রান করেন।আর প্রথম ওয়ানডেতে করেছিলেন আরো বিস্ময়কর ১৩৫ রানের ইনিংস।

পরপর দুটি ম্যাচে শতক হাঁকিয়ে তিনি যেন আবারও প্রমাণ করলেন, ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপের আসল ভরসা তিনিই।

তার ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি মাঠে এমন প্রাণবন্ত উদযাপনের দৃশ্য সমর্থকদের কাছে বাড়তি আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছে। ক্রিকেট দুনিয়ায় এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, বিরাট কোহলির ভাইরাল ‘স্নেক ড্যান্স’ এবং তার দুর্দান্ত ফর্ম।

আহমেদাবাদে অলিম্পিক হলে ভারত পদক তালিকায় সেরা পাঁচে থাকবেঃ বিশ্বাস শাহর

২০৩০-র কমনওয়েলথ গেমস আয়োজিত হতে চলেছে ভারতে। গুজরাটের আহমেদাবাদে হবে এই মেগা ইভেন্ট। কমনওয়েলথ গেমসের পর ভারতের লক্ষ্য কী? সেটাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আহমেদাবাদে দাঁড়িয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন ২০৩৬-র অলিম্পিক আয়োজন করাই পরবর্তী লক্ষ্য। তাঁর বিশ্বাস, আহমেদাবাদে অলিম্পিক হলে ভারত পদক তালিকায় সেরা পাঁচে থাকবে। আহমেদাবাদে সংসদ খেল মহোৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তসম্প্রতি আমরা কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছি। তবে আহমেদাবাদের জনগণের এবার আরও বড় প্রস্তুতি প্রয়োজন। কারণ, এবার আমরা ২০৩৬-র অলিম্পিক আয়োজন করব।

এখানেই শেষ নয়। অলিম্পিক আয়োজনের আগে ‘প্রস্তুতিও’ ঠিক করে দিয়েছেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, আহমেদাবাদের উচিত বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা। যাতে অলিম্পিক আয়োজনের মতো ক্রীড়া সংস্কৃতি ও পরিকাঠামো তৈরি করা যায়। শুধু অলিম্পিক আয়োজন নয়, সেখানে ভারত সাফল্যও পাবে বলে বিশ্বাসী অমিত শাহ। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাসী যখ ন ভারতে অলিম্পিক হবে, তখন ভারত মেডেল তালিকায় প্রথম পাঁচে থাকবে।দ তবে সেটা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে ভারত শেষ করেছিল ৭১ তম স্থানে। জিতেছিল মোট ৬টি মেডেল। যার মধ্যে ছিল একটি রুপো ও ৫টি ব্রোঞ্জ। কোনও সোনা জেতেনি ভারত। তাছাড়া আহমেদাবাদে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন নিয়ে বিতর্কও আছে। বিশ্বকাপ হোক বা কমনওয়েলথ, কেন একই শহরকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ২০৩০ সালে শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই গেমসের।

আর শতবর্ষে এই প্রতিযোগিতা বসবে নরেন্দ্র মোদির রাজ্যের আহমেদাবাদেই। গ্লাসগোতে বার্ষিক সাধারণ সভায় আহমেদাবাদকে সিলমোহর দিয়েছে ৭৪ সদস্য দেশ। এর আগে ২০১০ সালে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করেছিল ভারত।

গেইলের নজির স্পর্শ করে ক্যারিবিয়ানদের হয়ে টেস্ট বাঁচালেন তারকা

অপরাজিত ২০২ রান করেন গ্রিভস। ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে অবিশ্বাস্য এক লড়াইয়ে ড্র ছিনিয়ে নিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জাস্টিন গ্রিভসের দুর্দান্ত ডাবল সেঞ্চুরি ও কেমার রোচের অদম্য ফিফটি। দু’জনের যৌথ দৃঢ়তায় ৫৩১ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করেও ক্যারিবিয়ানরা ম্যাচ বাঁচিয়ে ফেলেছে ইতিহাস গড়ে।শেষদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ শেষ করে ৬ উইকেটে ৪৫৭ রানে। ব্যাট করেছে ১৬৩.৩ ওভার, যা তাদের চতুর্থ ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টিকে থাকার নজির।গ্রিভসের ইনিংস দলকে শুধু বাঁচায়নি, টেস্ট ইতিহাসেও যোগ করেছে নতুন অধ্যায়। এটি তার টেস্ট ক্যারিয়ারের সেরা ইনিংস।

Naya Jamana....26 June....adddddddd_Layout 1 07-12-2025 05:04 Page 15

সাহিত্য আড্ডা

নয়া জামানা

প্রমোদ সাহা ঃ সম্ভাবনার অকালমৃত্যু ও একটি কাব্যগ্রন্থের কিসসা

সরিৎ দাস

সেই মানুষটার একমাত্র কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখে ছিলেন বাংলা সাহিত্য জগতের দিকপাল মানুষ অধ্যাপক - সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ।এই সৌভাগ্য মালদা জেলার আর কোনও কবি সাহিত্যিকের ভাগ্যে জুটেছে বলে জানা নেই । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর কথায় - অমাত্র কুড়ি বছর বয়সে কবি প্রমোদরঞ্জন সাহার মৃত্যু হয়েছে। আর, আমার দুর্ভাগ্য, তাঁর প্রথম (এবং শেষ) কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধ লিখতে হচ্ছে । পাঁচ বছর আগে মফঃস্বল শহরের একটি কিশোর কবি আমাকে চকিত করেছিল। মনে হয়েছিল, বাংলা কাব্যে আর একটি নতুন দীপ্তিমানের পদধ্বনি শোনা গেল; যার দেখবার চোখ আছে, বলবার ভাষা আছে, নিজের পরিচয় বহন করবার মতো জোর আছে; আর সবচেয়ে বড় কথা যাঁর মধ্যে খাঁটি কবিত্ব আছে।এই কবি প্রমোদরঞ্জন সাহা। কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিতে না দিতে মৃত্যু তাঁকে কেড়ে নিয়ে গেল ।এই জেলা শহর মালদার বর্তমান প্রজন্মের প্রায় কেউই প্রমোদরঞ্জন সাহা বা প্রমোদ সাহা'র নাম জানে না। তার কবিতা পড়ে নি। কারন তার কবিতা সুলভ নয় । তার একমাত্র কবিতার বই 'মুক্তিপায়ী মন' যার ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সেই বই সহজলভ্য নয়। অথচ তার কবিতা পাঠে বোঝা যায় কী শক্তিশালী কবি ছিলেন তিনি ।তিনি বেঁচে থাকলে শুধু মালদা নয়, বাংলা ভাষার অন্যতম কবি হয়ে উঠতে পারতেন।

জন্ম বাংলাদেশে । সম্ভবত ১৯৪০ সালে। পরবর্তীকালে মালদায় চলে আসেন। পড়েছেন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির-এ । সেই সময় থেকেই তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি ।বিদ্যালয় পত্রিকা 'যুগশঙ্খ' তে তাঁর কবিতা প্রথম ছাপার মুখ দেখে ।ভর্তি হলেন মালদা কলেজে ।আর্টস বিভাগে ।সাথে চলছে কাব্যচর্চা ।কলেজ ম্যাগাজিনেও ছাপা হল তাঁর কবিতা ।কিছু পত্র পত্রিকাতেও কয়েকটি কবিতা ছাপা হল ।হটাৎ ছন্দপতন । স্নাতক স্তরে পড়তে পড়তেই তিনি প্রয়াত হলেন । সালটা ১৯৬২ ।মালদার বিশিষ্ট অধ্যাপক সংগঠক সত্য চৌধুরী ছিলেন তাঁর সহপাঠী, আত্মীয়ও ।তাঁর প্রয়াণের পর সত্য চৌধুরী এবং কয়েকজন সহপাঠী উদ্যোগ নিয়ে কলকাতার প্রকাশনা 'বিচিত্রা' থেকে ছেপে আনলেন তাঁর প্রথম কবিতার বই 'মুক্তিপায়ী মন' । সালটা ১৯৬৩ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০) ।প্রকাশক সত্য চৌধুরী ।অঙ্গসজ্জা চিত্রকারু ।অসাধারণ সুন্দর প্রচ্ছদ। যেমন কবিতার বইয়ে হয় আর কি ।দাম ছিল দেড় টাকা ।অসাধারণ সব কবিতা ।২০-২১ বছরের যুবকের হাতে এরকম কবিতা ! নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকাতে যথার্থই বলেছেন 'দীপ্তিমানের পদধ্বনি' । মোট ২৮ টি কবিতা - সুচিপত্রে চোখ বোলালে পাওয়া যায় - নবজাগরণ, কোন একটি শহরের প্রতি, সূর্যতৃষা, অংগার এখনো জ্বলে, চিরঞ্জীবের প্রাণ, এতটা বিরোধ আছে তবু, একটি আহত সৈনিকের চিঠি, রবীন্দ্রনাথের প্রতি, ক্রান্তি আমি সবুজ পাতার বনে, কালচক্র, দৃশ্যান্তর, তবু, নবজন্ম, সাধারণ লোক, আমার কথা সমুদ্র দেখে, তিন নাগরীর একটি ব্যথা, রামধনু, সান্ত্বনা, কৈশোর, সতীন নদী, তোমাকে, একটি মন অন্যটি মুখ , শিলচর ১৯৬০, জাদুকরের খেলা, ফ্লিট স্ট্রিটের ছেলে, থ্রাস পাখীর গান, অনুভব ও মুক্তিপায়ী মন। কয়েকটা কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পংতি উদ্ধৃত করলে কবির কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে একটা ধারনা করা যাবে ।

১. ক্লান্ত ডানায় ভিড় করে রাত নেমে এল / নিঃসীম ক্রান্তিক মন নীড় খোঁজে বিষণ্ণ বিকারে। / আহত বিকাল,
(নবজাগরণ)

২. অথচ হে শহর, / সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ক্রমশ প্রকট হয় / সময়ের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে আদিমতা, অন্ধকার / অশ্বপৃষ্ঠে শিকারির আস্ফালন বৃদ্ধি পায় কেন?
(কোন একটি শহরের প্রতি)

৩. আঁধার, আমাকে চারপাশ থেকে তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। / যন্ত্রনা দাও, বিষ খেতে দাও, কিন্তু বাঁচতে দিও হে;
(সূর্যতৃষা)

৪. তুমি দেখছ ক্রমশ আঁধার এল ঘরে / সব ঘরে । / হাওয়ারা মাথা নেড়ে স্বাগত জানায় - / এই ভ্রষ্ট পৃথিবীকে ।
(কালচক্র)

৫. কাকে যেন ছুঁতে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে বাসনার রূপ / আমি পারি না পারি না তাকে বুকে টেনে নিতে / রূপান্তর পর্যাপ্ত বলে মধুর মুহূর্তগুলি নষ্ট হয়ে গেছে ।
(তবু)

৬. সন্ধ্যা হয় হয় - নদীর গর্ভ থেকে ঠাণ্ডা বাতাস / আর বৃষ্টির জলগন্ধে আমি আকুল হলাম বুঝি। / সবুজ ঘাস, আকাশ,সূর্যের শেষ রক্তাভ রঙ / ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বটগাছ, ইটের রাস্তা, দু-পাশে জল / গাছের প্রাচীর দেওয়া বাড়ি, প্রশস্ত মাঠ, মাঝখানে মেঠো রাস্তা / বহুদূরে এসবের সীমানা পেরিয়ে বন, / লেখার সাথে এখানেই দেখা হবে।
(একটি মন অন্যটি মুখ)

৭. জাদুকরের খেলা দেখবে? বস এইখানে / রঙের বাহারে খেলা, মাতামাতি জান্তব জীবনে / স্বপ্ন যদি শুরু হয়, ফুটো চাল, কামনার শেষ / তবুও বলবে তুমি হাসি-হাসি মুখে খেলাটাতো বেশ।খ আঁচলে স্বর্গের চাবি, কর্মে দেখি নরক-প্রধান / এখন কোথায় যাবে? জাহান্নামে নেইকো সম্মান।/ দু-চোখে দুধের স্বপ্ন, প্রাণে বয় মহানন্দা নদী / আবার জাদুরই খেলা - ভালো, ভালো, ভুল নয় যদি!
(জাদুকরের খেলা)

৮. 'কেন আজ পৃথিবী এমন লাগে? / বর্ণহীন, গন্ধহীন, বায়ুহীন নিস্তর ভীরু শিখা। / যেন এক ফুঁয়ে নিবে যাবে।/ কেন? কেন?/ হে পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতা - / আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও। / জানি উত্তর আমি পাব না- / আমার বুকে সঞ্চিত যত বেদনা তার শেষ নেই / কেন শেষ নেই প্রশ্ন করেছি, / উত্তর পাই নি ।তাইতো আজ প্রতিজ্ঞা করেছি - / যেমন করেই হোক, হে পৃথিবী / আমার বেদনায় তিল তিল করে তোমাকে সাজাব ।
(মুক্তিপায়ী মন)

উপরের পংতিগুলি যেন এক একটা মনি মুক্তো ।কোথাও উঁকি দিয়ে যায় জীবনানন্দ দাশ, আবার কোথাও উঁকি দেয় সুকান্ত ভট্টাচার্য । সব কবিই তাঁর পূর্বসুরিদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তার কবিতার স্বরলিপি তৈরি করেন। তবু তার মধ্যখান থেকে কবির প্রতিভা চিনে নিতে আমাদের ভুল হয় না । তাঁর বেঁচে থাকাটা মালদা জেলার সাহিত্যের প্রয়োজনেই খুব দরকার ছিল। তবু কালের নিয়মে সবাইকেই চলে যেতে হয় । তিনিও চলে গেছেন , হয়তো বা কিছুটা অকালেই ।বেঁচে থাকা মানে কি শুধু শরীরে বেঁচে থাকা ? এই উত্তর খোঁজাও তো জরুরি ! মানুষ তো তাঁর কাজের মধ্যে বেঁচে থাকেন ভবিষ্যতের গর্ভে । আশা করা যায় এভাবেই প্রমোদরঞ্জন সাহা বা প্রমোদ সাহা আমাদের স্মৃতিতে অনেক অনেক দিন জীবিত থাকবেন ।যতদিন বাংলা ভাষা তার আপন মহিমায় এই পৃথিবীতে উচ্চারিত হবে ।

সংগ্রামী কথা

শশাঙ্কশেখর পাল

ফিরছে
সন্ত্রস্ত কবিতা যেমন অন্ধকার সয়ে সয়ে
খোঁজে আলো
ফিরছে ওরাও

কৃষ্ণ গহ্বর এড়িয়ে যে আলোর কণারা মাথা উঁচু রেখেছে
প্রত্যেকে ফিরছে সাথে নিয়ে হাজার কৃষক ও মজদুর
ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আমার প্রিয় স্বদেশ

কবিতার ঠাট

মা জ রু ল ই স লা ম

যখন তোমার কোনো কবিতা পড়ছি ---
মনে হচ্ছে
এ-যেন
ঠাঠা রোদ্দুর কিংবা কার্তিক মাসের মরা জোৎস্না।

এতে আর যা-ই হোক না কেন
সরেস কবিতার রূপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কবিতায় কবিত্বের বড় অভাব।
তোমার কাব্য কাঠামো দেখে
অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছে
ন্যুব্জ শরীরে আসছে জ্বরও।
তোমার কাব্য কাঠামোয় ভঙ্গুরতার তীব্রতা এমন হয়েছে
যে,
মুহূর্তের জন্যেও স্থির থাকতে পারছি না!

সংসারের শেকড়

সুকান্ত মণ্ডল

শীতের দমকা হাওয়ায় পানের বরজ কেঁপে ওঠে।
গায়ে চাদর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকো তুমি,
মৃদু আলোয় মুখ তোমার গোলাপী চন্দ্রমল্লিকা!

আমি পাশে বসে হাত বাড়াই,
তুমি ছুঁয়ে বলো;
আজও শীতের ঠাণ্ডা ধরা যায় না

আমাদের সংসার এই দমকা হাওয়ার মাঝে
মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা শেকড়

যেখানে শীত আসে, কিন্তু জমাতে পারে না।

অভাব

নিজামুদ্দিন মণ্ডল

অনেক অভাব আমাদের দরজার সামনে দাঁড়ায়
কত চালে লাগে পোকা
মা খুদ চাল বাছ্ছে
কুলোয় উড়ে যাচ্ছে আমাদের আত্মবিশ্বাস
একমুঠো চালে গড়ে উঠছে আমাদের ভবিষ্যৎ

চোখে পানি ,অতিথির আনাগোনা
দিনের আলোতেই আমাদের বিসর্জন
আটপৌরে শাড়ি
লগা হাতে মা ছাগল তাড়াচ্ছে

আমাদের দরজায় নামপ্লেট নেই
এখনও মা কুলো নাড়ছে সেই ভাঙা দরজাতেই

অনুগল্প

অসহায়ের ভালোবাসা

আমরিন বারি

হার হিম করার শীতল হাওয়া, হাড় ফাটিয়ে দিচ্ছে আমার। পাঁজর ফাটিয়ে ছুঁচের মতন বিঁধছে। অন্ধকার ঘরে পাতলা একটা কম্বল হয়তো আর যথেষ্ট নয়।এই বেয়ারা শীতের টানাপোড়নটা আর নিতে পারছিলাম না। সেটাই হলো। সারা দিনের কাজের ফাঁকে কাশিটা যেন বেশ ভালো মতই বাসা বেঁধেছে। এইসব কথা আগেও জানিয়েছি তোমায়।

কিন্তু তোমার কোন উত্তর পাইনি। হায়! এখন কাশিই আমাকে লিখতে বাধ্য করল শেষ চিঠি। তুমি তো জানোই কলকাতায় ছোট্ট ভাড়া ঘরের কত টাকা , আর টিউশনিতে কত টাকা আমি পাই। পাকাপাকি কাজের সন্ধান করাটা ও বিফলে গেছে। এখন সব টিউশনি এই কাশির জন্যও ছুটে গেছে। আর একটা যেটা আছে ,সেটা থেকেও কোনদিন ছুটি হয়ে যাবে। অন্ধ মাকে কিভাবে খাওয়াবো তাও জানি না। আমি নিজে ক'দিন একবেলা খেয়ে দিন কাটাবো সেটাও জানা নেই।এই শহরে পরিচিত বলতে একমাত্র তুমি। তাই পারলে মায়ের থাকা খাওয়ার পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করে দিও ।

জানো তো কাশির সঙ্গে জ্বরটাও বেশ ভালো রকমই আসে। হাত পা সেটাও এখন ফুলছে। যদিও মাকে কিছুই বলিনি। আমি ছাড়া যে তার কেউ নেই। গোটা শরীর জুড়ে শুধুই ক্লান্তি আর ক্লান্তি। চির ঘুমের দরকার হয়ত। আমি তো আর পারছি না গো। শীত যাবার আগে সঙ্গেই নিয়ে যাবে হয়তো। বৈশাখের আর দেখা মিলবে না। তোমার সঙ্গে শেষ দেখা অপূর্ণ থাকলো। যদি পরের জীবনে আবার জন্ম নিই, একটাই চাওয়া রইল- অসহায় কে ভালবাসার উপহার দিও না। ভালো থেকো তুমি। সুখে সংসার করো। আলো উত্তরের অপেক্ষায় ,আস্তে আস্তে দিন ফুরিয়ে যায়। শরীরে শান্তি ছিল না, সারা শরীর জুড়ে শুধুই অস্থিরতা, আর মনের কোনে যত দুশ্চিন্তা ।

অল্প অল্প করে নিবতে নিবতে, একেবারেই আলোটা নিভে গেল। সমাজ সেবিকারা এসে তার মায়ের থাকা খাওয়ার পাকা একটা ব্যবস্থা করে গেল।

আলোর প্রদীপ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অসহায়ের ভালোবাসা বড়ই অসহায়। মায়ায় জড়িয়ে ও কি এতটা কঠিন ও হওয়া যায়?

ভ্রমণের দিগন্তে যে অদৃশ্য কুয়াশা ঃ ট্রাভেল ডিসমরফিয়া

শুভজিৎ কর্মকার

মানুষের মন এক প্রচ্ছন্ন বন;ওর ভেতর আলোও আছে, অন্ধকারও আছে, আর আছে সেই অদেখা পথ, যা আমরা নিজেরাই চিনতে পারি না। এই আধুনিক কালের আলো-ঝলমলে পর্দার নিচে সেই বনে লেগেছে এক নতুন কুয়াশা;নাম তার ট্রাভেল ডিসমরফিয়া। রোগ নয়, তবু নীরব ব্যথা; ক্ষত নয়, তবু আত্মাকে হালকা করে দেয় না। যেন ভেতর থেকে কেউ ফিসফিস করে বলে; তুমি কম দেখেছ, কম ছুঁয়েছ, কম বেঁচেছ।

ইনস্টাগ্রামের অসীম জলরং-তোলা আকাশে ভেসে থাকা নীল সমুদ্র, অচেনা পাহাড়ের কোলে দাঁড়ানো অপরিচিত হাসি;এসব কি সত্যি আমাদের চেয়ে বেশি আলোকিত? নাকি এ কেবলই সাজানো সৌন্দর্যের এক ক্ষণস্থায়ী মুখোশ?

ডিজিটাল যুগে রঙের ফিল্টারই হয়ে উঠেছে পৃথিবীর নতুন সত্য;আর আমরা সেই রঙে নিজেদের জীবনকে মাপতে শিখেছি। তুলনার সূক্ষ্ম বালুকণাগুলো তাই প্রতিদিন জমে জমে মনকে ভারী করে দেয়।পশ্চিমবঙ্গের তরুণ মুখ গুলোতেও সেই অস্থিরতার ছায়া ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। বৃষ্টিভেজা কলেজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রটি ভাবছে; তার বন্ধুর তো আন্দামান-সমুদ্রের ছবি আছে, তার কেন নেই? ইস্পাতের শহরের অফিসঘরের মেয়েটি দীর্ঘদিনের ক্লান্তির শেষে ভাবে;

সুন্দরবনের ক্যানোপির আলোতে তো কেউ গল্প লিখছে, সে কবে সে আলো দেখবে? এমনকি মফস্বলের বুক চিরে দৌড়ে বেড়ানো ছেলেটিও ভাবে;হিমাচলের বরফ না ছুঁলে কি জীবনে পূর্ণতা আসে?এ যেন জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে জীবনকে দেখানো। ভ্রমণ আর যাত্রা নয়;এ এক অদৃশ্য উৎসব, যেখানে সবাই নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে চায়। আর এই প্রমাণের খেলাই ভ্রমণের গভীরতম সত্যকে গ্রাস করে নিচ্ছে।

পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে বাতাস যে গল্প শুনিয়ে যায়, সেটি শোনা হয় না; তার বদলে শোনা হয়;তক্যামেরা ঠিকঠাক ধরল তো?দুই চোখে যে বিস্ময়ের বুনো ফুল ফুটবার কথা, সেখানে ফুটে থাকে ফ্রেমের তাড়না। সমুদ্রের ঢেউয়ের ভেজা গন্ধ মিশে যায় মোবাইল নোটিফিকেশনের শব্দে। প্রকৃতিকে আর দেখা হয় না, বরং ধরা হয়; আর ধরা দৃশ্য যত নিখুঁত, ততই মনে হয়;তআমি বোধহয় ভালোভাবে বাঁচছি।কিন্তু বেঁচে থাকা কি এতটাই বাহিরমুখী? ভ্রমণের সূক্ষ্মতর সত্য তো লুকিয়ে ছিল আত্মার ভেতরে;যে সত্যে মানুষের নিজের সঙ্গে আলাপ হতো, পথের নীরবতার মধ্যে মন একটু গভীর শ্বাস নিত, একা আকাশ দেখে কেউ বুঝতে পারত;জীবন আসলে কত অচেনা, কত অসীম। আজ এই আত্মিক যাত্রাটাই হারিয়ে ফেলছি আমরা।তথাপি মানুষ তো সেই প্রাণী, যে হারিয়ে গেলেও পথ খুঁজে নিতে জানে।

হয়তো একদিন আবার ফিরে আসবে সেই সময়;যখন ভ্রমণ হবে অন্তরের মৃদু আবাহন, পৃথিবীকে নয়, নিজের হৃদয়কে খুঁজে পাওয়ার নিমন্ত্রণ। যখন ছবি নয়, অভিজ্ঞতা হবে স্মৃতির প্রকৃত আলো। যখন তুলনার শৃঙ্খল ছিঁড়ে আমরা বুঝতে পারব;পৃথিবী দেখার থেকেও বড় কথা হলো পৃথিবী অনুভব করা।

এই উপলব্ধির দিন ফিরে আসুক। ততদিন পর্যন্ত, ভ্রমণের আকাশে এই কুয়াশা আমাদেরই সাফ করতে হবে নিজের আলো, নিজের ছায়া, নিজের নিঃশব্দ যাত্রার পথেই।

দৈনিক 'নয়া জামানা' সাহিত্য বিভাগে লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

নয়া জামানা' দৈনিকের সাহিত্য বিভাগ 'সাহিত্য আড্ডা' প্রতি রবিবার প্রকাশিত হবে।

এই বিভাগে আপনি আপনার মূল্যবান লেখা পাঠাতে পারেন। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে (সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত লেখা গ্রহণযোগ্য নয়)। লেখার সঙ্গে লেখকের পরিচিতি আবশ্যক (নাম, ঠিকানা, পেশা, ফোন নম্বর, ই-মেল আইডি অবশ্যই দিন)। লেখা সম্পাদক মণ্ডলীর দ্বারা মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে।

যে কোনও লেখার জন্য শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কবিতা সর্বাধিক ২০ লাইন, ছড়া ১৬ লাইনের মধ্যে, প্রবন্ধ (অনধিক ১০০০ শব্দ), ছোটগল্প (অনধিক ১০০০ শব্দ), অনুগল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), রম্যরচনা (অনধিক ৭০০ শব্দ), ভ্রমণকাহিনী (অনধিক ৮০০ শব্দ) সঙ্গে ভ্রমণ চিত্র পাঠাতে হবে। গ্রন্থ আলোচনার জন্য দপ্তরে দু কপি বই পাঠাতে হবে।

আধুনিক বানানবিধি মেনে লেখা ইউনিকোড বা ডক ফাইলে মেল করে পাঠাবেন।

লেখা পাঠাবেন- ৯৭৩৪৯৩৪৪৯৭ / ৯০০২৯৮৯১৩২

মেইল nayajamanaofficial@gmail.com

মুহা. আকমাল হোসেন
সাহিত্য বিভাগীয় সম্পাদক

সম্পাদক মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।